CMYK

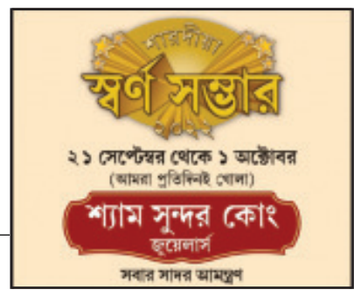

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 16 September 2022 ■ আগরতলা ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ ইং ■ ৩০ ভাদ্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অসমের মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে

পূর্বোত্তরের আটটি জঙ্গি সংগঠনের সাথে ত্রিপাক্ষিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পৌরোহিত্য আজ বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে ভারত সরকার, অসম সরকার তথা অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার উপস্থিতিতে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি উপজাতি উগ্রপন্থী সংগঠনের প্রতিনিধিদের মধ্যে ঐতিহাসিক ত্রিপাক্ষিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এই চুক্তি অসমের আদিবাসী ও চা বাগানের শ্রমিকদের কয়েক দশকের পুরনো সমস্যার অবসান ঘটাবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ উত্তরপূর্বের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এই চুক্তিটি ২০২৫ সালের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে উগ্রপন্থামুক্ত করার পথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে প্রমাণিত হবে। আদিবাসী উগ্রপন্থী সংগঠন এবং তিনটি উগ্রপন্থী সংগঠনের ত্রিপাক্ষিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি, অসমের শ্রমিক কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণ, সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসাও পল্লবলোচন দাস, মুখ্যসচিব পবনকুমার বরঠাকুর, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধানসচিব সমীরকুমার সিনহা, গৃহদফতরের প্রধানসচিব নিরজ বার্মা, অসমের পুলিশ-প্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্ত এবং অতিরিক্ত পুলিশ-প্রধান হীরেন নাথ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নয়াদিল্লীতে জঙ্গী সংগঠনের নেতাদের সাথে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ছবি পিআইবি।

এআইসিসির পরবর্তী সভাপতি রাহুল গান্ধী না হওয়ার সম্ভাবনা

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী।।

নয়াদিল্লী, ১৫ সেপ্টেম্বর।। এআইসিসির পরবর্তী সভাপতি পদে রাহুল গান্ধীকে পাওয়া যাবে না বলে ইঙ্গিত মিলেছে। কারণ রাহুল গান্ধী ১৫০ দিনের ভারত জোড় যাত্রায় রয়েছেন। আগামী ১৭ অক্টোবর এআইসিসির সভাপতি নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করার সূচি রয়েছে।

একজন প্রবীণ কংগ্রেস নেতার মতে, রাহুল গান্ধী এআইসিসি সভাপতি না হওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন। কারণ, গান্ধী পরিবারের বাইরে কাউকে সভাপতি করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে, এআইসিসি সভাপতির জন্য নির্বাচনের দৌড়ে রয়েছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বামছাত্র যুবদের মহাকরণ অভিযানে রণক্ষেত্র সার্কিটহাউস এলাকা

চলল জল কামান ও কাঁদানে গ্যাস, আহত নিরাপত্তা কর্মী সহ আন্দোলনকারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠনের মহাকরণ অভিযান ঘিরে রণক্ষেত্রের রূপ নিয়েছিল আগরতলায় সার্কিট হাউস এলাকা। শিক্ষা, কাজ ও সন্ত্রাসমুক্ত ত্রিপুরার দাবিতে বামপন্থী ছাত্র যুবরা আজ বৃহস্পতিবার মহাকরণ অভিযানে গিয়েছিলেন। তাঁদের থামাতে পুলিশের জল কামান ও কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে হয়েছে। তাতে, একজন সিআরপিএফ জওয়ান ও কয়েকজন বামপন্থী যুব কর্মী আহত হয়েছেন। কাঁদানে গ্যাসের শেল মাথায় লেগে সিআরপিএফ কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁকে চিকিতার জন্য জি বি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

এদিন বাম ছাত্র যুব সংগঠনের মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মহাকরণের উদ্দেশ্যে রওনা দিতেই সার্কিট হাউস সংলগ্ন এলাকায় তাঁদের আটকে দেয় পুলিশ। ছোড়া হয় জল কামান ও টিয়ার গ্যাস। তাতে মুহূর্তেই উত্তপ্ত হয়ে উঠে সংশ্লিষ্ট এলাকা। বাম ছাত্র যুবরা পুলিশের ব্যারিকেড ভেদ করে এগিয়ে যান। কিন্তু, পুলিশের কড়া হস্তক্ষেপে তাঁরা পুরাতন রাজ ভবনের সামনে থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হন।

ত্রিপুরায় বর্তমান সময়ের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কিত মোট ৯ দফা দাবির ভিত্তিতে এদিন বাম ছাত্র যুব সংগঠনের সদর, ডুকলি, জিরানিয়া এবং মোহনপুর বিভাগের যৌথ উদ্যোগে মহাকরণ অভিযান শুরু হয়েছিল। এদিন সার্কিট হাউস এলাকায় একটা সময় পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়েছিল। প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পুলিশ জলকামান ও কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়েছিল। তাতে, বেশ কয়েকজন বামপন্থী যুব কর্মী এবং সিআরপিএফ জওয়ান আহত হয়েছেন। পুলিশের ছোড়া কাঁদানে গ্যাসের শেল ওই জওয়ানের মাথায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আন্দোলনকারীরা পুলিশের বেরিকেট অতিক্রম করার জোর চেষ্টা চালায়। ছবি নিজস্ব।

গন্ডাছড়ায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত প্রতিবাদে পথ অবরোধ ভোক্তাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। বিদ্যুতের দাবিতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাস্তা অবরোধে সামিল হন গন্ডাছড়া মহকুমার গুণরথ পাড়ার জনজাতি অংশের মানুষ। এলাকাবাসীর অভিযোগ, দায়িত্বপ্রাপ্ত কোম্পানি এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বহাল রাখতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে চলেছে। তাদের বদান্যতায় এলাকার বিদ্যুৎ গ্রাহকরা অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন।

এলাকাবাসী জানান, দীর্ঘ সাড়ে চার মাস ধরে এলাকার বেহাল বিদ্যুৎ ব্যবস্থার বিষয়টি দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিডকোর স্থানীয় কর্মকর্তাকে জানিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। তাদের আরো অভিযোগ, নিয়মিত বিদ্যুৎ পরিষেবা না পেলেও বিদ্যুতের বিল নিয়মিত মিটিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন ভোক্তারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ট্রান্সফরমারটি দীর্ঘ সাড়ে চার মাস ধরে বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। এটি সারাইয়ের জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না।

তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে এলাকার জনগণ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে গন্ডাছড়া রইস্যাবাড়ি রাস্তায় হাতির মাথা চৌমুহনীতে অবরোধ করেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাড়ি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। খোয়াই মহকুমার পদ্মবিল এলাকায় যান দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন। একটি মারুতি ও বাইকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। বর্তমানে বাইজাল বাড়ি প্রাথমিক হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা চলছে।

প্রসঙ্গত, খোয়াই মহকুমা এলাকায় যান দুর্ঘটনা লাগাম যেন কিছুতেই টানতে পারছে না খোয়াই ট্রাফিক পুলিশ। খোয়াইতে যান দুর্ঘটনা যেন নিত্যদিনের কর্মসূচি হয়ে দাড়িয়েছে। প্রতিদিন কোথাও না কোথাও ঘটছে যান দুর্ঘটনা ঘটেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চোর সন্দেহে গণধোলাইয়ে আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে চুরির ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ মানুষ রাত জেগে পাহারা দিয়ে ধন-সম্পদ রক্ষা এবং চোরদের আটক করার তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন। তাতে বিভিন্ন জায়গায় সাফল্য আসছে। তবে রাজ্যে চুরি ডাকাতি ছিনতাই সহ নানা অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও জনগণের নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এদিকে, চোর সন্দেহে গণধোলাইয়ে গুরুতর আহত এক যুবক। ঘটনা নতুননগর কোঅপারেটিভ এলাকায়। ঘটনায় এলাকায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে সিপিএম সমর্থক ছয়টি বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে বিরোধী দলের নেতা কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা বাড়িঘর ভাঙচুর এবং সম্পদ নষ্ট করে দেওয়ার ঘটনা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। খোয়াইয়ের বারবিল এলাকায় সিপিএম সমর্থক বেশ কয়েকটি বাড়িঘরে বুধবার রাতে হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা যায় , বুধবার রাতে খোয়াই থানাধীন বারবিল পঞ্চায়েত এলাকার ঋষিপাড়ার সি পি আই এমর কর্মী সমর্থকদের বাড়ি ঘরে হামলা করে শাসকদলের দুর্বৃত্তরা। ছয়টি বাড়িতে হামলা করে বাড়ি ঘর ভাঙচুর করা সহ দুজনকে শারীরিক নিগৃহীত করা হয়। আসবাবপত্র ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। সি পি আই এমর খোয়াই মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে অভিযোগ করে ঘটনা তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানানো হয়েছে এবং ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। একটি অটোরিকশা ভাঙচুর করা হয়। হরিপদ মণিদাস, সুবোধ মণিদাস , শ্রীকৃষ্ণ ঋষিদাস, জয়কৃষ্ণ ঋষিদাস, ভজন মণিদাসের বাড়িঘরে হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। বাড়িঘর ভাঙচুর করা ছাড়াও দুষ্কৃতিরা সুবোধ মণিদাসের একটি অটো রিক্সা ভেঙে দেয়।

বৃহস্পতিবার সকালে সি পি আই এমের রাজ্য কমিটির সদস্য তথা বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, পার্টির জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুখেন্দু বিকাশ দে ও মহকুমা কমিটির সদস্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার খুনের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। নিজ ঘর থেকে উদ্ধার এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ। ঘটনা কালিটিলা হাইরমাইরা এলাকায়। মৃত গৃহবধূর নাম বিউটি দাস(২২)। গৃহবধূর স্বামীর নাম বিক্রম দাস। সে এ ডি নগর থানায় এসপিও জওয়ান বলে জানা গেছে।

ঘটনায় এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন গৃহবধূর বাপের বাড়ীর সদস্যরা। তাদের অভিযোগ বিউটিকে তার স্বামী প্রায়শই মারধর করত। স্বামী বিক্রম দাসই গৃহবধূকে খুন করেছে বলে অভিযোগ গৃহবধূর পরিবারের।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন, এসপিও জওয়ান হওয়ায় পুলিশ বিষয়টিকে হালকাভাবে নেয়ার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

নির্যাতিতা স্ত্রীর আত্মহত্যা স্বামীর জেল ও জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। গৃহবধূকে নির্যাতনের অপরাধে অভিযুক্ত স্বামী পীযুষ চক্রবর্তীকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দিল আদালত। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ২০১২ সালের ১৭ই এপ্রিল, পণের দাবীতে টেপানিয়া এলাকায় স্বামী ও শশুর বাড়ীর অন্যান্যদের নির্যাতন সহ্য করতে পেরে আত্মহত্যা করেছিল গৃহবধূ চন্দনা শর্মা।

বিয়ের পর থেকেই স্বামী পীযুষ চক্রবর্তী ও তার পরিবার ৫০ হাজার টাকা পণের জন্য গৃহবধূর উপর নির্যাতন শুরু করে। আর নির্যাতনের জেরেই শশুর বাড়িতে আত্মহত্যা করেছিল ওই গৃহবধূ। গোটা বিষয়কে কেন্দ্র করে রাধা কিশোরপুর থানায় শশুর বাড়ীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল গৃহবধূর বাপের বাড়ীর লোকেরা। গোমতী জেলা ও দায়রা আদালত মোট ১৯ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য বাক্য গ্রহণ করে শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত পীযুষ চক্রবর্তীকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জেআরবিটিতে ফের ধর্ণা দিলেন চাকরি প্রত্যাশীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। আবারো ফলাফলের দাবীতে জেআরবিটি কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখাল পরীক্ষার্থীরা। দীর্ঘক্ষণ ধরে কার্যালয়ে ধর্নায় বসে থাকলেও তাদেরকে কোনও সদুত্তর দেওয়া হয়নি এদিন।

চাকুরি প্রত্যাশী বেকারদের দাবি ১ বছরের বেশি সময় হয়ে গেলেও এখনো কোনও এক অজ্ঞাত কারণে জেআরবিটি তাদের ফলাফল ঘোষণা করছে না। এমনকি উচ্চ আদালতের নির্দেশও মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ পরীক্ষার্থীদের। তবে এদিন দীর্ঘ সময় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পক্ষকালব্যাপী প্রদেশ বিজেপির বহুমুখী কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। শারদোৎসবে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের পাঁচদিন অতিরিক্ত ছুটি ঘোষণায় বিজেপির তরফ থেকে সরকারকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। সেই সাথে প্রধানমন্ত্রী জন্মদিন উপলক্ষে হর ঘর সুশাসন প্রকল্পের সূচনা হবে তার জন্যও বিজেপি প্রদেশ কমিটির তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আহুত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য আরও জানান ইতিপূর্বে কোন সরকার দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে এত লম্বা ছুটি ঘোষণা করে নি। তিনি আরও বলেন সরকারের একটা বড় লক্ষ্য হর ঘর সুশাসন। আগামি ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন। সেইদিন থেকে হর ঘর সুশাসন প্রকল্পের সুচনা হবে। এখন থেকে কোন ধরনের সরকারি কাজের জন্য মানুষকে ছুটতে হবে না। ঘরের দরজায় প্রশাসন থাকবে। মানুষের বাড়িতে প্রশাসন চলে যাবে।

১৭ সেপ্টেম্বর রাজ্যে এই প্রকল্পের সুচনা করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। সাংবাদিক সম্মেলনে নবেন্দু ভট্টাচার্য জানান সামাজিক মাধ্যমে অনেক সময় অনেক কিছু বিষয় আসে। সকল বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অনেক সময় অনেক গুলি বিষয় আসে, যেগুলি নতুন কোন কিছুকে ইঙ্গিত দেয়। বিজেপির পক্ষ থেকে বহুবার বলা হয়েছে কমিউনিস্টরা কংগ্রেসকে গ্রাস করে নিচ্ছে। মনস্তাত্বিক দিক থেকেও কংগ্রেসকে গ্রাস করে নিচ্ছে কমিউনিস্টরা। সম্প্রতি কংগ্রেসের এক পদাধিকারি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন ধর্ম আর গাঁজা এক। কংগ্রেসের ভাবনা এমন ছিল না। তিনি প্রশ্ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা সংস্কারের দাবীতে বড়জলায় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। ফের রাস্তা সংস্কারের দাবীতে পথ অবরোধ এলাকাবাসীদের। ঘটনাস্থলে পৌঁছান এলাকার বিধায়ক। দ্রুত উদ্যোগ গ্রহনের আশ্বাস পেয়ে অবরোধ মুক্ত হয় রাস্তা।

ঘটনা বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কাঁঠালতলী থেকে নবগ্রাম যাওইয়ার রাস্তায়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, এলাকার রাস্তাটিতে প্রায়শই জল জমে থাকে। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এলাকাবাসীর অভিযোগ বিগত তিন বছর ধরে এই এলাকায় জল জমছে। স্থানীয় এক ব্যক্তি এলাকায় যে ড্রেইন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের বিকাশে প্রকৌশলীদের উদ্ভাবনী দক্ষতার প্রয়োগ করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। প্রকৌশলীদের উদ্ভাবনী দক্ষতার প্রয়োগ করতে হবে মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজতর করার ক্ষেত্রে প্রকৌশলীদের ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমানে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রযুক্তির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

আজ প্রজ্ঞাভবনে ৫৫তম 'ইঞ্জিনীয়ার ডে' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোনও দেশ বা রাজ্যের উন্নয়ন প্রকৌশলীদের ছাড়া কল্পনাও করা যায় না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশকে একটি সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে গড়তে চাইছেন। আর এর সফল বাস্তবায়ন প্রকৌশলীদের সাহায্য ছাড়া কখনো সম্ভব নয়। প্রকৌশলীরাও উন্নত দেশ গড়ার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের রাজ্য রাবার, বাঁশ, চা ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের সার্বিক বিকাশে প্রকৌশলীদের উদ্ভাবনী দক্ষতার প্রয়োগ করতে হবে। বিগত দিনে রাজ্য প্রশাসনে মাত্র একজন চীফ ইঞ্জিনীয়ার বিভিন্ন কাজ তদারকি করতেন। বর্তমানে কাজের সুবিধার্থে বিভিন্ন দপ্তরের ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে চীফ ইঞ্জিনীয়ার রয়েছেন। ফলে কাজের গতিও বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের প্রখ্যাত প্রকৌশলী ভারতরত্ন স্যার এম. বিশ্বেশ্বরাইয়ার কর্মজীবনকে প্রেরণা হিসেবে ইঞ্জিনীয়ারিং পাঠরত ছাত্রছাত্রীর নিকট তুলে ধরার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বলেন, মানব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ৩৪৭ ◻ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ ইং ◻ ৩০ ভাদ্র ◻ শুক্রবার ◻ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

উন্নত সমাজ গঠনে দায়িত্বশীল মানসিকতার পরিচয় দিতে হইবে

যে কোন দেশের কিংবা রাজ্যের অথবা প্রদেশের সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারে। সরকারের গৃহীত সেইসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার এবং আমলাদের। তাহারা যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে সরকার গৃহীত পরিকল্পনা কোনদিন এই সফল হইবে না। জনগণ তাহার সুফল ভোগ করিতে পারিবেন না। আজ ইঞ্জিনিয়ারস ডে। আজকের দিনটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণও বটে। পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়াররা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন বলিয়াই দেশ , রাজ্য ও সমাজ উন্নত হইতে উন্নততর পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছে। এই তাৎপর্যপূর্ণ দিনে ইঞ্জিনিয়ারদের যেমন গর্বের দিন ঠিক তেমনি তাহাদেরকেও আজকের দিনে আত্ম অনুসন্ধান করিতে হইবে। দায়িত্ববোধ সম্পর্কে তাহাদেরকে আরো যত্নবান হইতে হইবে দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য পরায়ণ মানুষের দ্বারাই সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া ওঠে। যাহারা দায়িত্ববান তাহারা নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় একাংশের মানুষ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নয় কিংবা দায়িত্বহীন।এই ধরনের মানসিকতার ফলে সমাজে নানা বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টির হইতেছে। বিষয়টির অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করিতে না পারিলে সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে না।যে কোনও সামাজিক অথবা রাজনৈতিক বড়সড় ইস্যু হাজির হইলে সম্মিলিতভাবে আমাদের উচ্চকিত প্রতিবাদের ধরন দেখিলে মনে হয়, আমরা সকলেই বুঝি একটি আদর্শ সমাজ, আদর্শ সরকার, আদর্শ পরিবেশ চাই। ফেসবুকে আলোচনা দেখিয়া মনে হয় চারদিকে কত সৎ, আদর্শবান, নীতিনিষ্ঠ, ডিসিপ্লিনড মানুষ আছেন। তাহা হইলে চারপাশে এত নীতিহীনতার ছড়াছড়ি কেন? উন্নত সমাজ গড়িয়া উঠুক এজন্য আমাদের উদ্বেগের অন্ত নাই। কিন্তু সেজন্য আমরা নিজেরা কতটা উদ্যোগী? কী কী করিয়াছি অথবা করছি সামাজিক কোনও ইতিবাচক উৎকর্ষ নির্মাণে? নাকি শুধুই নানারকম ঘটনার নিরাপদ প্রতিবাদ করিয়া দায়িত্ব শেষ? আমরা নিজেরা নিজেদের ডিউটিগুলো ঠিকভাবে পালন করিতেছি তো? চেনাজানা লোকগুলো কি আমাদের আদৌ সিরিয়াসলি নিতেছে? নাকি আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন? যে ডাক্তাররা রোগীকে নানারকম টেস্ট করিতে দিয়ে ডায়াগনস্টিক ক্লিনিক থেকে নিয়ম করিয়া কমিশন নিয়া থাকেন, তাঁহারাও নাকি দুর্নীতি আর অনিয়মের বিরুদ্ধে সরব। যে শিক্ষক স্কুলের ক্লাসের থেকে বেশি মনোযোগী হইয়া নিখুঁতভাবে পড়ান ব্যক্তিগত টিউশনে, তিনিও নাকি সমাজের অন্যায়ের প্রতিবাদে সরব। যে সরকারি কর্মচারী পরিষেবা দেওয়ার জন্য পাবলিকের থেকে বিনিময়ে কিছু পাইয়া থাকেন, তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন জনপ্রতিনিধিদের আচরণে। ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্যই যাঁহারা ট্যাক্স কনসালট্যান্টকে অতিরিক্ত কিছু টাকা দিয়া থাকেন, তাঁহারাই আবার কেন্দ্র অথবা রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়। যে ঠিকাদার বিকেলে বন্ধুদের আড্ডায় রাজনীতিকে চরম আক্রমণ করেন, তিনিই সকালে টেন্ডার পাওয়ার জন্য কোনও নেতা অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অফিসারকে ঘুষ দিয়া আসেন। অথচ অসংখ্য সৎ ডাক্তার, সৎ শিক্ষক, সৎ সরকারি কর্মচারী, সৎ প্রফেশনাল, সৎ ব্যবসায়ী, সৎ ইঞ্জিনিয়ার আছেন। কিন্তু যাঁহাদের জন্য এসব পেশা অথবা আইডেন্টিটির বদনাম হয়, তাঁদের বিরুদ্ধে খুব কম মানুষই মুখ খোলেন। আমার পাড়ায় কিংবা কর্মস্থলে অথবা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যদি অনিয়ম, অন্যায়, দুর্নীতি দেখিতে পাই, আমরা সচরাচর নিঃশব্দে সেগুলি থেকে নিজেকে সরাইয়া রাখি। আমাদের চারপাশে ঘটে চলা ছোট ছোট অন্যায়, দুর্নীতির কতবার অফিসিয়ালি প্রতিকারের পথে যাই? প্রতিবাদ মানে ফিজিক্যাল এবং আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ। ফেসবুকে নয়। যাই না কেন? কারণ, আইডেন্টিফাই হয়ে যেতে আমাদের ভয় লাগে। যদি প্রভাবশালীরা আমাদের উপর অত্যাচার করে তখন কে দেখিবে? এটা একটি কারণ। দ্বিতীয় কারণও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। সেটি হইল ঝামেলায় না ঢোকা। এড়াইয়া যাওয়া। আমার কী দরকার ওসবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিহ্নিত হইয়া যাওয়া? এটা সামাজিক দায় এড়িয়ে যাওয়া নয়? যাতায়াতের পথে আমরা পাবলিক প্লেসে দল বাধিয়া আড্ডাধারীদের অশালীন ভাষা হজম করি নিজেকে বাঁচাইয়া। অটো, বাস, টোটো ইত্যাদি পাবলিক ট্রান্সপোর্টের কর্মীদের দুর্বিনীত ব্যবহার মানিয়া নেই। সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ করি না। কারণ, তাহাদের পিছনে রাজনৈতিক দল আছে। কিন্তু পাবলিকও যদি সম্মিলিতভাবেই প্রতিবাদ করে, তাহলে রাজনীতিও ভয় পাইবে। আমরা সেই উদ্যোগগুলি নিই না। আর তাই আমাদের চারপাশেই কিন্তু বড় অপরাধের বীজগুলি বাড়িতে থাকে। একক প্রতিবাদের যুগ শেষ। কিন্তু সম্মিলিত প্রতিবাদের উদ্যোগেও কেন ভাটা পড়িছে?

আমরা বাচিয়া নিয়াছি সহজ পথ। সোশ্যাল মিডিয়া। সেখানে মিডিয়া, সরকার, রাজনীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করা যায়। অনেকে একসঙ্গে প্রতিবাদ করা হইলে আর পৃথকভাবে চিহ্নিত হওয়ার ভয় নাই। ফেসবুকের প্রতিবাদের গুরুত্ব নাই? অবশ্যই আছে। কিন্তু সেই প্রতিবাদগুলি স্বল্পমেয়াদি। কোনও একটি ঘটনার প্রতিবাদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আলোচনায় চলে আসে অন্য কোনও ইস্যু। কথা বলতে ভালোবাসা আজকের সমাজ একটি ইস্যুতেই দীর্ঘদিন থেকে যাওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে।

রবিবার আম আদমি পার্টির ন্যাশনাল পিপলস কনফারেন্স

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আগামী রবিবার আম আদমি পার্টির (আপ) ন্যাশনাল পিপলস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন দলের জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সারাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রথম জাতীয় গণ সম্মেলন। এই সম্মেলনে কেজরিওয়ালের সঙ্গে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান সারা দেশে আপের সমস্ত নির্বাচিত বিধায়ক এবং রাজ্যসভার সাংসদ উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও সারাদেশ থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলর, জেলা পঞ্চায়েত সদস্য, চেয়ারম্যান, মেয়র, ব্লক প্রধান, পঞ্চায়েত প্রধানরাও সম্মেলনে অংশ নেবেন। সম্মেলনে কেজরিওয়াল জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে দেশজুড়ে বিজেপির বিরুদ্ধে দলের সংগঠনের শক্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। রবিবার অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ন্যাশনাল পিপলস কনফারেন্সের প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে। এ সম্মেলনে সারাদেশের জনপ্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এই সম্মেলনে বিজেপির অপারেশন লোটাস নিয়েও আলোচনা হবে।

আগামী কিছু দিন মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, বর্ষণের সম্ভাবনা উত্তরাখণ্ড-উত্তর প্রদেশেও

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) আগামী কয়েকদিন মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখন্ডে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে। কুমায়ুনের কিছু এলাকা এবং গাড়োয়াল সংলগ্ন জেলাগুলিতে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। মহারাষ্ট্রের মুম্বই, থানে এবং সিন্ধুদুর্গে হলুদ সতর্কতা জারী করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার আইএমডি জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। আইএমডি আরও জানিয়েছে, কুমায়ন এবং গাড়োয়াল অঞ্চলের পার্শবর্তী জেলাগুলির কয়েকটি জায়গায় ভারী থেকে খুব ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। মহারাষ্ট্রের মুম্বই, থানে এবং সিন্ধুদুর্গের জন্য একটি হলুদ সতর্কতা জারি করেছে।

পৃথিবীর সমস্ত মানুষ রাতারাতি বিলুপ্ত হয়ে গেলে কী হবে?

বিশেষ প্রতিনিধি।। 'পৃথিবীর নুষটি নিজের ঘরে বসে ছিল। সেই সময় কেউ দরজায় টোকা দিল।' ফ্রেডরিক ব্রাউনের লেখা এই দুই লাইনের বিশ্ববিখ্যাত গল্প 'নক' প্রায় সকলেরই পড়া। কিন্তু এই গল্পের স্মার্ট নির্মাণের পাশাপাশি আরও একটা বিষয় আমাদের নজর এড়ায় না। তা হল, একেবারে জনশূন্য পৃথিবীতেও কোনও মতে বেঁচে যাওয়া একজন মানুষও শেষ পর্যন্ত আরেক জন মানুষের সাহচর্যই চায়। কিন্তু কী হবে, যদি আচমকাই পৃথিবীতে আর একজন মানুষও না থাকে? যদি দুম করে পি সি সরকারের ম্যাজিকের মতো 'ভ্যানিশ' হয়ে যায় সক্কলে? তারপর? কী হবে? আপাত ভাবে এই কল্পনা আকাশকুসুম মনে হলেও এই গ্রহের মানুষশূন্য হয়ে পড়ার সম্ভাবনাকে অবাস্তব বলা যায় না মোটেই। সাম্প্রতিক অতিমারীর ছোঁয়া আমাদের মনে সেই আতঙ্কের একটা ছবি কিন্তু এঁকে দিয়েছে। লকডাউনের নিস্তব্ধ পথঘাট রাতারাতি যেন পৃথিবীকে এক ছায়াপৃথিবী বানিয়ে তুলেছিল। তবে এখনই নয়, এই ভাবনা বারবার হানা দিয়েছে চিন্তাবিদদের মনে। ২০০৭ সালে একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। 'দ্য ওয়ার্ল উইদাউট আস'। ওয়েজম্যান নামের এক লেখক এই বইটি লিখেছেন। সেই বইয়ের পরতে পরতে ধরা পড়েছে মানুষবিহীন পৃথিবীর হাল হকিকত। কেন এমন বই লিখলেন ওই ভদ্রলোক? আসলে মায়া সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে বেড়াতে গিয়ে ২ হাজার বছর আগের লুপ্ত শহর তাঁকে চমকে দিয়েছিল। তিনি জানতে পারেন গুয়াতেমালার যে ঘন অরণ্যের মধ্যে তিনি হাঁটছেন তা আজ বৃষ্টিঅরণ্য হলেও একসময় এখানেই ছিল পিরামিড ও শহরাঞ্চল! ওয়েইজম্যানের কথায়, "এটা ভাবলেই রোমাঞ্চ জাগে, কীভাবে প্রকৃতি কত দ্রুত সব দখল করে নেয়।"

কিন্তু কী হবে পৃথিবী মানবশূন্য হয়ে পড়লে? শেষ পর্যন্ত আদিম প্রকৃতি সবকিছুরই দখল নেবে। ঠিকই। কিন্তু একেবারে শুরু থেকে যে আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটতে থাকবে তা ভাবলেই শিহরণ জাগে। হ্যাঁ, আমরা কেউ তা দেখার জন্য থাকব না হয়তো। কিন্তু মানুষ তার কল্পনায় নিজের অস্তিত্বের আগে ও পরের ঘটনাকে দেখতে পায়। এটাই হয়তো তার শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা। কল্পনায় সে পেরিয়ে যেতে পারে দেশকালের গণ্ডি।

পৃথিবী থেকে মানুষ বিদায় নিলে খুব দ্রুত নিউ ইয়র্ক ও লন্ডনের মতো সব বড় বড় শহরের সাবওয়েগুলি জলে ভরে যাবে। মোটামুটি ৩৬ ঘণ্টার মধ্যেই সবকিছু জলে থইথই করতে শুরু করবে। এদিকে ক্রমেই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধীরে ধীরে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ হতে থাকবে। আস্তে আস্তে অন্ধকারে ঢেকে যেতে থাকবে পৃথিবী।

এদিকে বছর কুড়ির মধ্যে শহর ও গ্রামের সব রাজপথ হয়ে উঠবে জঙ্গল। পাশাপাশি সাবওয়ে ও অন্যান্য ভূগর্ভস্থ প্রণালী উপচে বড় রাস্তাগুলিও জলের তলায় থাকবে। অর্থাৎ, দেখলে মনে হবে দীর্ঘ অনন্ত কোনও নদীর প্রবাহ চলেছে। যার চারপাশ ঘিরে দেখা মিলবে নানা আকার ও প্রজাতির গাছপালার।

সেই বিদ্যুৎহীন অন্ধকার পৃথিবীতে কৃত্রিম আলো অবশ্য থাকবে। সারা পৃথিবীর বিদ্যুৎকেন্দ্র ও তেল শোধনাগারগুলি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংস হতে শুরু করবে। তাদের দাউদাউ শিখার উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠবে চারপাশ। এই ভাবে চলবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ। এমনকী মাসের পর মাস। দমকল বাহিনী তো নেই। তাই সেই আগুন ছড়াতেই থাকবে। একসময় প্রাকৃতিক ভাবেই লেলিহান আগুনের খিদে মিটবে। আর তখন থেকে অন্ধকার পুরোপুরি দখল নেবে পৃথিবীর। আদিম পৃথিবীর মতোই হয়ে উঠবে ভবিষ্যতের পৃথিবীও।

আর একটা বিষয় আছে, যা কল্পনারও বাইরে। পৃথিবীর যত পারমাণবিক চুল্লি সেগুলিও অচিরেই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। ফলে পারমাণবিক বিস্ফোরণও ঘটবে! এরপরও বহু বছর ধরে ওই সব এলাকায় থাকবে তেজস্ক্রিয়তার ভয়ংকর প্রভাব। এপ্রসঙ্গে ওয়েইজম্যান জানিয়েছেন, "এই বিষয়টা সত্যিই একটা ওয়াইল্ড কার্ডের মতো। ঠিক কী যে হবে কল্পনাও করা যাচ্ছে না।"

এদিকে বছর কুড়ির মধ্যে শহর ও গ্রামের সব রাজপথ হয়ে উঠবে জঙ্গল। পাশাপাশি সাবওয়ে ও অন্যান্য ভূগর্ভস্থ প্রণালী উপচে বড় রাস্তাগুলিও জলের তলায় থাকবে। অর্থাৎ, দেখলে মনে হবে দীর্ঘ অনন্ত কোনও নদীর প্রবাহ চলেছে। যার চারপাশ ঘিরে দেখা মিলবে নানা আকার ও প্রজাতির গাছপালার। ততদিনে শীতের কামড় ও গরমের অত্যাচারে পথঘাটের পাশাপাশি ঘরবাড়িও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ক্রমেই তাদের বুনিয়াদ টলে যেতে শুরু করেছে।

শেষের সেদিন

এই ভাবে শ দুয়েক বছর চলবে। তার মধ্যেই একে একে ভেঙে পড়বে বাড়িঘর, যত উঁচু উঁচু সব ইমারত! মিশে যাবে চারপাশে বয়ে যেতে থাকা জলপ্রবাহের মধ্যে। তবে গ্রাম বা মফস্বলের বাড়িঘরগুলিতে ক্ষয় একটু দেরিতে হবে। তবে শেষ পর্যন্ত পরবর্তী সত্তর বছরের মধ্যে সেগুলিও ভেঙে পড়তে থাকবে। সর্বত্র গজিয়ে উঠবে নানা বিষাক্ত গাছপালা।

গাছপালার কথা তো হল। এবার পশুপাখিদের কথাতে আসা যাক। মানুষের অবর্তমানে একে একে জঙ্গল থেকে এসে হাজির হবে জন্তুজানোয়াররা। তারাই দখল নেবে গোটা পৃথিবীর। সব মিলিয়ে পৃথিবী ততদিনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে শুরু করবে। তবে মানুষ যা ক্ষতি করে দিয়েছে পরিবেশের, তাতে সবকিছু শুধরে নেওয়া সহজ নয়। হিসেব বলছে, মোটামুটি ৬৫ হাজার বছর লাগবে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ সেই আদিম পৃথিবীর মতো হতে। অর্থাৎ মানুষবিহীন পৃথিবীর কল্পনা করতে আমরা যতই আতঙ্কিত হই, আমরা না থাকলে যে সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ-এককথায় গোটা ধরিত্রীই যে খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠবে তা বলাই বাহুল্য। তবে সেই খুশির আনন্দেও থেকে যাবে কাঁটা। কেননা কেবল কার্বন-ডাই-অক্সাইডই নয়, মানুষ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরও পৃথিবীর মাথাব্যথার কারণ হয়ে থাকবে তাদের রেখে যাওয়া বিষবৃক্ষ। দুনিয়াজুড়ে তখনও থেকে যাবে প্লাস্টিকের পাহাড়। পেট্রোলিয়াম বর্জ্যও থাকবে। তবে সেসব শেষ পর্যন্ত অণুজীব ও উদ্ভিদরা খেয়ে ফেলবে। কিন্তু মানুষ সৃষ্ট রাসায়নিক তথা স্থায়ী দূষণকণা থেকে যাবে ততদিন, যতদিন পৃথিবী থাকবে। ফলে মানুষ না থেকেও তার অপকীর্তির ছাপ থেকে যাবে পৃথিবীতে।

রেলপথের পাঁচালি

মুহাম্মদ শাহাবুদ্দিন

কখনও ইতিহাস আবার কখনও গল্প। দুটি লোহার পাতের ওপর বয়ে চলা রেলজীবনের টুকরো কথা। তখন বোঝা যায় না গল্পটা কে বলে, পথ নাকি পথিক। বহু বছর আগে সত্যিই পথ গল্প তৈরি করত। জীবনের অনেক কিছুই পথের মধ্যেই গল্প হয়ে উঠত। সে ছিল স্থল আর জলের পাঁচালি। জলপথ এসে সাগর-সমুদ্রে মানুষ-পথকে বৃহত্তর করে দিয়েছিল। বৃহত্তর বৃহত্তর পথের অন্য দিশা পাওয়া গেল শিল্প বিপ্লবের মধ্যে। ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় দেশের মানবসম্পদ আর শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অপরিমিত জোগান ব্রিটিশদের লালায়িত করেছিল। সেই সমঙ্গে যন্ত্র কারখানার বিস্তার পরিবহণের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল ব্যাপকভাবে। বণিকের মানদণ্ড রাত পোহালে রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিল। সারা ভারত গ্রাস করে শুরু হল বাণিজ্যিক পুঁজি ও কাঁচা পণ্য আবহরণ । তারই উযোগিতায় ১৮৫৩ সালের ১৬ই এপ্রিল প্রথম রেল চলল ২১ মাইল পথেত্ত বোম্বাই থেকে থানে অবধি। দ্বিতীয় রেলপথ পাতা হল ১৮৫৫ সালে হাওড়া থেকে হুগলি। লোহার পাতে জুড়ে গেল গতি। ঘটে গেল নিঃশব্দ বিপ্লব। গ্রাম জনপদ জঙ্গলের বুক চিরে পাতা হল হাজার হাজার কিলোমিটার রেলপথ। ১৮৫৪ থেকে ১৮৮০, ২৬ বছরে ঘটে গিয়েছিল সাড়ে ২৫ হাজার কিলোমিটার রেলপথের বিস্তার। তারপর এই ১৪২ বছর কেটে যাওয়ার পর এখন রেলপথের দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে ৬৮ হাজার কিলোমিটার। পণ্য আর মানুষ। রেলে কোটি কোটি মানুষের আনাগোনা। সেই সঙ্গে মানুষের জীবনজীবিকা, আর তার মধ্যে বয়ে চলে মানুষের স্বপ্ন ভাঙা, স্বপ্ন গড়ার আশা-নিরাশার টুকরো টুকরো ছবি। রেলপথকে বলা হয় মানুষের জীবনরেখা। লোকাল ট্রেনে ধরা দেয় দেশের খেটেখাওয়া মানুষের জীবনের স্পন্দন। এই পরিবহণে রুটিরুজি চলে দেশের কোটি কোটি মানুষের। দারিদ্র্য নিয়ে যাদের ঘর করতে হয়। স্টেশন ঘেঁষা গ্রাম কিংবা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও মানুষ ভোর রাতে সওয়ার হয় পসরা নিয়ে। লোকাল ট্রেনের চাকার গতিতে চলে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনজীবিকার গতি। কষ্টের জীবন বাঁধা পড়ে এই গতিতে। যেমন সহজসাধ্য হয়েছে, তেমনি খুলে গেছে গরিব মানুষের বিপণ্নের দরজা। এ বিপণ্ন গরিবের স্বল্প পুঁজির। ভেন্ডর জুড়ে চলে ডোবার ধারের কলমি শাক। এক এক ঋতুর শাকসবজি। রুটিরুজির খোঁজে বেকার জীবন। হাতে তাদের গাছের ফল,

পেয়ারা, শোনপাপড়ি, ডিমসেদ্ধ, ভাজা ছোলা। কারও হাতে গলার চেন, চুড়ি, সেফটিপিন, কমদামি পানীয়। এক গোছা বই নিয়েও উঠে পড়েন অনেকে, হাতে থাকা পঞ্জিকা থেকে শেষের কবিতা, গীতাঞ্জলি, কুমার শানুর সুপার হিট গানের বই, জেনারেল নলেজ সবই মেলে।

খড়গপুর থেকে সাঁতরাগাছি, বনগা থেকে বিরাটি, ক্যানিং থেকে কালিকাপুর কিংবা বাটা, থেকে ব্রেসব্বিজ, একই ছবি। প্রথমে কিন্তু এই পণ্য বহনে মেয়েদের খুব একটা স্থান ছিল না। গ্রামের ছেলেরাই যেতে শুরু করে শহরে। ক্রমে পথটা সহজ হল। হওয়ায় শহরে চাল আনা নিষেধ ছিল। লুকিয়ে ট্রেনে চাল নিয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে সার্চ করে পুলিশ চাল বাজেয়াপ্ত করত। পেটের দায় বড় বালাই।

এই সময় থেকে মেয়েরা চালের ব্যাগ নিয়ে ট্রেনে যাত্রা শুরু করল। মেয়েরা গৃহস্থের আঙিনা অতিক্রম করে পথে পা বাড়াল। চলেছে তাদের দাসত্বের ঠাই খোঁজার চেষ্টা। বধূ জীবনের সম্ভ্রম জীবনের নিরুপায় প্রয়োজনে ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে শুরু করেছিল তখনই। রোজ ভোর পাঁচটায় মগরাহাট কিংবা বারুইপুর থেকে যেমন সবজি বোঝাই লোকাল ট্রেন ছাড়ে, তেমনই আখড়া, সন্তোষপুর, সোনারপুর সুভাষগ্রাম কিংবা আগরপাড়া, বেলঘরিয়া থেকে কলকাতামুখো হয় পরিচারিকার বোঝাই লোকাল ট্রেন।

গ্রামকে শহরের খুব কাছাকাছি এনে দিয়েছিল ট্রেন। এক জীবনের শোক যেমন তেমনি এ জীবনের কষ্ট বার বার ফিরে আসে প্রতিদিনের রেলযাত্রায়। রেলের চাকায় জীবনের এই দৌড়ে মানুষের চেনা জানার অনেক পথ খুলে যায়। তাসের আসরের সামনে এমন কৌতুকী প্যাসেঞ্জার স্থির দৃষ্টিতে তকিয়ে থাকেন, মনে হবে জগৎ সংসারের সব বিষয় থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। লোকাল ট্রেনের মহিলা কামরা তাদের ঘরকন ঝগড়া অভিমানের এক চলমান ইতিহাস। আনন্দ বেদনার পৌষ ফাগুনের পালা চলে। কত বিকিকিনি, ভাঙা জীবনের জোড়া লাগার ঘটনার গল্প কানে ভেসে আসে। খোপা বাঁধতে বাধতে চোপা কথার ঝগড়া কখনও হাসি ইয়ার্কিতেও ঠান্ডা হয়ে যায়। ট্রেনের ফেরিওয়ালা, বাড়ি বাড়ি ফিরে কাজে যাওয়া মেয়ে-বউরা এমনভাবেই আত্মীয়। কল্যাণী সীমান্ত লোকালে হঠাৎ কিছু ছাত্রছাত্রী মিলে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালন করল। গান গাইল, কবিতা পড়ল, বিভোর হয়ে শুনল সবাই। দু'দিন পরে কাজ করতে যাওয়া মেয়ে-বউরা সকলকে মিষ্টি খাওয়ালো। ছাত্রছাত্রীরা আপত্তি জানালে ওরা বলল, "পরের বাড়ি গতর খাটিয়ে খাই, এমন করে আমাদের দুঃখের পথ সুখে ভরিয়ে দিলে। আমরা এইটুকু করবো না গো। যতটা জানা যায়, রামপুরহাটের লোকাল ট্রেনে যাত্রীরা এমন করে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন শুরু করেন। শান্তিনিকেতন ছুঁয়ে যাওয়া ট্রেনগুলিতে বাউলের একতারা বাজে, তাদের খাঁচার মাঝে অচিন পাখির সুর রাঙামাটির গন্ধ মেখে আজও ভেসে আসে। এই রেলপথেই মিশে থাকে কত ঘটনা, গল্প। স্মৃতির কথামালায় জায়গা করে নেয়। এক সময় সখের সাংবাদিকতা করতে গিয়ে রেলপথেই বাংলার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘুরতে হয়েছে। বর্ধমান-পুরুলিয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনে কয়েকবার দেখা হয়েছে শেখ হাসানুর রহমানের সঙ্গে। পুরুলিয়ার বলরামপুর রকে প্রাথমিক স্কুলে চাকরি করতেন হাসানুর ভাই। যখনই দেখতাম সিটের নীচে রাখা থাকত দু'চারটে মার্টি ভর্তি চটের ব্যাগ। একদিন জানলাম। সপ্তাহের শুরুতে রসুলপুরের বাড়ি থেকে পুরুলিয়া যাওয়ার সময় মাটি বয়ে নিয়ে যান। কিন্তু কেন? বললেন, "আমার স্কুলের পাথুরে রুক্ষ জমিতে এই মাটি ছড়াই প্রতি সপ্তাহে। যাতে বর্ধমানের উর্বর মাটি ছড়িয়ে ফুলের বাগান করা যায়। হাসানুর ভাইয়ের মতো এইরকম গাছ-পাগল পরিবেশপ্রেমী মানুষ খুব কম দেখেছি। হাসনাবাদ লোকালে দেখা মিলত বৃদ্ধা নাজমা বিবির সঙ্গে। মালতীপুর থেকে উঠে নেমে যেতেন টাপাপুকুর স্টেশনে। অদ্ভুত মরমী সুরে কোনও এক ভাঙা কবরের কাহিনি শুনিয়ে ভিক্ষা করতেন। তার মতো স্বজনহারা এইসব অসহায় মানুষ পৃথিবীকে কত গভীরভাবে ভালবাসে। জীবন সায়াহ্নে খোদার ওপর এখনও তার ভরসা। যাত্রীদের কাছে হাত বাড়িয়ে তিনি গাইতেন-"এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল / মিঠা নদীর জল / খোদা তোমার মেহেরবানি / খোদা তোমার মেহেরবানি।

যেতে হত নোনামাটির দক্ষিণ বাংলায়। একদিন চলেছি বিকেলের কাকদ্বীপ লোকালে। নামব নিশিন্দপুর। বাঘা যতীন স্টেশনে এক ভদ্রলোক তার বছর দশেকের ছেলেকে নিয়ে ভিড় ঠেলে উঠলেন। ছেলেটির চোখে কালো চশমা। সোনারপুরে এসে বসার জায়গাও পেয়ে গেল তারা। ছেলেটি ট্রেনের বাইরের দিকে মুখ রেখে বাবাকে ছোট ছোট প্রশ্ন করে চলেছে। ওদের পাশে আমিও বসতে পেলাম। ছেলেটি বাবাকে প্রশ্ন করছে, সূর্য কি ডুবে গেছে? বাবা তার পিঠে হাত রেখে বললেন, বিকেল তো হয়ে গেছে। ছেলেটি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল- এখন পূর্ব দিকের আকাশটার কী রং বাবা? বাবা বললেন, আমরা তো বাঁ দিকে বসে আছি। ডান দিকে বসলে পশ্চিমটা দেখা যেত। কিছুক্ষণ পর ছেলেটি আবার বলল-এবার বাড়ি ফেরার সময় তুমি কিন্তু ডান দিকে বসবে। তাহলে সব বলতে পারবে। ছলছলে চোখে বাবা ছেলেটিকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। আলাপ করে জানলাম চার বছর বয়স থেকেই ছেলেটি অন্ধ। শুধু একটা অন্ধকার ফ্যাকাশে রং বুঝতে পারে। প্রতি তিন মাসে ডাক্তার দেখাতে হয়। সূর্যের আলোর রং তার এখনও মনে আছে। তাই বারবার আকাশের রং জানতে চায়। ছেলেটির দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করেছিলাম। বাবার হাত ধরে ছেলেটি করঞ্জলি স্টেশনে নেমে গেল। ডানদিকের গ্র্যাটফর্ম ধরে তারা হাটতে লাগল। সূর্য তখন পশ্চিমে ডুবছে। আকাশ জুড়ে লাল গোলাপি রং। হাটতে হাটতে ছেলেটি তার বাবাকে আবার আকাশের রং জানতে চেয়েছিল কিনা জানা হয়নি। কিন্তু লোকাল ট্রেনের জানলায় বসে দৃষ্টিহীন বালকের সূর্যের আলো খোজার চেষ্টা কৈশোরের এক অদম্য ইচ্ছাকে তুলে ধরেছিল। তার মধ্যে যেমন সাজিয়ে রাখা সব স্বপ্ন রেল জীবন অর্থনীতির চলমানতা। রেললাইনকে তাইতবলা হয় অর্থব্যবস্থার শিরা উপশিরা। জাতীয় জীবনের সঙ্গে মিশে আছে এই লৌহ পথরেখা। আমাদের ইতিহাস বর্তমানের মধ্যে তা মিশে আছে গভীরভাবে। জাতীয় জীবনের ঘটনার সাক্ষী রেলপথ। স্বাধীনতা ত আন্দোলনের বহু প্রতিবাদ প্রতিরোধ জড়িয়ে আছে রেলপথের সঙ্গে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য যোগাযোগের প্রয়োজনে তৈরি হয়েছিল রেলপথ। প্রয়োজনে যার সুচনা, জীবনের আয়োজনে তা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে পথ থেকে পথে, গন্তব্যের নতুন নতুন ঠিকানায়। রেলপথ তাই পণ্য বাণিজ্য মানুষের অবিরাম প্রবহমানতা। রেলপথ এক সমাপ্তিহীন জনযাত্রার অবিরাম চলা। চলার মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছিজীবন কোলাহলের নানান প্রান্তে। (সৌজন্যে-দে :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিজেপি প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। ছবি নিজস্ব।

শিলচরের অন্নপূর্ণাঘাটে বরাক নদীর ভাঙন প্রতিরোধে সরকারি পদক্ষেপের দাবি 'মার্চ ফর সায়েন্স'-এর

শিলচর (অসম), ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শিলচরের অন্নপূর্ণাঘাটে বরাক নদীর ভাঙন প্রতিরোধে সরকারিভাবে শীঘ্র পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছে 'মার্চ ফর সায়েন্স' শিলচর চ্যাপ্টার। 'মার্চ ফর সায়েন্স' শিলচর চ্যাপ্টারের এক প্রতিনিধি দল আজ বৃহস্পতিবার শিলচরের অন্নপূর্ণাঘাট থেকে নিউ কলোনি পর্যন্ত বরাক নদীর ভাঙন পরিদর্শন করে এই দাবি করেছে।

শিলচরে অন্নপূর্ণাঘাট মন্দির থেকে প্রায় একশো মিটারের বেশি নদী তীরবর্তী এলাকা ভয়াবহভাবে ভাঙন শুরু করেছে বরাক। মার্চ ফর সায়েন্সের প্রতিনিধিরা স্থানীয়দের সাথে কথা বলে জানতে পারেন, এই ভাঙন পরিদর্শনে শিলচরের বিধায়ক থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিকরা এলেও এখন পর্যন্ত ভাঙনরোধে কোনও সদর্থক ভূমিকা পালন করা হচ্ছে না। ফলে এলাকার বাসিন্দারা খুব আতঙ্কে দিনযাপন করছেন। প্রতিনিধিরা এও লক্ষ্য করেন, ভাঙনস্থলে জল তোলার জন্য জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের একটি বড় পাইপ রয়েছে যা যে কোনও সময় নদীগহ্বরে তলিয়ে যেতে পারে।

মার্চ ফর সায়েন্স, শিলচর চ্যাপ্টারের প্রতিনিধি দলের সদস্য যথাক্রমে কমল চক্রবর্তী, বিবেক আচার্য, হানিফ আহমেদ বড়ভুঁইয়া, কৃষাণু ভট্টাচার্য, বিশ্বজিৎ শীল প্রমুখরা বলেন, সংগঠনের পক্ষ থেকে এই ভাঙন প্রতিরোধে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকারের কাছে দাবি জানানো করা হবে। তারা ক্ষোভের সাথে জানান, বন্যা-পরবর্তীতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, অক্টোবর মাস থেকে ভাঙা বাঁধ নির্মাণ ও বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধির কাজ শুরু হবে। অথচ আজ পর্যন্ত কোনও পরিকল্পনা সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়নি। শুধু প্রতিশ্রুতি মিলেছে। তাই প্রতিশ্রুতির দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি তুলেন তাঁরা।

সংগঠনের সদস্য রাহুল রায় বলেন, আজ বেতুকান্দি এলাকায় ৮৫ নম্বর বেতুকান্দি এলপি স্কুলের সামনে মার্চ ফর সায়েন্স, শিলচর চ্যাপ্টারের পক্ষ থেকে স্থানীয়দের উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বন্যার কারণ অনুসন্ধানে মার্চ ফর সায়েন্স, শিলচর চ্যাপ্টারের পক্ষ থেকে সংগৃহীত তথ্য তুলে ধরেন আশু পাল। এছাড়া সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন নির্মল কুমার দাস, বিবেক আচার্য, হানিফ আহমেদ বড়ভুঁইয়া, বিশ্বজিৎ শীল প্রমুখ। স্থানীয়দের পক্ষে বন্যার সময় ও পরবর্তীতে তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন শিউলিরানি দাস। তিনি মার্চ ফর সায়েন্স, শিলচর চ্যাপ্টারের আন্দোলনে সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করেন।

লখিমপুর-খেরিতে দুই বোনকে গণধর্ষণের পর খুন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট

লখিমপুর খেরি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর-খেরি জেলার নিঘাসন থানা এলাকায় দুই বোনকে গণধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশের এনকাউন্টারে একজন অভিযুক্তও আহত হয়েছেন। তার পায়ে গুলি লেগেছে। পুলিশের দাবি, মোট ছয়জন মিলে এই পুরো ঘটনাটি ঘটিয়েছে এবং জানাজানির ভয়ে দুই বোনকে হত্যা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে ছয় অভিযুক্তকে গ্রেফতারের কথা জানান পুলিশ সুপার সঞ্জীব সুমন। পুলিশের দাবি, এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দুই বোনকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়নি, তবে তারা দুজনই ছোট্টু নামে এক অভিযুক্তের সঙ্গে গিয়েছিল, পরে তাদের সঙ্গে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে। পুলিশ ধৃতদের মধ্যে ছোট্টু, সুহেল, জুনায়েদ, হাফিজুল্লাহ করিমুদ্দিন, আরিফ ও জুনায়েদের নাম রয়েছে। পুলিশ জানায়, ঝান্ডি চৌকি এলাকায় এনকাউন্টারের সময় অভিযুক্ত জুনায়েদ আহত হয়।

বৃহস্পতিবার সকালে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে বলে জানান তিনি। তিনজন চিকিৎসকের একটি প্যানেল ময়নাতদন্ত করেন। বুধবার গভীর রাতে সন্দেহজনক অবস্থায় দুই বোনের দেহ খয়ের গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে নিশ্চিত হওয়া গেছে তাদের শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে।

জেলা সদরে ডাঃ রাজেন্দ্র, ডাঃ শোয়েব আহমেদ এবং ডাঃ অর্চনার একটি প্যানেল দুটি দেহের ময়নাতদন্ত করেন। এ সময় ভিডিওগ্রাফিও করা হয়। ময়নাতদন্তের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ বাহিনী উপস্থিত ছিল। পুলিশ সুপার সঞ্জীব সুমন বলেন, এই মামলার অন্যান্য দিক ও ঘটনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ এই পুরো ঘটনাটি বিভিন্ন দিক থেকে তদন্ত করছে এবং শীঘ্রই সম্পূর্ণরূপে উদঘাটন হবে। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয় / কাকলি

গত ২৪ ঘন্টায় বিশ্বে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১২২৪ জনের, আক্রান্ত ৪ লাখ ছাড়াল

ওয়াশিংটন, ১৫ অক্টোবার (হি. স.) : গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১২২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এনিয়ে বিশ্বজুড়ে মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ৬৫ লাখ ২২ হাজার ৫৭১ জনে।

পাশাপাশি ভাইরাসে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪ লাখ ৬৫ হাজার ২৭৯ জন। এতে মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত ভাইরাসে আক্রান্ত মোট রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬১ কোটি ৫২ লাখ ৬৮ হাজার ২৭২ জনে।

বৃহস্পতিবার সকালে ওয়ার্ল্ডোমিটারসের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে করোনায় সবচেয়ে বেশি করোনা সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ কোরিয়ায়। দেশটিতে একদিনে নতুন করে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৯৩ হাজার ৯০৪ জন এবং মারা গেছেন ৬০ জন। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় যুক্তরাষ্ট্রে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৮ হাজার ৭১৭ জন এবং মারা গেছেন ৩০৭ জন।

এদিকে, জাপানে নতুন করে ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৮ হাজার ৭০১ জন এবং মারা গেছেন ১৯১ জন। ব্রাজিলে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ১২২ জন এবং নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১১ হাজার ৩০০ জন। হাঙ্গেরিতে আক্রান্ত হয়েছেন ১১ হাজার ৫৯৬ জন এবং মারা গেছেন ৪২ জন।

ফ্রান্সে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৩ হাজার ৫৭৫ জন এবং মারা গেছেন ৩৩ জন। ইতালিতে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৮ হাজার ৮৪৯ জন এবং মারা গেছেন ৬৯ জন। রাশিয়ায় গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৯৮ জন এবং নতুন করে ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৫১ হাজার ৭৩৫ জন।

এ সময়ে ফিলিপাইনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজার ৭০৯ জন এবং মারা গেছেন ৩৪ জন।

দূষণ রুখতে বিকল্প জ্বালানির ওপর জোর দিলেন গড়করি, বললেন এর ফলে খরচও কমবে

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ডিজেল ও পেট্রোল ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করে বৈদ্যুতিক, ইথানল, মিথানল, বায়ো সিএনজি এবং সবুজ হাইড্রোজেন-এর মতো বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সড়ক ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি। তিনি বলেছেন, এতে শুধু দূষণই কমবে না, খরচও বাঁচবে।

বৃহস্পতিবার 'ইনসাইট ২০২২ : সবুজ এবং স্বাস্থ্যকর পরিবহনের জন্য টেকসই এবং উদ্ভাবনী অর্থ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময় কেন্দ্রীয় সড়ক ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি বলেছেন, দিল্লি থেকে দেহরাদুনের মধ্যে যে নতুন জাতীয় মহাসড়ক তৈরি করা হচ্ছে তা এই বছরের শেষের দিকে শেষ হবে। তিনি আরও বলেছেন, এর ফলে দূরত্ব কমবে এবং দুই শহরের মধ্যে দূরত্ব দুই ঘণ্টার মধ্যে মিটে যাবে। গড়করি আরও জানান, সরকার ভাল রাস্তা তৈরি করছে এবং দিল্লি থেকে হরিদ্বারের মধ্যে দূরত্ব ২ ঘন্টার মধ্যে আনার পরিকল্পনা করা হচ্ছে, দিল্লি থেকে চণ্ডীগড় ২ ঘন্টা ৩০ মিনিটের মধ্যে, দিল্লি থেকে শ্রীনগর ৮ ঘন্টার মধ্যে এবং দিল্লি থেকে মুম্বই ১২ ঘন্টার মধ্যে। এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি জানিয়েছেন, বর্তমানে মোট টোল সংগ্রহ বছরে ৪০ হাজার কোটি টাকা এবং ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ তা এক লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে ৪৫টি চুরির বাইক বাজেয়াপ্ত জিআরপির

গুয়াহাটি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে ৪৫টি চুরির বাইক বাজেয়াপ্ত করেছে জিআরপি। বাইকগুলি দিল্লির বিভিন্ন এলাকা থেকে চুরি করে নাগাল্যান্ডে পাচারের পরিকল্পনা ছিল অসাধু চক্রের।

আজ বৃহস্পতিবার গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে অবস্থিত জিআরপি থানার ওসি এ খবর দিয়ে জানান, স্টেশনের দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্ম থেকে বাইকগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তিনি জানান, বাইকগুলি দিল্লি থেকে চুরি করে নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নামে-বেনামে বুক করা ছিল বাইকগুলি।

ওসি জানান, একটি নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেন তাঁরা। প্রাপ্ত গোপন তথ্যটি সঠিক থাকায় অভিযান সফল হয়েছে। বাইকগুলির ইঞ্জিন এবং চেসিস নম্বর কৌশলে লেখা ছিল, জানান তিনি। তবে এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে, পূর্ব গুয়াহাটি পুলিশ ডিস্ট্রিক্টের অধীন বশিষ্ঠ থানা এলাকায় চুরির বেশ কিছু সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ। এর মধ্যে ছিল ছয়টি চুরির দুচাকার গাড়ি, যেমন একটি স্ফেন্ডার, একটি রয়্যাল এনফিল্ড, দুটি পালসার এবং দুটি স্কুটি। হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ

কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলিকে 'বিশেষ মর্যাদা', বড় ঘোষণা নীতীশের

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বছর তিনেক আগেই রদ হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা। আর তা নিয়ে এখনও সরগরম জাতীয় রাজনীতি। এহেন পরিস্থিতিতে বড়সড় ঘোষণা করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। তাঁর প্রতিশ্রুতি, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে যদি বিরোধী জোট জয়ী হয় তাহলে পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলিকে 'বিশেষ মর্যাদা' দেওয়া হবে।

বৃহস্পতিবার পটনায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে নীতীশ বলেন, ''যদি আমরা কেন্দ্রে সরকার গড়ার সুযোগ পাই, তাহলে পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলিকে নিশ্চিতভাবে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হবে। আমায় শুধু বিহারের কথা বলছি না, অন্য রাজ্যগুলি যারা বিশেষ মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য তাদের কথাও বলাছি।'' তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, সম্প্রতি দিল্লি গিয়ে বিরোধী দলগুলির প্রধানদের সঙ্গে দেখা করেন জেডিইউ সুপ্রিমো। উদ্দেশ্য, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিরোধী জোট গড়ে তোলা। তিনদিনের শরদ পওয়ার, রাহুল গান্ধী, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মুলয়ম সিং যাদব, অখিলেশ যাদব-সহ বেশ কয়েকজন নেতার সঙ্গে দেখা করেন তিনি।

বিশ্লেষকদের মতে, এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ারের নেতৃত্বে বিজেপি বিরোধী জোট গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নতুন কিছু নয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও চব্বিশের নির্বাচনে 'বিজেপি হঠাও' ডাক দিয়েছেন। কিন্তু, এই মুহূর্তে কংগ্রেসের সঙ্গে আঞ্চলিক দলগুলির সম্পর্ক তেমন ভাল নয়।

আম আদমি পার্টি, তৃণমূল কংগ্রেস, জনতা দল (ইউনাইটেড) কংগ্রেসের নেতৃত্ব কতটা মেনে নেবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। আবার, কংগ্রেস ছাড়া বিরোধী জোট কার্যত নিধিরাম সর্দারে পরিণত হবে বলেও ধারণা রাজনৈতিক মহলের।

"মার্কিন মুলুকে ৩ লাখ টাকার চাকরি পেলেও যাবেন না", যুক্তি দেখালেন মুখ্যমন্ত্রী

খড়গপুর, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মার্কিন মুলুকে ৩ লাখ টাকার চাকরি পেলেও যাবেন না তিনি! কারণ বাংলায় যদি ১০ হাজার টাকা বেতনও হয়, তবে ৫০০০ টাকা জমবে।

কীভাবে? খড়গপুর স্টেডিয়ামে উৎকর্ষ বাংলার মঞ্চ থেকে বৃহস্পতিবার সেই অঙ্ক কষে সেই হিসেবও বুঝিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

উৎকর্ষ বাংলায় প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণে যাঁরা সেরার ছাপ রেখেছেন, এদিন খড়গপুর স্টেডিয়ামে তাঁদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মঞ্চেই তিনি বলেন, "আমি কয়েকজন তফশিলি মেয়েকে মানুষ করি। তারপর তাদের বিয়ে দিয়ে দিই। বরদের চাকরিও দিয়ে দিই। তখন রেলমন্ত্রী ছিলাম। কুড়ি-বাইশ বছর আগের ঘটনা।"

সেই কথার সূত্র ধরেই তিনি জানান, তাঁদের একজনের মেয়ে হয়। সেই মেয়ে বড় হয়ে পড়াশোনা শেষে চাকরি পায়। প্রথমে রাজ্যেই চাকরি করত। তারপর একদিন তিনি জানতে পারেন যে, সেই মেয়ে চাকরি নিয়ে আমেরিকা চলে গিয়েছে। মার্কিন মুলুকে তার ৩ লাখ টাকা বেতন। এর পরই মমতা বলেন, "আমি আমেরিকায় যদি ৩ লাখ টাকার চাকরি পাই, তারমধ্যে ২ লাখ টাকা চলে যাবে খেতে আর গাড়িতে। ওখানকার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং হাই। হাতে কিছুই থাকবে না। কিন্তু আমি যদি বাংলায় ১০ টাকা মাইনেও পাই, আমার রেশন ফ্রি, স্বাস্থ্য ফ্রি। আমার কৃষিবন্ধুরা আছে। এখানে জিনিসের দাম কম। সুতরাং আমি বাড়িতে থাকছি, ঘর ভাড়াটা লাগছে না, মা-বাবার উপর দিয়ে হয়ে যাচ্ছে। আমি বাড়িতে আছি, খাবার খরচাটা লাগছে না, সবার উপর দিয়ে হয়ে যাচ্ছে। তার মানে আমি ১০ হাজার টাকা মাইনে পেয়ে, ৫০০০ যদি বাড়িতে দেন, ৫০০০ কিন্তু জমল।" মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের সঙ্গে ক'জন সহমত হবেন, সেটা অবশ্যই তর্কসাপেক্ষ।

দেউচা পাঁচামিতে রোজ বিরোধীরা গন্ডগোল পাকাচ্ছে, খড়্গপুরের অনুষ্ঠানে সরব মমতা

খড়্গপুর, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফের দেউচা পাঁচামিতে অশান্তি র চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। খড়্গপুরের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে তাঁর অভিযোগ, "দেউচা পাঁচামিতে রোজ বিজেপি-সিপিএমের লোকেরা গন্ডগোল পাকাচ্ছে। রাজনীতি করা যাবে না, তাই বাধা দেওয়া হচ্ছে।' উল্লেখ্য, দেউচা পাঁচামি কয়লা প্রকল্প নিয়ে বিস্তর অশান্তির সাক্ষী থেকেছে রাজ্য। তবে গত ফেব্রুয়ারিতে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, প্রস্তাবিত কয়লা খনি এলাকায় যাঁরা জমি দিতে ইচ্ছুক, তাঁদের পরিবারের একজন সরকারি চাকরি পাবে। গত জুলাইয়ে হরিণশিঙা দেওয়ানগঞ্জ প্রথম প্রকল্প এলাকার কেন্দ্রগড়িয়া গ্রামে কতফুট নিচে কোথায় কয়লা রয়েছে তা দেখার জন্য বোরিং শুরু হয়। তার পর এদিনের অভিযোগ তৃণমূলনেত্রীর। বস্তুত, দেউচা-পাঁচামি কয়লা প্রকল্প নিয়ে বেশ কিছু দিন ধরেই সমস্যার খবর শোনা যাচ্ছে। আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে শিল্প করা যাবে না। বীরভূমের দেউচা-পাঁচামিতে মিছিল করে গত মে মাসে এই সুর চড়িয়েছিল বিজেপি। শান্ত বাংলাকে অশান্ত করার চক্রান্ত, পাল্টা অভিযোগ শানায় তৃণমূল। গত ফেব্রুয়ারিতেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন যে, দেউচা পাঁচামি প্রস্তাবিত কয়লা খনি এলাকায় জমিদাতাদের পরিবারের একজনকে চাকরি দেবে রাজ্য সরকার। চাকরি মিলবে কনস্টেবল পদে। তার জন্য সরকার ৫১০০ পদ তৈরি করেছে। এই চাকরির প্রস্তাব আসতেই, জমিদাতাদের উৎসাহ বাড়ে। অনেক তরুণ-তরুণী চাকরির আশায় জমি দান করেছেন, শোনা যায় স্থানীয় সূত্রে।

জুলাইয়ের শুরুতেই সিউড়ির ইনডোর স্টেডিয়ামে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চাকরির এই নিয়োগ পত্র তুলে দেওয়া হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলাশাসক বিধান রায় সহ অন্যান্য জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সকল জমিদাতাদের চাকরির নিয়োগের বিষয়ে আগেই ঘোষণা করেছিলেন। সেইমতো তাদের শারীরিক প্রশিক্ষণ সহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ শুরু হয়। সেই সকল প্রশিক্ষণ শেষে অবশেষে শুক্রবার প্রায় ৩০০ জনের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের চূড়ান্ত নিয়োগপত্র তুলে দেয় বীরভূম জেলা প্রশাসন। তার পর বোরিংয়ের কাজও শুরু হয়।

এদিন খড়্গপুরে উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পের আওতায় যাঁরা কারিগরি শিক্ষার কোর্সে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাঁদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। পরে সেখানেই দেউচা-পাঁচামি নিয়ে ফের অভিযোগ শোনা যায় তাঁর মুখে। তবে এতেই থামেননি তিনি। সঙ্গে সংযোজন, 'বাংলায় ৩টি জায়গায় বিমানবন্দর তৈরি হচ্ছে। কোচবিহার, বালুরঘাট, মালদায় জমি তৈরি আছে। কেন্দ্র অনুমতিই দিচ্ছে না।'

তৃণমূলের চার নেতার দুর্নীতির 'নথি' প্রকাশ্যে আনলেন শুভেন্দু

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : তৃণমূলের চার নেতার সম্পত্তির 'নথি' তাঁর কাছে আছে বলে দাবি করে সে সব প্রকাশ্যে আনলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি দাবি করেন, তাঁর হাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার চার নেতার সম্পত্তির নথি রয়েছে। তার পরেই সেই সব 'নথি' প্রকাশ্যে আনেন শুভেন্দু। তৃণমূল যদিও দলীয় ভাবে জবাব না দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথাই জানিয়েছে।

শুধু নথিই নয়, পরবর্তী কালে প্রমাণ হিসাবে বেশ কিছু ভিডিয়োও প্রকাশ্যে আনা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু। তাঁর কথায়, "নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তাঁর দলের ৯৯.৯৯ কর্মী শতাংশ সৎ। কিন্তু আমরা প্রমাণ করে দেব এই দলের ৯৯.৯৯ শতাংশ লোকই অসৎ। একটা জেলা দিয়ে শুরু হল। এ তো হিমশৈলের চূড়া মাত্র।" শুভেন্দুবাবুর সংযোজন, এ তো সবে সূচনা। ধাপে ধাপে সব প্রকাশ্যে আনব। আগামী শনিবার কলকাতায় ইডি দফতরে গিয়ে তিনি এই চারজনের সম্পত্তির যে নথি রয়েছে তা জমা দিয়ে আসবেন। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের দাবি, যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে, জবাব তাঁরাই দেবেন।

সেরা জনসেবক হিসাবে এশিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম সাংসদ তীরথ সিং-এর

গোপেশ্বর/জোশীমঠ, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেতা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা গাড়ওয়ালের সাংসদ তীরথ সিং রাওয়াতের নাম এশিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নথিভুক্ত হল। এই খবরে গাড়ওয়াল সংসদীয় এলাকার সমস্ত বিজেপি কর্মীদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ। গাড়ওয়ালের সাংসদ তীরথ সিং রাওয়াত অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তার সংসদীয় এলাকায় জনগণের সঙ্গে তাঁর উপস্থিতি চোখে পড়ার মত। তিনি সর্বদা মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখেন। সম্প্রতি স্বাধীনতার অমৃত উৎসবে প্রতিটি ঘরে ঘরে তেরঙ্গা কর্মসূচিতে উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে ১৫ আগস্ট ভারতের শেষ গ্রাম মানায় গিয়ে উপজাতির মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেন। ভারতীয় সীমান্তে অবস্থানরত সৈন্যদের উদ্দেশে তিনি মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে উৎসাহিত করেন এবং ভারত-চিন সীমান্তের দেবদেবীতে তেরঙ্গা উত্তোলন করেন।

প্রাক্তন আম্পায়ার আসাদ রউফের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ পিসিবি চেয়ারম্যান রমিজ রাজা-র

ইসলামাবাদ, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আইসিসির প্রাক্তন এলিট প্যানেল আম্পায়ার আসাদ রউফের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সভাপতি রমিজ রাজা। বৃহস্পতিবার রাজা টুইটারে লিখেছেন, "আসাদ রউফের মৃত্যুর খবর পেয়ে দুঃখিত। তিনি শুধু একজন ভালো আম্পায়ারই ছিলেন না, তার মধ্যে ভালো মনোভাবও ছিল। আমি যখনই তার সাথে দেখা করতাম, তিনি সবসময় আমার মুখে হাসি নিয়ে আসেন। তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা। পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) প্রাক্তন এলিট প্যানেল আম্পায়ার আসাদ রউফ বৃহস্পতিবার লাহোরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মৃত্যুকালে রউফের বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। রউফ ১৯৯৮ সালে তার আম্পায়ারিং ক্যারিয়ার শুরু করেন এবং ২০০০ সালে পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে একটি ওডিআই ম্যাচ দিয়ে তার আন্তর্জাতিক আম্পায়ারিংয়ে অভিষেক হয়।

রামলালা দেখতে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দে

মুম্বই, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): খুব শীঘ্রই অযোধ্যায় গিয়ে রাম লালার দর্শন করবেন বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দে। এর পরে কাশী বিশ্বনাথের দর্শনেরও ইচ্ছা রয়েছে। তিনি বলেন, তিনি প্রতিটি রাজ্য থেকে লোক পাচ্ছেন, তাই তিনি খুব শীঘ্রই মহারাষ্ট্রের বাইরে তাঁর দল সম্প্রসারণ করতে চলেছেন। এর অধীনে দলের সাংসদ ও মন্ত্রীদের অন্য রাজ্যের দায়িত্ব দেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দে বুধবার রাতে তাঁর বাসভবনে নির্বাচিত হিন্দি সাংবাদিকদের সঙ্গে হিন্দি দিবস উদযাপন করেছেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি অযোধ্যায় গিয়েছিলেন। সেখানকার পরিবেশ আশ্চর্যজনক। সেখানে এক অদ্ভুত ধরনের শক্তি অনুভব করেন। তাই তারা আবার অযোধ্যায় যাবেন, তবে সময় এখনও ঠিক হয়নি। একই সঙ্গে তিনি বারাণসীতে গিয়ে কাশী বিশ্বনাথ দর্শন করবেন।

তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত তার যাত্রা খুবই জটিল। তবে শিবসেনা কার? এখনও পর্যন্ত এর সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন, তবে মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দে বলেন, তিনি সারা দেশে শিবসেনাকে প্রসারিত করবেন। মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব, মণিপুর সহ প্রায় সব রাজ্যের মানুষ তার সঙ্গে দেখা করে তাঁর ভূমিকাকে সমর্থন করছে। তাই মহারাষ্ট্রের বাইরে শিবসেনাকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব দেওয়া হবে মন্ত্রী-সাংসদদের।

শিলিগুড়িগামী বাসের সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু শিশুর, জখম আরও ৮ জন

খড়িবাড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মর্মান্তিক ঘটনা। শিলিগুড়িগামী বাসের সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক মাসের শিশুর। ঘটনায় গুরুতর জখম আরও ৮ জন। বৃহস্পতিবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে খড়িবাড়ি কলাবাড়িতে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খড়িবাড়ি থেকে একটি যাত্রীবাহী বাস শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। উলটো দিকে থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটিকে মুখোমুখি সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার জেরে বাসটির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে গিয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চালক ও একটি একমাসের শিশুসহ আহতদের উদ্ধার করে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। আহতদের মধ্যে চালকসহ তিনজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুজনকে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী পৌঁছোয়। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ ঘটনাস্থলে যান। খড়িবাড়ি-শিলিগুড়ি রুটের যাত্রীবাহী বাসগুলি অধিকারী হয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও তা না গিয়ে ওই বাসটি বাইপাস হয়ে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যাওয়ায় এই বিপত্তি হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ওষুধ না খেয়ে নাক ডাকার সমস্যা সারানো সম্ভব

নাসিকা গর্জন সত্যিই বিড়ম্বনার। এর জন্য কত যে সম্পর্ক ভেঙে যায় তার কোনো ইয়ত্তাই নেই। নাসিকা গর্জন শুধু যে নাক ডাকছে তার কাছেই বিড়ম্বনার নয় ওই ব্যক্তির আশপাশে যারা ঘুমোচ্ছে তাদের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সমস্যার। নাসিকা গর্জন সত্যিই বিরক্তিকর আর সমস্যারও বটে। রিপোর্ট বলছে, প্রতি রাতে ৩ জন পুরুষ আর ৪ মহিলা নাক ডাকে। নাক ডাকা যে সত্যিই সমস্যা তা আদৌ সেভাবে অনেকেই গুরুত্ব দেন না। কিন্তু বিভিন্ন কারণে নাক ডাকার সমস্যা বাড়ে। সেদিকে সত্যিই নজর দেওয়া প্রয়োজন। নাক ডাকার পাশাপাশি অনিয়মিত নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিজের ঝুঁকি বাড়ায়। পাশাপাশি, স্লিপ অ্যাপনিয়া বা ঘুমের অসুখও বাড়ায় নাক ডাকার সমস্যা। স্লিপ অ্যাপনিয়ায় বন্ধ হয় ফের আপনা আপনি চালু হয়ে যায়।

ওষুধ ছাড়া কীভাবে নাক ডাকার সমস্যা কমাবেন স্থূলতা বা ওজন বেশি থাকলে নাক ডাকার সমস্যা থাকে। তাই ওজন কমানোর দিকে নজর দিতে হবে। স্থূলকায় ব্যক্তিদের গলার কাছে অতিরিক্ত টিস্যু আর চর্বি জমতে থাকে। এতে এয়ারওয়ে বা শ্বাসপ্রশ্বাস বাহিত প্যাসেজ কমে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, ওজন কমলে নাক ডাকাও কমে। কোন দিকে ফিরে ঘুমোচ্ছেন তার ওপরও নির্ভর করে নাক ডাকা কমবে কি কমবে না। চিত হয়ে ঘুমালে নাক ডাকা বাড়ে। কারণ এয়ারওয়ের পাশে থাকা টিস্যুকে টেনে ধরে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। এয়ারওয়ের প্যাসেজ আরো সরু হয়ে যায়। চিতহয়ে শোয়ার সময় জিভ আর সফট প্যালেট গলার পেছন দিকে চলে যায়, এতে ঘুমোনোর সময় একটা ভাইব্রেটিং সাউন্ড তৈরি হয়। ফলে নাক ডাকার পরিমাণ বাড়ে। কিন্তু যদি পাশ ফিরে শোন তখন নাক ডাকার পরিমাণ কমে যাবে। পাশ ফিরে শুলেও যদি নাক ডাকার সমস্যা না কমে। তা হলে বুঝতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্লিপ অ্যাপনিয়ায় আক্রান্ত। ন্যাজাল প্যাসেজ বা নাকের ফুটো সব সময় পরিষ্কার রাখবেন। ন্যাজাল প্যাসেজ বন্ধ থাকলে সর্দিতে বাতাস জোরে জোরে চলাচল করে। তাতে নাক ডাকার পরিমাণ বাড়ে। হট অয়েল ম্যাসাজ বা ন্যাজাল অয়েল ড্রপে খুলে যায় বন্ধ নাক। এছাড়া ঘুমোনোর আগে উষ্ণ গরম জলে স্নান করলেও বন্ধ নাক খুলে গিয়ে নাক ডাকার সমস্যা কমে। শরীর আর্দ্র রাখা প্রয়োজন। শারীরিক সুস্থতারম জন্য শরীরকে অবশ্যই আর রাখবেন। পরিমাণমতো জল থাকেন। শরীরে জলের অভাব হলেই নাক আর সফট প্যালেটের নিঃসারণ আঠা হয়ে যায়। নাক দিয়ে বাতাস চলাচল ব্যাহত হয়, বাড়ে নাক ডাকার সমস্যা। পুরুষদের দৈনিক ৩-৪ লিটার জল খাওয়া দরকার। আর মহিলাদের দরকার প্রতিদিন ২-৩ লিটার জল খাওয়া ধূমপান ও মদ্যপান কমাতে হবে নাক ডাকা কমাতে চাইলে। গবেষণায় দেখা গেছে, ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে ইডিমা আর আপার এয়ারওয়ে ফুলে গেলে নাক ডাকার সম্ভাবনা বাড়ে। তাই ধূমপানের পরিমাণ কমালেই নাক ডাকার সম্ভাবনা কমবে। মদ এয়ারওয়ের পাশে থাকা পেশিকে রিল্যাক্স করে দেয়। তাই যাঁরা সমস্যা বাড়ে।

ঘুমোনোর সময় দীর্ঘক্ষণ

কম্পিউটার বা মোবাইলে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কাজ করবেন না। এতেও নাক ডাকার সমস্যা বাড়ে। এছাড়া নিয়মিত মাথার বালিশ ও পাশবালিশ বদলান। বিশেষ করে বালিশের ঢাকা কাচুন। বালিশের ঢাকা নিয়মিত পরিষ্কার না করলে ময়লা ও ধুলোবালি জমে। এরা এক ধরনের অ্যালার্জেন বা আযালার্জি তৈরি করে। অ্যালার্জি থেকেও নাক ডাকার সমস্যা হয়। ঘরের সিলিং ফ্যান নিয়মিত পরিষ্কার করুন। নিয়মিত মশারি কাচতে হবে। এসবে বাসা বাঁধে 'ডাস্ট মাইট' যার থেকে অ্যালার্জি হয়। এছাড়া যেখানে ঘুমোবেন সেই একই বিছানায় পোষ্যকে নিয়ে শোবেন না। পোষ্যের লোম থেকেও অ্যালার্জি হতে পারে। তাতে নাক ডাকার সমস্যা বাড়ে।

ওজন কমাবে হলুদ

স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হলুদ অত্যন্ত সমাদৃত। এই মশলাটি প্রাচীনকাল থেকেই তরকারিতে ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্বেদিক তত্ত্বেও প্রদাহ প্রতিরোধের জন্য এটি জনপ্রিয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ওজন কমাতেও সাহায্য করতে পারে হলুদ। হলুদের উজ্জ্বল হলুদ রঙের জন্য দায়ী উপাদানের নাম কারকিউমিন।

এটি এক ধরনের পলিফেনল। গবেষণায় পাওয়া গেছে, বিভিন্ন ধরনের প্রদাহ, বিপাক, বাত, উদ্বেগ ও উচ্চ কোলেস্টেরলজনিত সমস্যার প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে হলুদ। সম্প্রতি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কারকিউমিন ওজন কমাতেও সাহায্য করে।

ওজন কমাতে হলুদ

বেশ কিছু প্রাণীর ওপর গবেষণায় দেখা গেছে, কারকিউমিন দেহের ওজন সীমিত রাখতে পারে। এটি ইনসুলিন সংবেদনশীলতাও বাড়ায়। শরীর যখন ইনসুলিনের প্রতি সংবেদনশীল হয়, তখন শারীরিক কার্জক্রমের জন্য শক্তির উত হিসাবে গ্লুকোজ ব্যবহার করে। এতে পরবর্তিতে ব্যবহারের জন্য আমাদের পেশী এবং লিভারে গ্লাইকোজেন হিসাবে গ্লুকোজ সঞ্চিত হয়।

দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ কমায়

কারকিউমিন ও স্থূলতা" সম্পর্কে ২০১৩ সালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী পলিফেনল শরীরের চর্বিযুক্ত টিস্যুতে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ দমন করে। এই সমস্যাগুলি সাধারণত অতিরিক্ত ওজনের লোকের মধ্যে পাওয়া যায়।

প্রতিদিন কতটুকু হলুদ খেতে হবে?

ওজন কমানোর জন্য প্রতিদিন কতটুকু হলুদ গ্রহণ করতে হবে তার নির্দিষ্ট হিসাব নেই। এফএও এবং ডাব্লিউএইচও-এর যৌথ প্রতিবেদন বলে, প্রতিদিন ১.৪ মিলিগ্রাম কারকিউমিন গ্রহণ করা নিরাপদ। তবে এই উপাদানটি আপনার দৈনিক খাদ্যতালিকায় যোগ করার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে নিন।ওজন কমাতে আগ্রহী হলে দুধের সাথে মিশিয়ে হলুদ খেতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে চিনি বা মধুর মতো মিষ্টি উপাদান এড়িয়ে চলতে হবে। আর পূর্ণ-চর্বিযুক্ত দুধের পরিবর্তে স্কিম মিল্ক খেতে পারেন। ক্যালরির পরিমাণ কমাতে দুধের সাথে জলও মেশাতে পারেন।

অতিরিক্ত গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা

অনিয়মিত জীবনযাপনে বাড়ছে শরীরের বিভিন্ন সমস্যা। বেহিসেবি হয়ে অতিরিক্ত মশলাদার, মিষ্টি, ভাজাপোড়া খাবার খাওয়ার ফলে দেখা দিচ্ছে গ্যাস্ট্রিক। শুধু খাবারে অনিয়ম নয়, দুশ্চিন্তা, ব্যায়াম না করা বা অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলেও অ্যাসিডিটি হতে পারে। তবে একটু বুক বা পেট জ্বালাপোড়া করলেই মুঠো ভরে ওষুধ খেয়ে নিচ্ছেন।

এতে সাময়িক সমস্যা সমাধান হলেও বিপদ বাড়ছে অনেক বেশি। গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা সাধারণ হলেও ঘন ঘন এতে ভুগলে মোটেও হেলা করবেন না। কারণ গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা পারে বিভিন্ন ধরনের পেটের ক্যান্সারের লক্ষণ। একসময় লিভার, ফুসফুস এবং হাড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে যেতে পারে এই ক্যান্সার। গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের ৯৫ শতাংশ ধরণই হচ্ছে পেটের ভেতরের কোষগুলোর উপর শ্লেষ্মা তৈরি করা। যা পরবর্তীতে ঘা তে রূপান্তরিত হয়। এটি সবচেয়ে বেশি দেখা দেয় পাচনতন্ত্রে। একসময় কার্সিনয়েড টিউমার এবং গ্যাস্ট্রিক সারকোমা এবং লিম্ফোমাস হয়ে দেখা দেয়।

কাদের বেশি এই সমস্যা দেখা দেয়?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর প্রায় ২৮ হাজার মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হন। যাদের ৬০ শতাংশের বয়স ৬৫ এর বেশি। নারীদের চেয়ে এই সমস্যায় বেশি ভোগেন পুরুষেরা। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ক্যান্সারের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এটি। তবে এখন এটি ক্যান্সারের তালিকায় ১৪তম সাধারণতম ক্যান্সার। গবেষকরা মনে করেন, রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করা ফল এবং শাকসবজি খাওয়া। ধূমপান, অতিরিক্ত লবণাক্ত খাবার খাওয়াকেই এর জন্য দায়ী করছেন তারা। গবেষকদের মতে, হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি এক ধরণের ব্যাকটেরিয়া। যা আপনার পেটে আলসার এবং প্রদাহ সৃষ্টি করে। এমনকি এটি গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের অন্যতম প্রধান কারণ। তবে এর বিভিন্ন ধরন আছে। যার মধ্যে কয়েকটিতে ক্যান্সারের ঝুঁকি বেশি থাকে। আপনি চাইলে চিকিতকের পরামর্শে আপনার শরীরে থাকা এই ব্যাকটেরিয়া পরীক্ষা করে নিতে পারেন। ১৯৩০ সালের পর অবশ্য গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের হার অনেকটাই কমে গেছে। বর্তমানে পাইলোরি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিতা করা সম্ভব।

এ ছাড়াও বংশগতভাবেও এই ক্যান্সার হতে পারে। আবার যাদের পেটে কোনো কারণে অস্ত্রোপচার হয়, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যাদের আগে থেকে রক্তস্বল্পতা, কোলনের সমস্যা, হজমের সমস্যা আছে, তারাও গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের ঝুঁকিতে রয়েছেন।

আবার আপনার দৈনন্দিন কাজ, খাদ্যাভ্যাস আপনাকে গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। নিয়মিত প্রচুর ধূমপান করা, অতিরিক্ত লবণাক্ত মাছ-মাংস, ক্যানের আচার, সবজি, প্রচুর অ্যালকোহল পান করা খাবার আপনাকে গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের দিকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

অনেকের ক্ষেত্রে এই রোগ শরীরে বাসা বাঁধলে কোনো লক্ষণ দেখা দেয় না। তবে বেশিরভাগ সময়ে কিছু নির্দিষ্ট লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন- ক্লান্তি- অল্প খেলেই পেট ফুলে যাওয়া-দীর্ঘসময় না খেয়ে থাকার পরে ক্ষুধা না পাওয়া বদহজম- পেট ব্যথা সঙ্গে অম্বল-বমি বমি ভাব এবং বমি- ডায়রিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য - অকারণে ওজন হ্রাস- রক্তাক্ত বা কালো মল এসব লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিতকের কাছে পরামর্শ নিন। সেই মতো পরীক্ষা নিরীক্ষা করান। এর জন্য আপনাকে শুরুতেই এন্ডোস্কোপি করতে হতে পারে। আপনার পেটের ভেতরটা দেখার জন্য গলা দিয়ে টিউবের মাধ্যমে একটি ছোট ক্যামেরা প্রেরণ করবে।

যদি এতে কোনো কিছু স্পষ্ট না নয়। তবে পেটের ভেতরকার কিছু টিস্যু বায়োপসির জন্য ল্যাবে নেয়া হবে। সেখানে মাইক্রোস্কোপের নীচে ক্যান্সার কোষ আছে কিনা তা পরীক্ষা করা পর জানা যাবে এর অবস্থা। এ ছাড়াও আরো কিছু পরীক্ষা করার প্রয়োজন হতে পারে।

যেমন- সিটি স্ক্যান, বেশ কয়েকটি এক্স-রে পেটের বিভিন্ন কোণ থেকে, এমআরআই ইত্যাদি। এরপর শনাক্ত হওয়ার পর সার্জারি করতে হতে পারে। অনেক সময় রেডিয়েশন থেরাপি বা কেমোথেরাপির মাধ্যমেও ক্যান্সার কোষকে মেরে ফেলতে পারে। যদিও এই দুই ধরনের থেরাপি প্রায়শই একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়।অনেকসময় ক্যান্সারে আক্রান্ত কোষগুলোর আশেপাশের কোষও আক্রান্ত হতে পারে। সেইক্ষেত্রে ইমিউনোথেরাপি দিতে হতে পারে। যা ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আপনার দেহকে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবহার করতে সহায়তা করে। সেই সঙ্গে ক্যান্সারের নতুন কোষ মেরে ফেলে। তবে চিকিতা নিয়ে ধীরে ধীরে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারবেন।

যেসব লক্ষণে বুঝবেন পাইলস

পাকস্থলীর জটিল রোগগুলোর মধ্যে পাইলস অন্যতম। রোগটি বিভিন্ন পর্যায় ভেদ করে জটিল আকার ধারন করে। সঠিক সময়ে রোগ চিহ্নিত করে চিকিতা দেওয়া গেলে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। যখন পায়ুপথে এসব শিরার সংক্রমণ এবং প্রদাহ হয়, চাপ পড়ে তখন হেমোরয়েডস বা পাইলসে প্রদাহ হয়। যাকে সাধারণ ভাষায় অর্শরোগ বলা হয়। হেমোরয়েডস বা অর্শরোগের অবস্থান সাধারণত তিন ধরনের যথা- পায়ুপথের বহিঃ অর্শরোগ, পায়ুপথের অন্ত বা ভেতরের অর্শরোগ আবার কখনও দুই অবস্থা একসঙ্গেও থাকতে পারে। পায়ুপথের ভেতরের অর্শরোগ বা পাইলস ফুলে মলদ্বারের বাইরে বের হয়ে আসাকে ৪টি পর্যায় ভাগ করা হয়। প্রথম পর্যায় (পাইলস ফুলে বাইরে বের হয়ে আসে না বা প্রলেপস হয় না) দ্বিতীয় পর্যায় (পায়খানার পর পাইলস ফুলে বাইরে বের হয়ে আসে এবং তারপর আপনা-আপনি ঠিক হয়ে যায়) তৃতীয় পর্যায় (পাইলস ফুলে বাইরে বের হয়ে আসে এবং নিজে ঠিক করতে হয়) চতুর্থ পর্যায় (পাইলস ফুলে বাইরে বের হয়ে আসে বা প্রলেপস হয়ে এবং তা আর নিজে ঠিক করা যায় না) পাইলসের প্রধান কারণগুলো হচ্ছে দীর্ঘদিন কোষ্ঠকাঠিণ্যে ভোগা, পুরনো ডায়রিয়া, মলত্যাগে দীর্ঘক্ষণ টয়লেটে বসে থাকা ও দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা। এছাড়া পারিবারিক ইতিহাস, আঁশযুক্ত খাবার কম খাওয়া, ভারি মালপত্র বহন করা, স্থূলতা, কায়িক শ্রম কম করা। গর্ভকালীন সময়ে, পায়ুপথে যৌনক্রিয়া, যকৃত রোগ বা লিভার সিরোসিস ইত্যাদি কারণে রোগের আশংকা বেড়ে যায়। সর্বোপরি পোর্টাল ভেনাস সিস্টেমে কোনো ভাল্ব না থাকায় উপরিউক্ত যে কোনো কারণে পায়ু অঞ্চলে শিরাগুলোতে চাপ ফলে পাইলস সৃষ্টি হয়। অর্শরোগে যেসব লক্ষণ দেখা যায় তা হচ্ছে- পায়ুপথের অন্ত্র বা ভেতরের অর্শরোগে সাধারণত তেমন কোনো ব্যথা বেদনা, অস্বস্তি থাকে না, অন্যদিকে পায়ুপথের বহিঃঅর্শরোগে পায়ুপথ চুলকায়, বসলে ব্যথা করে, পায়খানার সঙ্গে টকটকে লাল রক্ত দেখা যায় বা শৌচ করা টিস্যুতে তাজা রক্ত লেগে থাকে, মলত্যাগে ব্যথা লাগা, পায়ুর চারপাশে এক বা একের অধিক থোকা থোকা ফোলা থাকে।

ভালো যদি থাকতে চান, পাতে রাখুন পাতিলেবু

গরমে এক গ্লাস লেবুর শরবত পান করলে যেমন দূর হয় ক্লান্তি, তেমনি কমে হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি। আবার ডাল কিংবা ভর্তার সঙ্গে লেবু খেতেও বেশ উপকারি। তাই সুস্থ থাকতে চাইলে নিয়মিত লেবু খাবেন। আসলে এই পাতিলেবুতে হচ্ছে ভিটামিন সি'র চমতার উত। এই ভিটামিন শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে। শরীরের দূষিত পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে লেবু। লেবুতে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড খাবারের আয়রন শোষণ করে ও রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে। খাবার থেকে ক্যালসিয়াম শোষণ করতেও লেবু বেশ কার্যকর। এটি কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। হজমের গণ্ডগোল দূর করতে সাহায্য করে। এটি ক্যানসারের ঝুঁ কি কমায়। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। সর্বোপরি লেবুতে থাকা ভিটামিন সি হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁ কি অনেকটা কমিয়ে দেয়।

সারাবছরই কি লো প্রেসারে ভোগেন

উচ্চরক্তচাপের সমস্যাও যেমন শরীরের জন্য ভাল নয় তেমনই নিম্ন রক্তচাপও শরীরের জন্য যে খুব ভাল তাও কিন্তু নয়। নিম্নরক্তচাপ থেকেও হতে পারে একাধিক শারীরিক সমস্যা। বিশেষজ্ঞদের মতে, হওয়া উচিত। যদি এর নীচে অর্থাতকোনও ব্যক্তির রক্তচাপ যদি ৯০/৬০ তখন তাকে বলা হয় নিম্ন রক্তচাপ বা হাইপোটেনশন । নিম্ন রক্তচাপের সমস্যা হলে বেশ কিছু লক্ষণ দেখা দেয়। সারাক্ষণ মাথা ঘোরা, হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়া, ডিহাইড্রেশন এসব লেগেই থাকে। নিম্ন রক্তচাপ কিন্তু মৃত্যুর কারণও হতে পারে। যাঁদের লো ব্লাডপ্রেসারের সমস্যা রয়েছে তাঁদের মধ্যে ডিহাইড্রেশনের ঝুঁকি থাকে। ডিহাইড্রেশন থেকে আরও জটিল রোগ হতে পারে। আর তাই আগে থেকে সচেতন থাকা উচিত। নিয়মিত ভাবে ব্লাড প্রেসার মেপে রাখাও আবশ্যক। আয়ুর্বেদিক বিশেষজ্ঞ দীক্ষা ভাবসার তাই দিয়েছেন বিশেষ কিছু পরামর্শ। এই পরামর্শ মেনে চলতে পারলে খুব সহজেই সমস্যার সমাধান হবে। আর রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে ভাল কাজ করে হিমালয়ন রক সল্ট। এক গ্লাস জলে হাফ চামচ এই নুন মিশিয়ে খেলে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

আয়ুর্বেদ মতে এই নুনের মধ্যে বেশ কিছু পুষ্টিগুণ থাকে। সামান্য নোনতা আর মিষ্টি স্বাদ থাকে এই নুনের এছাড়াও এই নুন হজমে সাহায্য করে, শরীরকে ঠাণ্ডাও রাখে। রকসল্টের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ পটাসিয়াম থাকে। যে কারণে রক্তচাপ এবং শরীরে ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে কোনও রকম অসুবিধে হয় না।

হিমালয়ান সল্ট বা সৈন্ধব নুনের আয়ুর্বেদিক বৈশিষ্ট্য শরীরে পিত্ত পড়তে দেয় না এই রক সল্ট। যে কারণে হজম ভাল হয়, পেট ঠাণ্ডা থাকে। বিভিন্ন চর্মরোগ থেকেও রক্ষা করে এই সল্ট। শরীরে জমে থাকা কফ দূর করে দিতেও সাহায্য করে এই নুন। গ্যাস অম্বলের সমস্যা থেকে দূরে রাখে। কফ, কাশি থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। যাঁদের লাগাতার কফ, সর্দির সমস্যা রয়েছে তাঁরা রোজ খান। শরীর হাইড্রেট রাখে জল খেলে শরীর থেকে টক্সিন বেরিয়ে যায়। সেই সঙ্গে বেশ কিছু খনিজকে পাতলা রাখতেও সাহায্য করে। তাই নুন জল শরীরকে হাইড্রেট রাখার পাশাপাশি শরীরে খনিজের অভাব পূরণে সাহায্য করে। শরীর সহজে ক্লান্ত হয়ে যায় না। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় রোজ খেতে পারলে শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ায়। এই নুনের মধ্যে থাকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু খনিজ, ভিটামিন। যা হাড় মজবুত রাখে। এর মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ আয়রন। আয়রনের মাত্রা বেশি থাকার কারণেই কিন্তু তা অ্যানিমিয়ার মত সমস্যা দূরে রাখে। পেশীর ক্র্যাম্প দূর করে পেশীতে টান ধরলে সেখান থেকে দাঁটা-চলা এবং উঠতে-বসতে কষ্ট হয়। এক্ষেত্রেও কিন্তু কাজে লাগানো যায় এই হিমালয়ান সল্ট। কারণ পেশীর মধ্যে পুষ্টি আর ইলেকট্রোলাইট সরবরাহ হয় এই নুনের মাধ্যমেই। একগ্লাস জলে তাই ২ চামচ রক সল্ট মিশিয়ে খেলে অনেক সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যায়। গলা ব্যথা থেকে মুক্তি দেয় ইষদুষ্ণ জলে এই রক সল্ট মিশিয়ে গার্গল করতে পারলে অনেক সমস্যা দূর হয়ে যায়। এই জলের মধ্যে রয়েছে ডিকনজেস্ট্যান্ট বৈশিষ্ট্য। যা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, সর্দি, কাশির সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়। নাক, গলায় জমে থাকা কফ-সর্দিও দূর করতে সাহায্য করে।

মাতৃস্নেহ

মনচলি চক্রবর্তী

বউ নিয়ে দূরে থাকে মায়ের খবর ও নেয় না টাকাও পাঠায় না।
আজ চোখের জল ফেলে বললো...
মানুষ বলে তোমার ছেলে ইঞ্জিনিয়ার,
অথচ আমার যে পেটে খিদের জ্বালা।

ভাত জুটেনা ঠিক ভাবে।বয়স হয়েছে আমার সারাদিন ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতে পারি না। গাছ থেকে বেলপাতা আমপাতা পাড়তে ও কষ্ট হয় এখন।মাথায় কাঠফাটা রোদ আর খিদের জ্বালা। বুক ফেটে যায় মনের কষ্টে।
বড় মানুষ করেছি ছেলেকে আজ আর মাকেই সে মানুষ ভাবে না।
সোমবার সকাল
হাতে আমার জলের গ্লাস, সাতটা বাজে হয়তো,একজন হাঁক দিলো।ফুল, বেলপাতা, মালা, আমপাতা... রাখবেন।
বাইরে গিয়ে দেখি বৃদ্ধ কাকীমা টি ফুল বেলপাতা নিয়ে আসেন বাড়ীতে গলি দিয়ে হাঁক দিয়ে যান। কাকীমা ভালো বেলপাতা হবে জিজ্ঞেস করলাম।আজ ফুল বেলপাতা সবই আমার লাগবে, কাল বাজারে যাওয়া হয় নি।আজ সোমবার শিব পূজা করি নীল ফুল থাকলে অন্য সব কিছুর সাথে দিয়ে যাও দুটো।
ফুল বেলপাতা কিনতে গিয়ে মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো কাকীমা কেমন আছো গো?
কাকীমার চোখে জল, ছেলে তার ইঞ্জিনিয়ার দূরে চাকরি করে, এই বৃদ্ধ মহিলাটির রক্ত জল করা শ্রমের ফসল।এখন সেই ছেলে ফুল বেলপাতার মূল্যের চেয়ে বেশি কিছুটা দিয়ে বললাম- আশীর্বাদ করো কাকীমা আমায়, আমারও একটি ছেলে আছে সে বড় মানুষ না হয়ে, মানুষ শুধু যেন হয়। ছোখের জল ফেলে আশীর্বাদ করলো কাকীমা তোমার ছেলে মানুষের মত মানুষ হোক মা।
চোখ মুছতে মুছতে আর-ও বললো -
আমার ছেলে ভালো থাকুক, আমার বয়স হয়েছে আমি আর কয়দিন। পেটের ক্ষিদে নিয়ে, বুকে পাথর রেখে, চোখের জল ফেলে, অনেক কষ্টের মাঝে ও মা সন্তান ভালো থাকুক সেই আশাই করে।
বৃদ্ধ কাকীমার কথায় আমিও চোখের জল ধরে রাখতে পারলাম না। শুধু ভাবলাম মাতৃস্নেহ হয়তো এমনি হয়।

বিভিন্ন রোগের দাওয়াই অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার

ওজন কমানো থেকে সুগার, পেটের জমে থাকা মেদ কমানো, একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যার দাওয়াই অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার। কেবল শরীর নয়, ত্বক ও চুলের যত্নেও দারুণ কার্যকর এই উপাদানটি। তবে এই ভিনেগার কখনই শুধু খাবেন না, তাহলে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতিই হবে আপনার। অবশ্যই জলের সঙ্গে মিশিয়ে পাতলা করে পান করবেন।

আসুন জেনে নেওয়া যাক, নিয়মিত অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার পানে শরীরের কী কী উপকার হয় -

অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য

সমৃদ্ধ অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল সমৃদ্ধ অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার শরীরের খারাপ ব্যাকটেরিয়া এবং প্যাথোজেন মেরে ফেলে। যে কারণে আমাদের শরীর নানা সংক্রমণ ও রোগভোগ থেকে মুক্তি পায়। তাছাড়া, অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার দীর্ঘ সময় খাবার সংরক্ষণ করতেও সাহায্য করে। অন্ত্র ভাল রাখে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে

অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। তবে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে শুধু অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার পান করলেই হবে না, এর পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হবে চিনিজাতীয় খাবার এড়িয়ে চলতে হবে।

ওজন কমায় বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার ওজন কমাতে সাহায্য করে। ভিনেগারে থাকা অ্যাসিটিক অ্যাসিড শরীরে ফ্যাট জমতে দেয় না, খিদে কমায়, হজম প্রক্রিয়া ধীর করে দেয় এবং ফ্যাট বার্ন করে।

ত্বক ভাল রাখে

ব্রণ, পিম্পল এবং ত্বকের নানা সমস্যা কমাতে পারে অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার। এতে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা ব্রণ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলতে পারে।

দাঁত ভাল রাখে দাঁত ভাল রাখতে পারে অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার। এটি মাউথওয়াশ হিসেবেও ব্যবহার করতে পারেন। এর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

সেল ড্যামেজ প্রতিরোধ করে অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। আর, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার আমাদের ত্বককে অক্সিডেটিভ ড্যামেজ থেকে রক্ষা করে। এর ফলে আমাদের কোষ ভাল থাকে এবং অক্সিডেটিভ সেল ড্যামেজ কমাতে সাহায্য করে।

রক্তদান শিবিরে পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

উজবেকিস্তানে এসসিও বৈঠক মুখোমুখি হতে চলেছেন মোদী-জিনপিং

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পূর্ব লাদাখে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর এই প্রথমবার এক মঞ্চে থাকবেন নরেন্দ্র মোদী ও শি জিনপিং। উজবেকিস্তানের এসসিও বৈঠক মুখোমুখি হতে চলেছেন মোদী-জিনপিং। তবে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হবে কিনা, তা নিয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। অন্যদিকে, সম্মেলন শুরু হওয়ার আগেই যৌথ বিবৃতি দিয়ে রাশিয়া ও চিন জানিয়েছে, একসঙ্গে মিলে মহাশক্তি গড়ে তুলবে এই দুই দেশ।

করোনা অতিমারীর পরে এই প্রথমবার চিনের বাইরে কোনও বৈঠকে অংশ নিতে চলেছেন জিনপিং।

প্রসঙ্গত, এসসিও সম্মেলন শুরু হওয়ার কিছুদিন আগেই লাদাখ সীমান্ত থেকে সেনা সরিয়ে নেয় ভারত ও চিন। ২০২০ সালের মে মাসে গালওয়ান উপত্যকায় ভারতীয় সেনার উপরে আক্রমণ চালায় লালফৌজ। সেই সময় শহিদ হন ২০ জন ভারতীয় সেনা। পালটা প্রত্যাঘাতে নিকেশ করা হয় মোট ৪২ জন চিনা সেনাকে। তারপর থেকেই লাদাখ সীমান্তে সেনা মোতায়েন করে রেখেছে দুই দেশ।

ভারতীয় সময় রাত ন'টা নাগাদ উজবেকিস্তানে পৌঁছবেন মোদি। এসসিও বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগে টুইট করে তিনি জানিয়েছেন, "এসসিও বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য রওয়ানা হচ্ছি। এই সম্মেলনে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। আঞ্চলিক বিষয়গুলি নিয়েও মত বিনিময় হবে রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে।"

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার আগেই চিনের সঙ্গে যৌথ বিবৃতি দিয়েছে রাশিয়া। সেখানে বলা হয়েছে, এই দুই দেশ একসঙ্গে মিলে মহাশক্তি গঠন করবে। যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আমেরিকা চাইছে এককেন্দ্রিক বিশ্ব গড়ে তুলতে। কিন্তু সেই চেষ্টাকে সফল হতে দেওয়া যাবে না। ইউক্রেন প্রসঙ্গে চিন যেভাবে নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছে, তাকে ভূয়সী প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন পুতিন। এই সম্মেলনের পরে আন্তর্জাতিক সমীকরণ কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকে তাকিয়ে ওয়াকিবহাল মহল।

চার দিনে এনএফ রেলের আরপিএফ-এর অভিযানে উদ্ধার ৩১ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক

গুয়াহাটি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীন রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ১০ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিভিন্ন স্টেশনে পৃথক পৃথক অভিযান চালিয়ে ৩১ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে ও মেয়েকে সফলভাবে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। উদ্ধারকৃত অপ্রাপ্তবয়স্কদের তাদের বাবা-মা / অভিভাবক, চাইল্ড লাইন এবং এনজিও-র হাতে নিরাপদ আশ্রয় ও পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য তুলে দেওয়া হয়েছে।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এক প্রেসবার্তায় এই তথ্য দিয়ে জানান, ১৩ সেপ্টেম্বর কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে মানব-পাচারকারী, অননুমোদিত ফেরিওয়ালা, ভিখারিদের বিরুদ্ধে এক অভিযান চালিয়ে কাটিহার (ইস্ট) আরপিএফ পাঁচজন বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে উদ্ধার করেছে।

একই দিনে নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে নিউ কোচবিহার আরপিএফ মানব-পাচারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। ওই অভিযানে তারা একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে উদ্ধার করে। ছেলেটিকে দেখে মনে হয়েছিল, সে মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে বাড়ি থেকে নিখোঁজ ছিল। পুনরায় একই দিনে রঙিয়ার আরপিএফ কুইক রেসপন্স টিম রঙিয়া রেলওয়ে স্টেশনে অভিযান চালিয়ে একজন পলাতক অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে উদ্ধার করে।

১২ সেপ্টেম্বর একাধিক ঘটনায় পৃথক পৃথক রেলওয়ে স্টেশন থেকে পাঁচজন অপ্রাপ্তবয়স্ককে আরপিএফ উদ্ধার করে। কাটিহার (ইস্ট) আরপিএফ কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে 'নানহে ফরিস্তে' অভিযানের অধীনে তল্লাশি চালানোর সময় স্টেশন এলাকা থেকে দু-জন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে ভিক্ষা করা অবস্থায় উদ্ধার করে। গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে গুয়াহাটির আরপিএফ স্টাফ ও সিআইবি টিম এবং রেলওয়ে চাইল্ড লাইন, গুয়াহাটির সদস্যরা যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে দু-জন পালিয়ে আসা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে উদ্ধার করে। নিউ জলপাইগুড়ির আরপিএফ স্টাফ নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে অভিযান চালিয়ে একজন পালিয়ে আসা অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে উদ্ধার করে।

এছাড়া, ১০ এবং ১১ সেপ্টেম্বর কাটিহার, আগরতলা, হাসিমারা ও ফালাকাটা স্টেশনে পৃথক পৃথক অভিযান ও তল্লাশি চালিয়ে আরপিএফ ১৯ জন অপ্রাপ্তবয়স্ককে উদ্ধার করে।

মানব-পাচারের সঙ্গে জড়িত সন্দেহজনক ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার পাশাপাশি স্টেশনগুলিতে সন্দেহজনক অবস্থায় শিশুদের চলাফেরা করা, অভিভাবক ছাড়া শিশুদের একা একা ভ্রমণ করা ইত্যাদি বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকার জন্য আরপিএফ-এর ট্রেন একসোর্ট পার্টি ও কর্মীদের বিভিন্ন স্টেশনে নিয়োজিত করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে "মেরি সহেলি"-র অধীনে একটি নতুন পদক্ষেপ শুরু করা হয়েছে এবং মহিলা / শিশু যাত্রীদের নিরাপত্তা / সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতন থাকতে যে কোনও জরুরিকালীন সময়ে ১৩৯ হেল্পলাইন নম্বর ব্যবহার করার জন্য দিনরাত ২৪ ঘণ্টা সক্রিয় করে রাখা হয়েছে, জানান উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে।

রাস্তা পাকা করার দাবিতে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে মহিলাদের বিক্ষোভ

চ্যাংরাবান্ধা, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশ সীমান্তের চ্যাংরাবান্ধায় এলাকায় প্রবেশের একমাত্র রাস্তার বেহাল দশায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। রাস্তা পাকা করার দাবিতে বৃহস্পতিবার চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার মহিলারা। এদিন মেখলিগঞ্জ ব্লকের চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী পশ্চিম পাড়ার ১৪ নম্বর সংসদ এলাকায়। পণ্যবাহী বাংলাদেশের ট্রাকের সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

এলাকায় প্রবেশের একমাত্র রাস্তার বেহাল দশা। তার ওপর কাঁচা রাস্তা দিয়ে দিনভর বাংলাদেশের পণ্যবোঝাই ট্রাক নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রেল গেট বন্ধ থাকলে চ্যাংরাবান্ধা-মেখলিগঞ্জগামী যানবাহনও এই পথ দিয়ে যাচ্ছে। এতে রাস্তার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়েছে। সমস্যার কথা অনেকবার জানানো হয়েছে স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি সহ সব স্তরে। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। ভোটের আগেও প্রতিশ্রুতি মিলেছিল। রাস্তা পাকা করার দাবিতে বৃহস্পতিবার মেখলিগঞ্জ ব্লকের চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী পশ্চিম পাড়ার ১৪ নম্বর সংসদ এলাকায় অবরোধে শামিল হলেন এলাকার মহিলারা। পণ্যবাহী বাংলাদেশের ট্রাকের সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

স্থানীয়রা জানান, দ্রুত সমস্যা না মিটলে প্রশাসনিক দফতরের সামনে ধর্নায় বসে লাগাতার আন্দোলন শুরু হবে। এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মুক্তি গুপ্তা। তিনি জানান, বিষয়টি ব্লক প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। সমস্যা সমাধানের বিষয়ে তিনি আশাবাদী।

গুয়াহাটির আবাসনে উৎখাত জাল নোটের ঠেক, পুলিশের জালে দুই

গুয়াহাটি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটি মহানগরীর এক আবাসনে হানা দিয়ে জাল নোটের ঠেক উৎখাত করেছে দিশপুর থানার পুলিশ। জাল নোটের কারবারে জড়িত অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের যথাক্রমে সাইফুল ইসলাম এবং পিআর হুসেন বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ। এ প্রসঙ্গে দিশপুর থানার ওসি রূপম হাজরিকা জানান, গতকাল বুধবার গভীর রাতে তাঁর নেতৃত্বে দুটি দল ছয়মাইল এবং ভগদত্তপুরে অভিযান চালিয়েছিল। প্রথমে ভগদত্তপুরের দিশান্ত অ্যাপার্টমেন্টে হানা দিয়ে জাল নোটের ৫০০ টাকার দুটি বান্ডিল এবং একটি জাল নোট তৈরির মেশিন বাজেয়াপ্ত করেন তাঁরা। এর সঙ্গে সাইফুল ইসলাম এবং পিআর হুসেন নামের দুই যুবককে আটক করে তাদের একটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ওসি রূপম হাজরিকা জানান, জনৈক লক্ষ্মী সিং এবং তাঁর স্বামীর অভিযোগের ভিত্তিতে এক মামলা রুজু করে তদন্ত চালিয়ে জাল নোটের কারবারিদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

বিহারে ৫০ লাখ টাকার সোনাসহ গ্রেফতার পাচারকারী

মুজাফরপুর, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মায়ানমার থেকে পাচার করা প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের ছয়টি সোনার বিস্কুট সহএক পাচারকারী গ্রেফতার করল আরপিএফ। রেলপুলিশ জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা বলে দাবি করা অভিযুক্ত মহেশ কুমার মোজার মধ্যে লুকিয়ে রাখার সোনার বিস্কুটগুলির মোট ওজন প্রায় এক কেজি। অভিযুক্ত অসম এক্সপ্রেসে ধরা পড়ে।

মহেশ আরপিএফ এবং শুল্ক আধিকারিকদের সমন্বয়ে গঠিত দলকে বলে, তিনি সোনা চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত। তিনি ১০ শতাংশ দাম কমিয়ে দেশের বিভিন্ন অংশে বিক্রি করা হয়।

ইউক্রেন থেকে ফিরে আসা মেডিকেল শিক্ষার্থীদের ভারতে ভর্তি করা সম্ভব নয়, শীর্ষ আদালতকে জানিয়েছে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ইউক্রেন থেকে ফিরে আসা মেডিকেল ছাত্রদের ভারতীয় কলেজে ভর্তির দাবিতে সুপ্রিম কোর্ট আগামীকাল অর্থাৎ ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শুনানি মুলতবি করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার তার উত্তরে বলেছে যে এই ছাত্রছাত্রীরা হয় নীট পরীক্ষায় কম নম্বরের কারণে বা সস্তায় পড়াশোনার জন্য সেখানে গিয়েছিল। ভারতে এই ছাত্রদের ভর্তি আইনত সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, ইউক্রেনের কলেজ থেকে সম্মতি নিয়ে অন্য দেশে ডিগ্রি সম্পন্ন করুন।

৫ সেপ্টেম্বর শুনানির সময়, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে উপস্থিত হয়ে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেছিলেন যে বিষয়টি বিদেশ মন্ত্রক দেখছে। হয়তো শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। গত ২৬শে আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিশ জারি করেছিল আদালত। সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে ভারতের কলেজগুলিতে এত জায়গা আছে কিনা এবং নিয়মের অধীনে ভারতে ভর্তি হতে পারে কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়া সরকারের। পিটিশনটি দায়ের করেছেন পার্থবী আহুজা ও প্রতি সিং। আবেদনে বলা হয়েছে, ইউক্রেনে এখনও স্বাভাবিক অবস্থার কোনও সম্ভাবনা নেই। হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ ভারসাম্যহীন। আবেদনে বলা হয়েছে, ইউক্রেন থেকে ফিরে আসা শিক্ষার্থীদের ভর্তির নিয়মে শিথিলতা দিয়ে সরকারি ও বেসরকারি কলেজে স্থান দিতে হবে। আবেদনে বলা হয়েছে, ইউক্রেন থেকে ফিরে আসা শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা শেষ করতে সেখানকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে তাদের ভারতে পড়াশোনা শেষ করার নির্দেশিকা জারি করতে হবে।

গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২৮০ জন

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.): গত কয়েকদিন ধরেই ক্রমাগত আতঙ্ক দিচ্ছে রাজ্য জুড়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২৮০ জন। বৃহস্পতিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গগত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২৮০ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ২১,১০,২৩২। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১ জনের। যার জেরে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২১,৪৮৬। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ২০৩ জন। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ২০,৮৬,৭১৯। ফলে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৮.৮৯ শতাংশ। একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৮,৭৭৬ জনের। যার জেরে মোট করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে ২৬,৪০৬,৩৪৭।

এসসিও বৈঠকে যোগ দিতে সমরকন্দের উদ্দেশে রওনা হলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে বৃহস্পতিবার মধ্য এশিয়ার দেশ উজবেকিস্তানের সমরকন্দে রওনা হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি টুইট করেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার রাষ্ট্র প্রধানদের কাউন্সিলের ২২তম বৈঠকে যোগ দিতে উজবেকিস্তানের সমরকন্দে রওনা হয়েছেন। তিনি আরও বলেন, এই শীর্ষ সম্মেলনটি এসসিও-এর কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যতে সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনার একটি সুযোগ হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী শুক্রবার শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন এবং বৈঠকের ফাঁকে কিছু নেতার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাও করবেন। সমরকন্দে রওনা হওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী বিবৃতিতে বলেন, এসসিও বৈঠকে তিনি সমসাময়িক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করবেন। তিনি বলেন, উজবেকিস্তানের সভাপতিত্বে এই শীর্ষ সম্মেলনে অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং পর্যটন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

গাজোলে বজ্রাঘাতে আহত ২

গাজোল, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মালদার গাজোলে বজ্রাঘাতে আহত হলেন দুই মহিলা। আহত সবিজান বিবি এবং কুলসুমা বেগমকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের বাড়ি করকচ গ্রাম পঞ্চায়েতের ইসলামপুর গ্রামে। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে। আহত কুলসুমা বেগম জানান, এদিন তাঁরা জমিতে ঘাস কাটছিলেন। হঠাৎ করে বৃষ্টি এবং বজ্রপাত হয়। অনেকেই মাঠ থেকে বাড়ি ফিরে গেলেও তাঁরা দু'জন ভেবেছিলেন দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়ি ফিরবেন। সেইসময় বজ্রাঘাতে তাঁরা আহত হন। আহত অবস্থায় তাঁদের প্রথমে গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সেখানেই চিকিৎসা চলছে।

১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ই-নিলাম করা হবে প্রধানমন্ত্রীর প্রাপ্ত ১২০০টি উপহার

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিদেশ থেকে আসা মানুষ, ভারতীয় ক্রীড়াবিদ এবং রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছ থেকে পাওয়া উপহারগুলি ই-নিলামে তোলা হবে। উপহারগুলি আগামী ১৭সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত নিলাম করা হবে। এই নিলামে সামগ্রীগুলির দাম ধার্য করা হয়েছে ১০০ টাকা থেকে লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এবার নিলামে রাখা হয়েছে ১২০০ উপহার, যার মধ্যে রয়েছে ক্রীড়া জগতের মানুষের কাছ থেকে পাওয়া উপহার। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, এই নিয়ে চতুর্থবার প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে প্রাপ্ত উপহার নিলামে তোলা হচ্ছে। এই ই-নিলাম ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে এবং ২অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। pmmementos.gov.in-এ গিয়ে মানুষ ই-নিলামে অংশ নিতে পারে। এই নিলাম থেকে প্রাপ্ত অর্থ নমামি গঙ্গে প্রকল্পে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, গত বছর নমামি গঙ্গা প্রকল্পে দেওয়া উপহারের নিলাম থেকে ১৬ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছিল।

অ্যাঙ্গোলার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় লরেনকোকে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বৃহস্পতিবার জোয়াও ম্যানুয়েল গনসালভেস লরেঙ্কোকে অ্যাঙ্গোলার রাষ্ট্রপতি হিসাবে পুনঃনির্বাচিত হওয়ার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। একটি টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, "অ্যাঙ্গোলার প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হওয়ার জন্য জু ম্যানুয়েল গনসালভেস লরেঞ্জোকে অভিনন্দন। আমি আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করতে একসঙ্গে কাজ করার জন্য উন্মুখ।'

ধরমপুরে বজ্রপাতের মৃত্যু হয়েছে বৃদ্ধ ও ১৯টি গবাদি পশুর

হাজারীবাগ, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে ঝাড়খন্ডের ঝাড়পোর বাসিন্দা বাসো মাহতো সহ ধরমপুরে ১৯টি গবাদি পশুর। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার। এদিন প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই শুরু হয় বজ্রপাত। সেই সময় মাঠে গরু চরাচ্ছিলেন বাসো মাহতো (৭০)। সেই সময় বজ্রপাতে তার মৃত্যু হয়। এদিকে ধরমপুরে মাঠে ঘাস খাচ্ছিল ১৯টি গবাদিপশু। সেই সময় বজ্রপাতে তাদেরও মৃত্যু হয়। ঘটনায় এলাকাবাসী জেলা প্রশাসনের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে।

হাইকোর্ট থেকে জামিন পেলেন গায়ক দালের মেহেন্দি

চণ্ডীগড়, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পঞ্জাব-হরিয়ানা হাইকোর্ট প্রখ্যাত গায়ক দালের মেহেন্দিকে জামিন দিল। ১৯ বছরের পুরনো একটি মামলায় তিনি বৃহস্পতিবার হাইকোর্ট থেকে জামিন পেলেন। গত ২৩ জুলাই থেকে পাতিয়ালা জেলে বন্দি রয়েছেন দালের মেহেন্দি। গায়ক দালের মেহেন্দীকে পাতিয়ালা পুলিশ প্রায় ১৯ বছরের পুরনো একটি মামলায় গ্রেফতার করেছিল। ২০০৩ সালে দালের মেহেন্দীকে পুলিশ হেফাজতে নেয়। দালের মেহেন্দি এবং তার ভাই শমসের সিংয়ের বিরুদ্ধে লোকদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে তাদের গ্রুপের সদস্য করে অবৈধভাবে লোকদের বিদেশে পাঠানোর অভিযোগ রয়েছে। পাতিয়ালা মেহেন্দিকে প্রতারণা এবং ষড়যন্ত্রের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে দুই বছরের কারাদণ্ড দেয়। তবে পায়রা মারার মামলায় তিন বছরের কম সাজা হওয়ায় দালের মেহেন্দি অবিলম্বে জামিন পান। এই মামলার দুই অভিযুক্ত, শমসের সিং এবং ধ্যান সিং ইতিমধ্যেই মারা গেছেন। মামলার অন্য অভিযুক্ত বুলবুল মেহতাকে খালাস দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে দুই হাজার টাকা জরিমানাও করেছে আদালত।

NOTICE REGARDING ADMISSION TO NEW GENERAL DEGREE COLLEGES OF TRIPURA

The following General Degree Colleges have been started during the current academic session i.e. 2022-23 with the subjects and intake capacity to be approved by the Tripura University subject to increase/ decrease in the intake and introduction of new subjects with the approval of affiliating University.

1. General Degree College, Panisagar,
2. General Degree College, Old Agartala, Tulakona,
3. Shri Aurobindo General Degree College (English medium), Agartala, Kunjaban.

The Principal, teaching and non-teaching staff members are being arranged by the Department, as required. The Colleges are planned to start with B.A.(General) courses as per the following subjects and intake:

- General Degree College, Panisagar - Bengali, English, Political Science, History, Education, Sanskrit, Sociology with 100 intake capacity in each of the subjects.
- General Degree College, Old Agartala, Tulakona- Bengali, English, Political Science, History, Education, Sanskrit, Sociology with 100 intake capacity in each of the subjects.
- Shri Aurobindo General Degree College (English medium), Agartala, Kunjaban- Bengali, English, Political Science, History, Economics, Sociology with 50 intake capacity in each of the subjects.

The aspiring students are requested to submit their application form in plain paper with copies of online application form (if submitted), mark-sheets of Madhyamik and HS(+2), two copies photo of the candidate who could not yet get admission in any college in the following address:

1. For General Degree College, Panisagar - General Degree College, Dharmanagar,
2. For General Degree College, Old Agartala, Tulakona- BBM College, Agartala,
3. For Shri Aurobindo General Degree College (English medium), Agartala, Kunjaban - RUSA Cell (Room No. 15) of the Directorate of Higher Education, Shiksha Bhawan, Office lane, Agartala by 25th September, 2022 by 5 PM on working days.

Sd/- (N.C. Sharma)
Director
Higher Education Department
Tripura.

ICA-D-986/22

NIT NO: - e-PT-43/W/EE/RDAD/2022-23 Dt. 14/09/2022

The Executive Engineer, R 0 Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura Invites percentage rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 27/09/2022 for *4 (Four) nos works*. *For* details, visit website **https://tripuratenders.gov.in** and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/- Illegible
Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

ICA-C-2248/22

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION.

The undersigned on behalf of the Governor of Tripura, invites Short Quotation from the local Vehicle owners in the prescribed format(sealed with cover)for hiring of 1(one) SCORPIO(M&M) for the use of the Honble Minister, Department of Co-operation,Govt.of Tripura Detail information may be available in the Notice Board of the office of the undersigned. The sealed quotation should be submitted in the Tender Box available in the O/o the undersigned between 11.00AM to 3.00PM during working days. Last date of the submission of the quotation is on 28/09/2022.

Sd/- (S. Mog)
Registrar of Co-operative Societies,
Govt.of Tripura.

ICA-C-2243/22

SHORT TENDER NOTICE

The undersigned on behalf of the Governor of Tripura invites tenders in sealed covers from the bonafied suppliers/ authorized Dealers/Manufacturers/Registered Supplier for hiring/installation of CCTV cameras for 05 (five) days w.e.f. 01-10-22 to 0510-22 in c/w ensuing Durgapuja Festival 2022. The tenders/quotations will be received in the office of the undersigned on 25-102022 from 1100 hrs to 1530 hrs. The tenders/quotation will be opened on the same day at 1600 hrs in presence of the representative of quotationers willing to be present at that time, if possible.

Details of the NIT of the work and terms and conditions regarding tender are available in the office of the undersigned for inspection on any working day during the office hours.

Supertendent of Police (West)
Tripura, Agartala.

ICA/C-2245/22-23

SHORT NOTICE QUOTATION (SNQ)

Model Career Center, Agartala under District Employment Exchange,West Tripura, Agartala invites Quotation from the resourceful, experienced, reliable, bonafied, renowned, reputed supply agencies/co-operatives in connection with preparation of venue for job fair to be held on 22.09.2022 and 23.09.2022.

Sl. No	Name of Work	Rate/Unit	Approx. Quantity	Total Amount	Remarks
1.	Preparation of Stage structure with Dias	Per sq.ft			
2.	Arrangement of PA System		01		For Audible up to 200 candidates
3.	Arrangement of single seater sofa with towels		06		
4.	Arrangement of Tea Table		03		
5.	Arrangement of Halogen Light		04		
6.	Arrangement of Standing Lamp		01		
7.	Arrangement of Carpet	Per sq.ft			
8.	Arrangement of Table with		10		
9.	Arrangement of Plastic chair with cover		200		
10.	Arrangement of Generator		01		
11.	Private Security Personal for event		02		For two days
12.	Cleaning entire area/Toilets/ Washroorhs etc. before and after the event		02		For two days

The quotation should reach to the office on or before **16th,September,2022 by 3.00 PM**, which shall be opened on the same day at **3.30 .PM** in presence of the participating service providers or their representatives whoever wishes to be present in the office for the same.

Yours faithfully,
(A.R.Bhattacharjee,SRO)
Head of Office

ICA-C-2237/22

শিক্ষা ভবনের সামনে ধর্ণা দিয়েছেন চাকরিচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকারা। ছবি নিজস্ব।

কর্মসূচি

● প্রথম পাতার পর

তোলেন এইটা কোন কংগ্রেস। তাহলে কংগ্রেস কি সক্রিয়তা হারাচ্ছে। বর্তমানে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কমিউনিস্ট পার্টির কথা কংগ্রেস নেতা বলছে। এইটা ইঙ্গিত করে কমিউনিস্টরা জন বিচ্ছিন্ন হলেও কংগ্রেসকে রীতিমত গ্রাস করে নিচ্ছে। কংগ্রেস নিজেদের অস্তিত্ব হারাচ্ছে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ভাবনাকে কংগ্রেস নেতারা হত্যা করেছে বলেও দাবি করেন প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য।

এদিকে পৃথক একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি নেত্রী পাপিয়া দত্ত এবং যুবমোর্চার নেতৃত্বরা জানিয়েছেন পক্ষকালব্যাপী দলের কর্মসূচি। কর্মসূচিতে রয়েছে শারদোৎসবে জেলাস্তর থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান। সেরা পুজা, সেরা প্যান্ডেল ইত্যাদি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হবে। তাছাড়া হর ঘর সুশাসনের প্রচারা। দিব্যাঙ্গদের চলন সামগ্রী প্রদান সরকারীভাবে এবং স্বচ্ছ ভারত অভিযান।

সি পি আই এম এর চারটি সংগঠনের উদ্যোগে বীরচন্দ্র মনু বাজারে মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৫ সেপ্টেম্বর।। সবার জন্য শিক্ষা ও কাজের দাবী সহ ৯ দফা দাবির ভিত্তিতে বামপন্থী চারটি ছাত্র যুব সংগঠনের উদ্যোগে শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত বীরচন্দ্র মনু বাজারে এক মিছিল ও বাজার সভার আয়োজন করা হয়। পতিছড়ী ড্রপগেইট এলাকা থেকে মিছিলটি শুরু করা হয়। মিছিলটি বীরচন্দ্র মনু বাজারে এসে সমাপ্তি হয়। মিছিল শেষে সি পি আই এম কর্মীসমর্থকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এক বাজার সভা। আজকের এই মিছিল ও বাজার সভায় উপস্থিত ছিলেন সি পি আই এম এর রাজ্য কমিটির সম্পাদক তথা প্রাক্তন সাংসদ জিতেন্দ্র চেঁ ধুরী, জোলাইবাড়ী বিধানসভার বিধায়ক যশবীর ত্রিপুরা, টিটিএডিসির প্রাক্তন ক্রীড়া ও যুবকল্যান দপ্তরের নির্বাহী সদস্য পরিক্ষিত মুড়াসিং, শ্রীমন্ত দে, আশুতোষ দেবনাথ সহ সি পি আই এম এর অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা। আজকের এই বাজার সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী জানান বর্তমান রাজ্যসরকারের মেয়াদ আর চার পাঁচ মাস। এই সময়ের মধ্যে সমস্ত সরকারী বন্ধ, দুর্গা পূজা, লক্ষী পূজা, কালি পূজা বাদ দিলে থেকে যায় ১০০দিন। এই ১০০ দিনের মধ্যে রাজ্য সরকারের দেওয়া ভিশন ডকুমেন্টের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করতে পাবে. কিনা তা নিয়ে শাসকদলকে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক। বাজার সভা শেষে প্রাক্তন তিনি সংবাদমাধ্যমের সম্মুখিন হয়ে সি পি আই এম এর আজকের কর্মসূচী সম্পর্কে কিছু বক্তব্য তুলে ধরেন।

রায়গঞ্জে প্লাস্টিকমুক্ত শহর গড়তে প্ল্যাকার্ড হাতে পথে নামল শিক্ষকরা

রায়গঞ্জ, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত সরকারি প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল নির্মল বিদ্যালয় পাক্ষিক অভিযান। সেই মতই রায়গঞ্জ সদর চক্রের রায়গঞ্জ গার্লস প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুরু হল নির্মল বিদ্যালয় অভিযান। এক সপ্তাহ জুড়ে এই কর্মসূচি চলবে।এদিন সকালে বিদ্যালয়ের শিশুরা স্বচ্ছতার শপথ গ্রহণের পর স্বচ্ছতা বিষয়ক ও প্লাস্টিকমুক্ত শহর গড়তে সচেতনতামূলক বিভিন্ন ব্যানার, প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন নিয়ে মিছিল করে। মিছিলে শিশুদের পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকারা অংশ নেয়। পারিপার্শকি সমাজকে নোংরা মুক্ত করে স্বচ্ছ করে তোলা এবং নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বন্ধ করলে 'সুস্থ থাকব আমরা সকলে' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে মিছিলে হাটে সকলে। ছোট্ট জয়দ্বীপ, কাকুলী, শ্বেতা, বিশ্বজিৎদের গলায় শোনা গেল, 'আমরা প্লাস্টিক মুক্ত রায়গঞ্জ চাই, তাই প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার বন্ধ করো।'

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

স্বাক্ষরিত

● প্রথম পাতার পর

উপস্থিত ছিলেন। চুক্তি স্বাক্ষরকারী আদিবাসী উগ্রপন্থী সংগঠনগুলি যথাক্রমে বিরসা কমান্ডো (বিসিএফ), আদিবাসী পিপলস আর্মি (এপিএ), অল আদিবাসী ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (এএএনএলএ), আদিবাসী কোব্রা মিলিটারি অব আসাম (এসিএমএ)এবং সাঁতাল টাইগার ফোর্স (এসটিএফ)। এর মধ্যে তিনটি জঙ্গি সংগঠন হল বিসিএফ, এএএনএলএ এবং এসিএমএ। সশস্ত্র জঙ্গি সংগঠনগুলি সহিংস কার্যকলাপ ছেড়ে দেশের আইন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যোগদান করতে সম্মত হয়েছে। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরকারী সশস্ত্র সংগঠনগুলির ক্যাডারদের পুনঃসংস্থাপনে ব্যবস্থা করা হবে।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সাল থেকে বিসিএফ, এপিএ, এএএনএলএ, এসিএম এবং এসটিএফ যুদ্ধ বিরতিতে রয়েছে। সে থেতে ওই সব জঙ্গি সংগঠনের ক্যাডাররা নির্দিষ্ট শিবিরে বসবাস করছে। আটটি জঙ্গি সংগঠনের মোট ১,১৮২ জন ক্যাডার অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে মূলস্রোতে ফিরে এসেছে। জঙ্গি সংগঠনগুলি ১৫৮টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৮৮৭টি গুলি, ২১টি গ্রেনেড এবং সাতটি আইইডি সরকারি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছে।

শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা আশা ব্যক্ত করেবলেন, আজকের এই চুক্তি অসমে শান্তি-সম্প্রীতির এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

ভোক্তাদের

● প্রথম পাতার পর

অবরোধের ফলে রাস্তার দুইদিকে দু'পাশে প্রচুর যানবাহন আটকে পড়ে। তাতে জনদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে। অবরোধের খবর পেয়ে গন্ডাছড়া থানার পুলিশ ছুটে যায়।

জানা যায়, বৃহস্পতিবার ছিল গন্ডাছড়া হাটবার। হাটবারে রাস্তা অবরোধের ফলে ব্যবসায়ীরাও তাদের অন্য সামগ্রী নিয়ে সময় মত বাজারে পৌঁছতে পারেননি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থার কর্মকর্তা এবং গন্ডাছড়ার মহকুমা শাসক অবরোধস্থলে ছুটে যান। প্রশাসনের তরফ থেকে অবরোধকারীদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় আজকের মধ্যেই গুণধরপাড়ায় বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মার বসানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর অবরোধকারীরা অবশ্য তাদের অবরোধ আন্দোলন আপাতত প্রত্যাহার করে নেন।

আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকার কারণে পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে পড়েছে। তাতে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তারা। প্রশাসনকে বারবার বিষয়টি জানানোর পরও প্রশাসনের তরফ থেকে ইতিবাচক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় তারা বাধ্য হয়ে পথ অবরোধ আন্দোলনের শামিল হতে বাধ্য হয়েছেন। অবশেষে প্রশাসনের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর অবরোধ প্রত্যাহার করে নেওয়ায় আটকে পড়া যানবাহন গুলি গন্তব্য স্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

লুটপাট

● প্রথম পাতার পর

গৌতম পাল আক্রান্ত পরিবারের বাড়ি ঘর পরিদর্শন করেন। নেতৃবৃন্দ আক্রান্ত পরিবারগুলোর লোকজনদের সাথে কথা বলেন। বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস জানান, বি জে পি দলের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। ক্রমেই জনবিচ্ছিন্নতা বাড়ছে। সন্ত্রাস করেও মানুষকে এখন দমিয়ে রাখা যাচ্ছে না। মানুষ ভয়ভীতি হুমকী দুপায়ে মাড়িয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন।

জোর করে মানুষের মুখ আর বন্ধ করে রাখা যাচ্ছে না। বি জে পি "-র দিন শেষ। এটা বুঝতে পারছে ওরা। তাই সাধারণ মানুষের ওপর আবার সন্ত্রাস নামিয়ে আনছে। কিন্তু মানুষ নিজেরাই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছেন। সন্ত্রাসের যোগ্য জবাব মানুষই দেবেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তিনি। বিরোধীদলের নেতা কর্মী সমর্থকদের ওপর হামলা এবং সন্ত্রাস বন্ধ করা না হলে এর যোগ্য জবাব দিতে সিপিআইএম প্রস্তুত বলেও তিনি দিয়েছেন।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি জনগন যেভাবে আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে, তা রীতিমতো চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এভাবে আইন হাতে তুলে নেওয়ার ঘটনা বৃদ্ধি পেলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা রীতিমত কষ্টকর হয়ে উঠবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বাভাবিক কারণেই আইন হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা বন্ধে পুলিশ এবং প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

ছিল সেই জায়গাটি ক্রয় করার পর ড্রেইনটি মাটি দিয়ে ভরাট করেছে। যার ফলে এলাকায় দীর্ঘ দিন ধরে রাস্তায় জল জমছে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন এলাকার বিধায়ক ডাঃ দিলিপ কুমার দাস। তিনি বলেন, রাস্তাটি মেরামতের জন্য সরকার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। কিন্তু স্থানীয় কোনও এলাকাবাসী ড্রেইনের জন্য জায়গা দিতে নারাজ। যার দরুন এই এলাকায় ড্রেইন তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই স্থানীয়রা সহযোগিতা না করলে রাস্তাটি মেরামত সম্ভব নয় বলে অভিমত বিধায়কের।

সম্ভাবনা

● প্রথম পাতার পর

ঘেহলট। যদিও তিনি প্রথমে নির্বাচনে প্রার্থী হতে অসম্মতি জানিয়েছেন। কিন্তু, পরবর্তী সময়ে তিনি দলীয় নেতাদের চাপে ইতিবাচক সাড়া দিয়েএছেন। তিনি মনোনয়নপত্র দাখিল করতে যাবে। কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বাইরে থাকায় এই সপ্তাহের শেষের দিকে ফিরে আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে। অশোক ঘেহলট যদি কংগ্রেস সভাপতি হন তাহলে কংগ্রেসের ইতিহাসে গত ২৫ বছরের মধ্যে অগান্ধী সদস্য থেকে এআইসিসি সভাপতি হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি দ্বিতীয় হবেন। প্রসঙ্গত, সীতম কেশরী ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত এআইসিসি সভাপতি ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সভ্যতাকে রঙ্গীন দুনিয়া দিয়েছে প্রকৌশলীরাই। প্রকৌশলীদের অবদানের ফলেই মানুষের জীবনযাত্রা সহজ থেকে সহজতর হয়ে উঠেছে। যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে বিল্ডিং নির্মাণ প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রকৌশলীদের উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। অনুষ্ঠানে পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, শিক্ষক দিবস, ডক্টর দিবসের মতো এখন থেকে রাজ্যে ইঞ্জিনীয়ার ডে সরকারি উদ্যোগে পালন করা হবে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এনআইটি'র প্রফেসর শুভদ্বীপ ভট্টাচার্য ও পূর্ত দপ্তরের (সড়ক ও বিল্ডিং) চীফ ইঞ্জিনীয়ার রাজীব দেববর্মা।

অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে ৫৫তম ইঞ্জিনীয়ার ডে উদযাপন উপলক্ষ্যে গুর্খাবস্তিস্থিত 'দি ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনীয়ার্স' ত্রিপুরা রাজ্য শাখার কার্যালয় প্রাঙ্গণে ভারতরত্ন স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়ার মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তেলিয়ামুড়া স্টেশনে চোরের দৌরাত্ম্য হাতেনাতে আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যজুড়ে চুরির ঘটনা দিন দিন যেন বেড়ে চলছে। ওইসব চুরির ঘটনাগুলি লাগাম টানতে পারছে না পুলিশ প্রশাসন। যার ফলে এবার আমজনতা চোরকে পাকড়াও করে পুলিশ প্রশাসনের হাতে তুলে দিতে হচ্ছে। ঘটনা, তেলিয়ামুড়া থানাধীন তৃষা বাড়ি রেলস্টেশন চত্বরে বৃহস্পতিবার। এদিন এক দাগী চোর রেলস্টেশন চত্বরে সোহাগ দাস নামে জনৈক ব্যক্তির দোকান থেকে নগদ অর্থ চুরি করে পালিয়ে যাবার পথেই স্টেশন চত্বরে বিভিন্ন হকাররা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে চোরকে পাকড়াও করে। ওই সময় সোহাগ দাস নামে জৈনক দোকানি প্রাকৃতিক কর্ম করার জন্য পাশে শৌচালয়ে গিয়েছিলেন। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চোর গৌতম তাঁতি তার হাত সাফাই করে। পরে স্টেশন চত্বরে থাকা বিভিন্ন হকাররা গৌতম তাঁতিকে পাকড়াও করে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। অন্যদিকে স্টেশন চত্বরে জি.আর.পি পুলিশ থাকলেও না থাকার মত বলে অভিযোগ। দোকানি সোহাগ দাস অভিযোগ করে জানান, রেলস্টেশন চত্বরে নিত্যদিন চুরির ঘটনা হলেও জি.আর.পি পুলিশের ভূমিকা অনেকটা নিষ্প্রভ। অভিযোগ এই স্টেশন চত্বরে চোরের দল নিত্যদিন মোবাইলসহ বিভিন্ন সামগ্রী যাত্রীদের থেকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে এমনই অভিযোগ অহরহ থাকলেও জি.আর.পি পুলিশের ভূমিকা হতাশাজনক।

গরুপাচার কাণ্ডে সিআইডির নজরে এনামুল ঘনিষ্ঠ

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : গরু পাচার মামলায় এ বার শহরের দু'টি অফিসে তল্লাশি চালাল সিআইডির আধিকারিকরা। কলকাতার বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে জেএইচএম গ্রুপের অফিসে বুধবার রাতে তল্লাশি চালানো হয়।

সিআইডি সূত্রের খবর, এই সংস্থাটির মালিক হুমায়ুন কবীর, জাহাঙ্গির আলম এবং মেহদী হাসান। এই তিন জন গরু পাচার মামলায় মূল অভিযুক্ত এনামুল হকের ভাইপো। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের ৪০৫ এবং ৪০১ নম্বর ঠিকানায় অবস্থিত ওই অফিসটিকে সিল করে দেওয়া হয়েছে।

গত শুক্রবার মুর্শিদাবাদে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক লাগোয়া একটি চালকলে হানা দিয়েছিল সিআইডির একটি দল। সূত্রের খবর, তালাই মোড় সংলগ্ন ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক লাগোয়া ওই চালকলটি গরু পাচার মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত এনামুল হকের ভাইপো হুমায়ুন ওরফে পিন্টুর। জেএইচএম রাইসমিল নামে ওই চালকলে তল্লাশি অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন সিআইডির ডিএসপি।গরু পাচার কাণ্ডে অনুব্রত মণ্ডলের গ্রেফতারির পর ওই তদন্তে তৎপর হয়েছে সিআইডিও। গত শুক্রবার সকালে বহরমপুরে সিআইডি অফিসে নিয়ে আসা হয় গরু পাচার কাণ্ডে ধৃত জেনারুল শেখকে। এনামুল-ঘনিষ্ঠ জেনারুলকে টানা জেরা করেন সিআইডির গোয়েন্দারা।

রেললাইন পারাপারই কাল, ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ গেল কাকা ও ভাইপোর

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রেললাইনের উপর থেকে কিছুটা ব্যবধানে উদ্ধার কাকা ও ভাইপোর ছিন্নভিন্ন দেহ। রেললাইনের পাশে মদ্যপান করতে এসে তাঁরা ট্রেনে ধাক্কা খান বলেই অনুমান রেলপুলিশের। নদিয়ার বেথুয়াডহরি ও মুরাগাছা স্টেশনের মাঝে ঘটনাটি ঘটেছে। কৃষ্ণনগর রেল পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রেল পুলিশ সূত্রে খবর, নিহতেরা হলেন সুফল মণ্ডল ও সুখরাম মণ্ডল। তাঁরা বেথুয়াডহরি মধ্যপাড়ার বাসিন্দা। দু'জনে সম্পর্কে কাকা ও ভাইপো। বৃহস্পতিবার বেথুয়াডহরি ও মুরাগাছা স্টেশনের মাঝে রেললাইনের উপর থেকে দু'জনের দেহ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বুধবার রাতের শেষ লালগোলা প্যাসেঞ্জারে কাটা পড়েছেন দু'জনে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'জনে নিত্যদিন মদ্যপান করত। বেথুয়াডহরি ও মুরাগাছা স্টেশনের মাঝে রেললাইনের পাশে চোলাই মদের ঠেক রয়েছে। ওই ঠেকেই মদ্যপান করতে গিয়েছিলেন দু'জনে। রাতভর মদ্যপান করেন তাঁরা। এরপর বাড়ি ফেরার সময় নেশার ঘোরে রেললাইনে উঠে পড়েন। আর তার ফলে রাতের শেষ লালগোলা প্যাসেঞ্জারের ধাক্কায় প্রাণ হারান তাঁরা। এই ঘটনার পরই লাইনের ধারে মদের ঠেক উচ্ছেদের দাবিতে আরও একবার সরব স্থানীয়রা।

শ্রীনগরে এনকাউন্টারে নিহত অভিবাসীদের হত্যার সাথে জড়িত দুই সন্ত্রাসী

শ্রীনগর, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বুধবার গভীর রাতে শ্রীনগরের নওগাম এলাকায় জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের এনকাউন্টারে নিহত হয়েছে দুই সন্ত্রাসবাদী।এরা সন্ত্রাসী সংগঠন আনসার গাজওয়াত-উল-হিন্দ-র সঙ্গে এবং অভিবাসীদের হত্যার সঙ্গে জড়িত।কাশ্মীরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক বিজয় কুমার বলেন, সন্ত্রাসবাদীদের উপস্থিতির সুনির্দিষ্ট খবর পাওয়ার পরে বুধবার সন্ধ্যায় নওগাম এলাকায় জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী একটি যৌথ অভিযান শুরু করে। পুলিশের মতে, সন্ত্রাসী সংগঠন আনসার গাজওয়াত-উল-হিন্দ- এর সাথে যুক্ত এবং পুলওয়ামার আইজাজ রসুল নাজার এবং শহিদ আহমেদ ওরফে আবু হামজা হিসাবে পরিচিত। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি একে রাইফেল, দুটি পিস্তল উদ্ধার করেছে।

আহত তিন

● প্রথম পাতার পর

চলেছে। বৃহস্পতিবার ফের গাড়ি ও বাইকের মুখমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত তিন যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে পদ্মবিনল ব্লক সংলগ্ন খোয়াই আগরতলা সড়কের উপর।

আহতরা হলেন নিপুল উরাং(২৩), জিতেশ উরাং(১৫) এবং অজিত গোয়ালা(১৪)। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক এগারোটা নাগাদ টিআর০৬বি০৪৬৩ নাম্বারের একটি মারুতি আল্টো গাড়ি আগরতলা থেকে খোয়াইয়ের উদ্যেশে আসছিল। পদ্মবিল এলাকায় এসে পৌঁছলে অপরদিক থেকে আসা নাম্বার বিহীন একটি মোটর বাইকের সাথে মুখমুখী সংঘর্ষ হয়। ফলে বাইকে থাকা তিন যুবক ছিটকে পড়ে রাস্তায়। তাতে গুরুতর আহত হয় তিন যুবক।

ঘটনাটি স্থানীয়দের নজরে আসলে সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় খোয়াই দমকল কর্মীদের। দমকল কর্মীরা ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনা স্থলে ছুটে গিয়ে আহতদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে বাইজালবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। বর্তমানে আহতরা বাইজালবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। পুলিশ দুর্ঘটনা গ্রস্থ গাড়ি ও বাইক আটক করেছে। এব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। চালকদের দ্রুতগামীতা ও অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে।

এলাকা

● প্রথম পাতার পর

লেগেছে। তাতে, তাঁর মাঠ ফেটে গেছে। তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে, তাঁর মাথায় চারটি সেলাই লেগেছে।

এদিকে গোটা ঘটনা সম্পর্কে এস এফ আই রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব বলেন, মানুষের সমর্থনেই এই অভিযান শুরু করেছে বামপন্থী ছাত্র যুবরা। তবে পুলিশের ভূমিকা ছিল অমানবিক, ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, পুলিশ দলদাসের ভূমিকা পালন করছে। তাই, বর্তমান সরকারকে উৎখাত করলেই পুলিশের মেরুদণ্ড সোজা হবে।এদিন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব বলেন, শিক্ষা, কাজ এবং সন্ত্রাসমুক্ত ত্রিপুরার দাবিতে আজ বামপন্থী ছাত্র যুবরা মহাকরণ অভিযান সংগঠিত করেছেন। তাঁর বক্তব্য, বর্তমান ত্রিপুরা সরকার বেকারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। কাজ দেওয়ার বদলে বহু মানুষের কাজ কেড়ে নিচ্ছে। বহু মানুষ ইতিমধ্যে ছাটাই হয়েছেন। শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। ফলে, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরা এখন নেশা এবং সন্ত্রাসের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। দুর্নীতি চারিদিকে ছেয়ে গেছে। তাই, মানুষের স্বার্থে এবং তাঁদের বাঁচাতে আজ এই মহাকরণ অভিযান করা হয়েছে, বলেন তিনি।

জরিমানা

● প্রথম পাতার পর

দোষী সাব্যস্ত করে ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দেয়। অনাদায়ে আরও ৬ মাসের জেল হাজতের নির্দেশ দেয় আদালত।

প্রত্যাশীরা

● প্রথম পাতার পর

কার্যালয়ে বসে থাকলেও তাদের কোনও প্রকার সদুত্তর প্রদান করা হয়নি দপ্তর থেকে।

বৃহস্পতিবার পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে তৃণমূল। ছবি নিজস্ব।

টি-২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করল আফগানিস্তান

কাবুল, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২২-এর জন্য ১৫সদস্যের দল ঘোষণা করল আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। মহম্মদ নবির নেতৃত্বেই বিশ্বকাপ খেলবে আফগানিস্তান। বিশ্বকাপের জন্য ঘোষিত দলে রয়েছে একাধিক চমক।

এই দলে সুযোগ পেয়েছেন আন্তর্জাতিক সার্কিটে একটি ম্যাচেও আফগানিস্তানের প্রতিনিধিত্ব না করা মহম্মদ সালিম। এ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে টি ২০ লিগ খেলা লেগ স্পিনার কায়েস আহমেদ এবং ব্যাটসম্যান দারউইস রসুলিকে জায়গা দেওয়া হয়েছে দলে। বিগ ব্যাশ লিগ, ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ, লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ এবং টি ২০ ব্লাস্ট খেলার অভিজ্ঞতা আছে কায়েসের।

অন্যদিকে, বিশ্বকাপের দলে রাসুলির উপস্থিতিতে আফগানিস্তানের মিডল অর্ডারে শক্তি বাড়াল। অস্ট্রেলিয়ার পেস বোলিং সহায়ক পরিবেশে বাম হাতি পেসার সালিম কার্যকরী হবেন, এমনটাই আশা টিম ম্যানেজমেন্টের।আফগানিস্তানের যে স্কোয়াড সদ্য সমাপ্ত এশিয়া কাপ ২০২২-এ অংশ নিয়েছিল সেই স্কোয়াড থেকে বাদ পড়ছেন সামিউল্লাহ শিনওয়ারি, হাশমাতুল্লাহ শাহিদি, করিম জানাত, মুর আহমেদ ও আফসার জাজাই। আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপে পার্থে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবে আফগানিস্তান।

আফগানিস্তান স্কোয়াড: মোহাম্মদ নবী (অধিনায়ক), নাজিবুল্লাহ জাদরান (সহ-অধিনায়ক), রহমানুল্লাহ গুরবাজ (উইকেটরক্ষক), আজমাতুল্লাহ ওমরজাই, দরবেশ রাসুলি, ফরিদ আহমদ মালিক, ফজল হক ফারুকী, হজরতুল্লাহ জাজাই, ইব্রাহিম জাদরান, মুজিব উর রহমান, নবীন উল হক, কায়েস। আহমেদ, রশিদ খান, সেলিম সাফি, উসমান গনি।

স্ট্যান্ড বাই : আফসার জাজাই, শরফুদ্দিন আশরাফ, রহমত শাহ, গুলবাদিন নায়েব।

জয়কিষান, মঙ্গলের জোড়া গোল জয়ে ফিরলো ভারতরত্ন সংঘ

ভারতরত্ন - ৬
উমাকান্ত - ১

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। ভারতরত্নের কাছে বিধ্বস্ত হয়েছে উমাকান্ত কোচিং সেন্টার। দ্বিতীয় ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে ভারতরত্ন সংঘ। পক্ষান্তরে, প্রথম ম্যাচে পরাজয়ের স্বাদ পেতে হয়েছে উমাকান্ত কোচিং সেন্টারকে। গ্রুপ লিগে আরও তিনটি ম্যাচ রয়েছে। প্রথম ম্যাচে হারের পেছনে কোথায় ভুল ত্রুটি রয়েছে সেটা পর্যালোচনা করে দেখা আবশ্যক। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত ঘরোয়া সি-ডিভিশন ক্লাব লীগ ফুটবলের অষ্টম ম্যাচ। ভারতরত্ন সংঘ বনাম উমাকান্ত কোচিং সেন্টারের খেলা ছিল। নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে। বিকেলে দিনের একমাত্র ম্যাচে ভারতরত্ন সংঘ ৬-১ গোলের ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। প্রথম ম্যাচে সাই স্যাগের বিরুদ্ধে হারটা তাদের এখনো ভাবিয়ে তুলছে। বলা বাহুল্য, আজকের ম্যাচে প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ২-১ গোলে এগিয়ে ছিল। ভারতরত্ন সংঘের জয় কিষান দেববর্মা ও মঙ্গলসিং দেববর্মা দুটি করে গোল করেছে। ইন্দ্রজিৎ দেববর্মা পেয়েছে একটি গোল। আরেকটি গোল এসেছে আত্মঘাতী হিসেবে। খেলার পনেরো মিনিটের মাথায় জয় কিষান দেববর্মার গোলে ভারতরত্ন লিড নেয়। পাঁচ মিনিট বাদে উমাকান্ত কোচিং সেন্টারের সিয়াম থানা ডারলং গোলটি শোধ করে খেলায় সমতায় ফিরিয়ে আনে। প্রথমার্ধের খেলার অন্তিম সময়ে মঙ্গল সিং দেববর্মার গোলে ভারতরত্ন ২-১এ লিড পায়। দ্বিতীয়ার্ধ শুরুতেই আত্মঘাতী একটি গোলে উমাকান্ত আরো একটু পিছিয়ে যায়। দু মিনিট বাদে জয় কিষান তার দ্বিতীয় গোলটি করে ব্যবধান বাড়িয়ে চার-এক করে নেয়। পরবর্তী সময়ের দু"দলের আক্রমণাত্মক লড়াই চলতে থাকলে আধ ঘন্টা সময়ের মধ্যে কেউ গোল করতে পারেনি। ৭৩ মিনিটের মাথায় ভারতরত্ন সংঘের ইন্দ্রজিৎ দেববর্মা একটি গোল করে এবং তিন মিনিট বাদে মঙ্গলসিং দেববর্মা তার দ্বিতীয় গোলটি এবং দলের পক্ষে ষষ্ঠ গোল হয়। প্রথমার্ধের খেলায় খেলোয়ারদের মধ্যে একটু রাফ-এন্ড-টাফ লড়াই চলতে থাকলে রেফারী দু"দলের দুজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করাতে বাধ্য হন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি শিবজ্যোতি চক্রবর্তী, হরি শর্মা, সুকান্ত দত্ত ও তাপসী পাল। দিনের খেলা: ব্লাডমাউথ ক্লাব বনাম বিবেকানন্দ ক্লাব। বিকেল তিনটায় নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে।

এমআই কেপটাউনের প্রধান কোচ ক্যাটিচ, ব্যাটিং কোচ আমলা

কেপটাউন, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে সাউথ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি লিগ। তার আগে প্রধান কোচ হিসাবে এমআই কেপটাউনের যোগ দিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ব্যাটসম্যান সাইমন ক্যাটিচ। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের দল এমআই কেপটাউন দলের ব্যাটিং কোচ হিসেবে যোগ দেবেন দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি হাশিম আমলা। নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন ব্যাটসম্যান জেমস পামমেন্ট এমআই কেপটাউনে ফিল্ডিং কোচ হিসাবে যোগ দেবেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার আরেক প্রাক্তন খেলোয়াড় এবং ঘরোয়া কোচ রবিন পিটারসন দলের জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে যোগ দেবেন। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে ৪৭ বছর বয়সী ক্যাটিচ বলেছেন, "এমআই কেপটাউনের প্রধান কোচের পদে থাকা একটি পরম সম্মানের। একটি নতুন দলকে একত্রিত করা, দক্ষতা অর্জন করা এবং একটি দলের সংস্কৃতি গড়ে তোলা সর্বদা বিশেষ কিছু। আমি নিশ্চিত করার অপেক্ষায় রয়েছি যে এমআই কেপটাউন এমন একটি দলে গড়ে উঠবে যা স্থানীয় প্রতিভাকে কাজে লাগায় এবং এমআই-র মূল মূল্যবোধগুলিকে কেন্দ্র করে।"

হাশিম আমলা বলছেন, "আমি এমআই কেপ টাউনের সাথে এই অ্যাসাইনমেন্টটি নিতে পেরে রোমাঞ্চিত। এমআই-এর মালিকদের, ম্যানেজমেন্ট এবং আমার ম্যানেজারকে অনেক ধন্যবাদ এত সহজে এটি করার জন্য। তারা যে সমস্ত পরিকল্পনা করেছে তা থেকে মনে হচ্ছে এটি একটি আশ্চর্যজনক প্ল্যাটফর্ম হতে চলেছে যা আমাদের স্থানীয় প্রতিভাকে আকর্ষণ করবে। একজন খেলোয়াড় এবং পরামর্শদাতা হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি এমআই কেপটাউনের খেলোয়াড়দের নিজেদের মধ্যে থেকে সেরাটা বের করে আনতে এবং এসএ ক্রিকেটকে আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করতে আগ্রহী।"

ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি লিগের উদ্বোধনী সংস্করণের আগে এমআই কেপটাউন তাদের প্রথম পাঁচজন খেলোয়াড়কে চুক্তিবদ্ধ করেছে। যাদের মধ্যে রয়েছেন রশিদ খান এবং কাগিসো রাবাডা। এছাড়াও রয়েছেন হার্ড-হিটিং লিয়াম লিভিংস্টোন, অলরাউন্ডার স্যাম কুরান এবং দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণ সম্ভাবনা ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, যিনি মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়েও খেলেন এবং আইপিএল ২০২২-এ একটি ভাল নজির স্থাপন করেছিলেন।

পশ্চিম জেলা স্কুল সাঁতার, জুডো প্রতিযোগিতা শুক্রবার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। পশ্চিম জেলাভিত্তিক স্কুলস্তরীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা হবে রাইমা সুইমিং পুলে। বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে। পশ্চিম জেলা স্তরের বালক বালিকা উভয় বিভাগের অনূর্ধ ১৪, ১৭ ও ১৯ বছর গ্রুপের সাঁতারুরা অংশ নেবে। আগামীকাল বেলা দশটা থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হবে। এদিকে, পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগে পশ্চিম জেলা স্তরীয় জুডো প্রতিযোগিতা হবে দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সের জুডো ইনডোর হলে। বালক বালিকায় উভয় বিভাগের প্রতিযোগিতাও শুরু হবে বেলা ১০টা থেকেই। তবে এর আগে বর্ণাঢ্য এক অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। বাধারঘাট স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্য যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেববর্মা। এছাড়া, বিশেষ ও সম্মানিত অতিথি হিসেবে ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সচিব পাইমং মগ, ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর শান্তনু সূত্রধর, স্পোর্টস সেল-এর চেয়ারম্যান কমল দে, প্রাক্তন স্পোর্টস অফিসার ও অ্যাথলেটিক্স কোচ স্বপন সাহা প্রমূখ উপস্থিত থাকবেন। পৌরহিত্য করবেন যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের ইয়ুথ প্রোগ্রাম অফিসার কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য। তবে অ্যাথলেটিক্স ইভেন্টের প্রতিযোগিতা হবে ১৯ সেপ্টেম্বর রানির বাজার দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল মাঠে। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত। পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি অপু রায় এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন।

শাহীন আফ্রিদিকে নিয়েই টি-২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করল পাকিস্তান

ইসলামাবাদ, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা করল পাকিস্তান। ১৫ সদস্যের মূল দলে ঠাঁই পেয়েছেন শাহীন আফ্রিদি। বাম হাতী এই পেসার সুস্থ হওয়ায় তাঁকে নিয়েই দল ঘোষণা করল পিসিবি। এছাড়া স্ট্যান্ড-বাই হিসেবে দোলে রাখা হয়েছে আরও তিনজনকে।

আর মাত্র কয়েক সপ্তাহের অপেক্ষা। আগামী অক্টোবর থেকেই শুরু হয়ে যাবে টি-২০ বিশ্বকাপ। সেই কারণে অধিকাংশ দেশ তাদের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা করেছে। বৃহস্পতিবার দল ঘোষণা করল পাকিস্তানও। চোটের কারণে এশিয়া কাপে খেলতে পারেনি শাহীন আফ্রিদি। বাম হাতী এই পেসার সুস্থ হওয়ায় তাঁকে নিয়েই দল ঘোষণা করল পিসিবি। এশিয়া কাপে দুরন্ত পারফরম্যান্স করেছেন মহম্মদ রিজওয়ান। দায়িত্ববান ব্যাটারের মতো ভূমিকা পালন করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। অন্যদিকে অধিনায়কত্ব নিয়ে সমালোচনা হয়েছে বাবর আজমের। এদিকে এশিয়া কাপেও ভাল খেলতে পারেননি বাবর। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর উপরই দলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এশিয়া কাপের পর বিশ্বকাপেও অধিনায়কত্ব সামলাবেন তিনি। তবে এশিয়া কাপে ভাল পারফরম্যান্স করলেও শহনাওয়াজ দহনিকে মূল দলে রাখেনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। তাঁকে রাখা হয়েছে রিজার্ভে।

টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য ঘোষিত পাকিস্তান দল: বাবর আজম (অধিনায়ক), শাদাব খান (সহ-অধিনায়ক), আসিফ আলী, হায়দার আলী, হারিস রউফ, ইফতিখার আহমেদ, খুশদিল শাহ, মহম্মদ হাসনাইন, মহম্মদ নওয়াজ, মহম্মদ রিজওয়ান, মহম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র , নাসিম শাহ, শাহীন শাহ আফ্রিদি, শান মাসুদ এবং উসমান কাদির।

বড়পাথারিতে প্রাইজমানি ফুটবল ফাইনালে কে বি আই - যশমুড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। ফাইনালে উদয়পুরের কে বি আই মর্ণিং ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলবে যশমুড়া রিয়াং পাড়া। ১৮ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩ টায় শুরু হবে ফাইনাল ম্যাচটি। বিলোনিয়ার বড়পাথারিতে আয়োজিত প্রাইজমানি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টে। বড়পাথারি স্কুল মাঠে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় আসরের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচটি। ম্যাচে আগাগোড়া প্রাধান্য নিয়ে খেলেই ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করে নেয় যশমুড়া রিয়াং পাড়া। তেমন কোনও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি পতিছড়ির জাকুবিন ক্লাবের ফুটবলাররা। ম্যাচে বিজয়ী দলের পক্ষে অচাই মগ দুটি গোল করেন। অপর দুটি গোল করেন যথাক্রমে পহর রিয়াং এবং লচাই জমাতিয়া। বিজীত দলের পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন অজয় জমাতিয়া। খেলা পরিচালনা করেন সঞ্জয় বিশ্বাস। প্রসঙ্গত: প্রথম সেমিফাইনালে উদয়পুরের কে বি আই মর্ণিং প্লে সেন্টার ৪-০ গোলে বড়পাথারির ইয়ুথ ফোরাম দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

পানিসাগরে ফুটবল, দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রথম ম্যাচে পশ্চিম দামছড়া জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে পশ্চিম দামছড়া স্পোর্টিং ক্লাব। হেরে বিদায় সাইপুই বুয়াল ফুটবল ক্লাব। পানিসাগরে আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা আজ, বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রথম ম্যাচে পশ্চিম দামছড়া স্পোর্টিং ক্লাব দুই- এক গোলের ব্যবধানে সাইপুই বুয়াল এফসি কে পরাজিত করেছে। প্রথমার্ধেই বিজয়ী দল দুই- এক গোলে এগিয়েছিল। পশ্চিম দামছড়া স্পোর্টিং ক্লাবের এমসা এবং টি মাওই পরপর দুটো গোল করে দলকে ২-০ তে লিড এনে দিলেও পরবর্তী সময়ে সাইপুই বুয়াল এফসি-র থাঙ্গলিয়ানা ডার্লং একটি গোল পরিশোধ করে ব্যবধান কমিয়ে আনে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় দু"দলের মধ্যে পরস্পর বিরোধী হাড্ডাহাড্ডি লড়াই পরিলক্ষিত হলেও জালে বল জড়ানোর কাজটি কেউ করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত পশ্চিম দামছড়া স্পোর্টিং ক্লাব প্রথমার্ধের দুই-এক গোলে এগিয়ে থাকাকে পুঁজি করে জয় ছিনিয়ে মাঠ ছাড়ে। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি তাপস দেবনাথ।

রাজ্যে ফিরলো জম্পুইজলার ফুটবলাররা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে ফিরলো জম্পুইজলার সুধন্য দেববর্মা স্মৃতি স্কুলের ফুটবলাররা। বৃহস্পতিবার ভোরে। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ-১৪ বালকদের সুব্রত মুখার্জি কাপ ফুটবল কেলে। আসরের প্রথম ম্যাচে আর্মি বয়েজ দলকে বিধ্বস্ত করার পর দ্বিতীয় ম্যাচে শক্তিশালী ঝাড়খন্ডের বিরুদ্ধে পরাজিত হয়ে আসর থেকে ছিটকে যায়। এদিন রাজ্যে ফিরে সুধন্য দেববর্মা স্কুলের কোচ সুবোধ দেববর্মা বলেন, 'যোগ্য দলের কাছেই আমরা হেরেছি। তবে ওই ম্যাচে আরও ভালো খেলা ছেলেদের থেকে আশা করেছিলাম'। প্রসঙ্গত: আসরের ফাইনালে মনিপুরের বিরুদ্ধে খেলবে ঝাড়খন্ড।

সাব্রুম ফুটবলে ভ্যারিডা, সুমনের হ্যাটট্রিকে দুর্দান্ত জয় বটতলার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। বড় ব্যবধানে জয় পেলো বটতলা প্লে সেন্টার। ৮-০ গোলে বিধ্বস্ত করলো মনু ঘাটের অটো এক্সপ্রেস দলকে। সাব্রুমের ৪০ মন্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পন্ডিত দীনদয়াল স্মৃতি প্রাইজমানি নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতায়। ব্রজেন্দ্রনগর স্কুল মাঠে হচ্ছে আসর। ২৩ দলকে নিয়ে সোমবার থেকে শুরু হয়েছিলো আসর। বৃহস্পতিবার আসরের তৃতীয় ম্যাচে বটতলা প্লে সেন্টার কার্যত ছেলেখেলা করে মনু ঘাটের অটো এক্সপ্রেস দলকে নিয়ে। দক্ষতা, শক্তি এবং গতি- তিন বিভাগেই অনেকটা এগিয়ে ছিলো বটতলা প্লে সেন্টারের ফুটবলাররা। ম্যাচে হ্যাটট্রিক হয় দুটি। দুটি হ্যাটট্রিক করেন যথাক্রমে ভ্যারিডা ডার্লং এবং সুমন শীল। এছাড়া অপর দুটি গোল করেন বাপি দেবনাথ এবং সৌরভ দাস। খেলা পরিচালনা করেন চরণ মাদ্রাজি। বিজয়ী দল দুই অর্ধে ৪ টি করে গোল করে। প্রসঙ্গত: আসরের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দল সুদৃশ্য ট্রফি সহ প্রাইজমানি বাবদ যথাক্রমে পাবে ২৫ এবং ১৫ হাজার টাকা। এছাড়া, থাকবে আকর্ষনীয় পুরস্কার।

অনূর্ধ-১৭ বালিকাদের এস.এম কাপ দিল্লি রওয়ানা ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। রওয়ানা হলো ত্রিপুরার সেরা স্পোর্টস স্কুলের মেয়েরা। সুয়ারি দেববর্মার নেতৃত্বে। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ-১৭ বালিকাদের সুব্রত মুখার্জি কাপ ফুটবলে। ১৮-২৮ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে হবে আসর। তাতে ত্রিপুরাকে 'বি' গ্রুপে রাখা হয়েছে। ত্রিপুরার গ্রুপে রয়েছে শক্তিশালী গোয়া এবং বাল ভারতী স্কুল। ১৯ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫ টায় গোয়া এবং ২০ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫ টায় গ্রুপে ত্রিপুরার শেষ প্রতিপক্ষ বাল ভারতী স্কুল। প্রতি গ্রুপ থেকে ১ টি করে কোয়ার্টার ফাইনালে যাবে। ফলে ত্রিপুরার কাছে গোয়ার ম্যাচটি জয় করা খুবই জরুরি। একথা খোদ জানান কোচ কল্পনা দেববর্মা। এদিন বিকেলের ট্রেণে রাজ্য ছাড়ার আগে স্পোর্টস স্কুলের ফুটবলারদের উৎসাহ দিতে রেল স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন দিব্যেন্দু দত্ত এবং রজত ভট্টাচার্য। ত্রিপুরার সম্মান রক্ষা করে ভালো খেলে ফিরে আসার পরামর্শ দেন ফুটবলারদের। রাজ্য ছাড়ার আগে ত্রিপুরা দলের ম্যানেজার সুশান্ত দেববর্মা বলেন,'একঝাঁক নতুন মুখ নিয়ে আসরে অংশ নিতে যাচ্ছি। ফলে অগ্রিম কিছু বলা ঠিক হবে না। তবে এতটুকু বলতে পারি মেয়েরা নিজেদের সেরা খেলাটা মাঠে নিংড়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে'। সুয়ারির ডেপুটি হিসাবে সঙ্গে গেছে মেরিনা জমাতিয়া। কোচ কল্পনা দেববর্মা বিশ্বাস করেন, মেয়েরা যদি নিজেদের খেলাটা খেলতে পারে তাহলে সাফল্য পাবোই আমরা। ত্রিপুরা দল: কেয়া দেববর্মা, প্রীথা ত্রিপুরা, মেরিন জমাতিয়া (সহ অধিনায়িকা),তনু বাগডি, শিয়ারি ত্রিপুরা (অধিনায়িকা), মারিনা জমাতিয়া, লোতাতি জমাতিয়া, শামফারি জমাতিয়া, শায়ারি ত্রিপুরা,শ্রীয়া দেব, মালিনা রিয়াং, স্মৃতি জমাতিয়া, আলিশা দেববর্মা, সুহানা জমাতিয়া, সন্দিয়া জমাতিয়া এবং আদরি জমাতিয়া। কোচ: কল্পনা দেববর্মা, ম্যানেজার: সুশান্ত দেববর্মা।

পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্সে ৪ রৌপ্য সহ ১০ পদক ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। সাফল্য পেলো ত্রিপুরা। বিহারের পাটনাতে পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায়। আসরে ৪ টি রৌপ্য সহ ১০ টি পদক পেলো ত্রিপুরার অ্যাথলেটরা। ১০- ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হয় আসর। আসরে অংশ নিয়েছিল ৭১ সদস্যের ত্রিপুরা দল। আসরে অনূর্ধ-১৬ বয়সী বিভাগের ৮০ মিটার হার্ডলসে স্মৃতি দাস ব্রোঞ্জ এবং অনূর্ধ-১৪ বালকদের জ্যাভলিন থ্রোতে আকাশ সরকার ব্রোঞ্জ পদক জয় করে। এছাড়া ৪অ৪০০ মিটার বালিকাদের রিলেতে ত্রিপুরা রৌপ্য এবং ৪অ৪০০ মিটার বালকদের রিলেতে ত্রিপুরা ব্রোঞ্জ পদক জয় করে। বালিকাদের রিলেতে ত্রিপুরার হয়ে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে ঝড় তুলেন অনুচিতা সরকার, সাহানাজ আক্তার, দ্বীপশিখা সূত্রধর এবং পুরবী দাস। বালকদের রিলেতে ত্রিপুরার হয়ে নেমেছিলো কুশ কুমার দত্ত, শুভঙ্কর দে, গৌরব দেবনাথ এবং অনিকেত শীল। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সাফল্য পাওয়া প্রতিটি অ্যাথলেটকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করা হয়েছে।

টিসিএতে শীগ্রই হবে নির্বাচন, অপেক্ষা শুধু দিনক্ষণ ঘোষণার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। আচমকাই খুললো পোস্ট অফিস চৌমুহনীস্থিত রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার অফিস। এত রাতে এমন কি হয়ে গেল, অফিস খুলতে বাধ্য হলেন টিসিএর বেতনভুক্ত কর্মীরা। কিছু সময়ের মধ্যেই অফিসে এসে হাজির টিসিএ-র সভাপতি, যুগ্ম সচিব সহ এপেক্সে কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্য। ১৪ সেপ্টেম্বর রাত ১২ টার পরই তাদের কমিটির মেয়াদ শেষ। এই বিষয়টিকে কাজে লাগিয়ে বেশ কয়েকটি ক্লাবের কর্মকর্তারা হুলুস্থুল লাগিয়ে দিলেন। আজ ১৫ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সেই নতুন কমিটি গঠনের উদ্যোগ। এর জন্য চাই নির্বাচন। যা কোনও সময়ই হয়নি টিসিএ-তে। অধিকাংশ সময়ই সিলেকশন হয়েছে। কেননা যখন যে লংকায় থাকে সেই নাকি রাবণ। এই প্রবাদটা প্রযোজ্য টিসিএর ক্ষেত্রেও। তবে এখন কিন্তু ডিজিটাল যুগে সবকিছুই প্রকাশ্য। তাই তো রাত ১১ টার সময় টিসিএর অফিস খোলাও হলো, আবার এতে হস্তক্ষেপও পড়লো নাকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর। প্রাপ্ত খবর এরকম যে, মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে এদিন রাতেই হলো ক্লাবের কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক। তাদের সঙ্গে হলো রুদ্ধদ্বার বৈঠক। সূত্র মারফত খবর , এবার টিসিএতে নির্বাচন হবে আগামী ২৮ দিনের মধ্যেই। এখন অপেক্ষা শুধু নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণার।

এশিয়ান টেনিস টুর্নামেন্ট জমজমাট চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা শনিবার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। গার্লস সিঙ্গেলস অনূর্ধ ১৬-এ শীর্ষ বাছাই, ঋতুজা সাহা তার প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছে। ঋতুজা তার প্রতিদ্বন্দ্বী সারহা লুইস গোমেসকে চলতি টিটিএ এশিয়ান র‍্যাঙ্কিং জুনিয়র (অনূর্ধ ১৬) টেনিস টুর্নামেন্ট ২০২২-এর সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে।

স্টেট টেনিস কমপ্লেক্স, মালঞ্চ নিবাসের পাশাপাশি বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে টেনিস সেন্টারেও প্রতিযোগিতা হচ্ছে। উদ্বোধনী সেট জেতার পর, ঋতুজা দ্বিতীয় সেটে ০-৩এ হেরে কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। কিন্তু কৌশল পরিবর্তন করে সে দ্রুত গোমেসের শক্তিশালী চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম করে এবং শেষ পর্যন্ত সরাসরি ৬-৩, ৬-৩ ব্যবধানে কোয়ার্টার ফাইনাল জিতে নেন। আগামীকাল সেমিফাইনালে ঋতুজা সাহা মুখোমুখি হবে কৃষ্ণা রাজের। বালকদের সিঙ্গলসে অনূর্ধ ১৬ বিভাগের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে শীর্ষ বাছাই, লেভিন সাফুর মাইদিনকে বাদ দেওয়ার পরে অবাছাই আদিত্য মোর, শেষ পর্যন্ত সেমিফাইনালে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। কারণ, সে ড্র থেকে অন্য একজন অবাছাই খেলোয়াড়, আশ্রাব্য মেহরার বিরুদ্ধে নেমেছিলো। মেহরা ৬-২, ৫-৭, ১০-৮-এ জিতে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। বয়েজ সিঙ্গলস অনূর্ধ ১৬-এর দ্বিতীয় বাছাই লেভিনের সাথে হাত মিলিয়ে, নমিশ শর্মাও প্রাথমিকভাবে বিদায় নিয়েছে, কারণ সে ৬-৭(১২), ৩-৬-এ সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পরাজিত হয়েছে প্রণিল শর্মার কাছে। আগামীকাল সকাল ৮টা থেকে উভয় ভেন্যুতে খেলা হবে বলে জানিয়েছেন ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায়।

টেনিস থেকে অবসরের ঘোষণা রজার ফেদেরার

লন্ডন, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বৃহস্পতিবার টেনিস কোর্ট থেকে অবসরের ঘোষণা করলেন রজার ফেদেরার। তিনি ২০টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপা জেতার পর ৪১ বছর বয়সে পেশাদার টেনিস থেকে অবসর নিচ্ছেন। ফেদেরার ২০২১ সালের জুলাইয়ে উইম্বলডনের পর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। তার হাঁটুর একাধিক অপারেশন হয়েছে।

লেভার কাপের পর আর প্রতিযোগিতামূলক টেনিস খেলবেন না বলে জানিয়েছেন ২০টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক। গত বছর উইম্বলডনের পর চোটের জন্য খেলেননি ফেডেরার। তাঁর কোর্টে ফেরা নিয়ে জল্পনা চলছিল। তার মধ্যেই অবসর ঘোষণা করলেন ফেডেরার। বৃহস্পতিবার নেটমাধ্যমে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন তিনি।

ফেডেরার লিখেছেন, 'গত তিন বছরে অনেক বাধার সম্মুখীন হয়েছি। বার বার চোট এবং অস্ত্রোপচার হয়েছে। খেলায় ফেরার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি। কিন্তু নিজের শারীরিক সক্ষমতা কতটা এবং কত দূর পর্যন্ত টানতে পারব, সেটাও জানি। গত কয়েক দিনে নিজের ভবিষ্যৎ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি। এখন আমার ৪১ বছর বয়স। গত ২৪ বছরে দেড় হাজারেরও বেশি ম্যাচ খেলেছি। আমি যা ভেবেছিলাম, টেনিস আমাকে তার থেকেও বেশি দিয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক টেনিসে আমার সময় যে শেষ, সেটা এ বার বুঝতে পেরেছি।'।

রাজ্যভিত্তিক ক্লাইম্বিং শিবির সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। চারদিন ব্যাপি রাজ্যভিত্তিক ক্লাইম্বিং প্রশিক্ষন শিবিরের শেষ হল। সব জেলার ক্লাইম্বররা উৎসাহ সহকারে এতে অংশগ্রহণ করে প্রশিক্ষন নিয়েছে। কাঞ্চনপুরের রিপা চাকমা, তুলনা চাকমা, ধলাই জেলার ধরেনসা ত্রিপুরা, খোয়াই জেলার অভি বিশ্বাস, পশ্চিম জেলার অভিক মিত্র, দক্ষিন জেলার সুমন্ত ত্রিপুরা প্রশিক্ষণে বেশ নজর কেড়েছে। সকলের আবেদন আরও বেশী দিনের শিবির করলে আরো বেশী শিখতে পারতো। এই শিবির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন প্রশিক্ষক প্রনব অখন্ড।

মহারাষ্ট্রে পাওয়ার লিফটিং, ত্রিপুরা দল গঠন রবিবার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। জাতীয় সিনিয়র পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা এবছর অনুষ্ঠিত হবে মহারাষ্ট্রের বিদর্ভতে। ১২-১৬ অক্টোবর হবে আসর। তাতে অংশ নেবে ত্রিপুরা। রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচনী শিবির ১৮ অক্টোবর। এন এস আর সি সি-র ভারোত্তোলন হলে ওইদিন সকাল ১১ টায় শুরু হবে নির্বাচনী শিবির। ইচ্ছুকদের যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য এবং শম্ভু সাহা-র কাছে রিপোর্ট করার জন্য রাজ্য সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ভোপালে ১৭তম জাতীয় যুব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে ১৭ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর

ভোপাল, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জাতীয় পর্যায়ের তরুণ ক্রীড়াবিদদের নৈপুণ্যের সাক্ষী থাকবে মহানগরবাসী। শহরের টিটি নগর স্টেডিয়ামে ১৭তম জাতীয় যুব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগামী ১৭ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর এই চ্যাম্পিয়নশিপে ২১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রায় ৬০০ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করবে। এই চ্যাম্পিয়নশিপে পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে ১ থেকে ৪ মার্চ ২০২৩ এর মধ্যে কুয়েতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ভারতীয় দল নির্বাচন করা হবে।

সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে রাজ্যের ইঞ্জিনিয়াররা আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন : পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে রাজ্যের ইঞ্জিনিয়াররা আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন। ৫৫তম ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একথা বলেন ত্রিপুরার পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আজ রাজ্যে ৫৫তম ইঞ্জিনিয়ার্স ডে পালিত হয়েছে। সকালবেলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণ থেকে প্রভাতফেরির মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা করা হয়। পূর্ত দপ্তর এবং দ্যা ইনস্টিটিউশান অফ ইঞ্জিনিয়ার্স এর ত্রিপুরা শাখার উদ্যোগে এবং অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থার সহায়তায় আয়োজিত প্রভাতফেরি অনুষ্ঠানের সূচনা করেন পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। প্রভাতফেরি রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হয়ে আর এম এস চৌমুহনী, পোষ্ট অফিস চৌমুহনী এবং কামান চৌমুহনী ও দুর্গাবাড়ি হয়ে পুনরায় রবীন্দ্র ভবনে এসে শেষ হয়।

পরে ইঞ্জিনিয়ার্স ডে পালনের তাৎপর্য আলোচনা করতে গিয়ে পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রী বলেন, রাজ্য ও দেশের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে ইঞ্জিনিয়ার্সদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার ভারত রত্ন স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়ার জন্ম দিবস পালনের মধ্য দিয়ে দেশ গঠনে ইঞ্জিনিয়ার্সদের ভূমিকার স্মরণ করা হয়। তিনি আশা প্রকাশ করেন সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে রাজ্যের ইঞ্জিনিয়াররা আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন। সকাল ১০টায় গোর্খাবস্তিস্থিত ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স বিল্ডিংয়ে এই উপলক্ষে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উদ্বোধন করে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, স্বাধীনোত্তর কালে ভারতবর্ষের পরিকাঠামোগত বিকাশে ভারত রত্ন স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়া এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে গেছেন। দেশ গঠনে তাঁর এই ভূমিকা আগামী প্রজন্মের কাছে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই এই ধরণের কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

রক্তদান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মেয়র শ্রী মজুমদার আরও বলেন, রক্তের বিকল্প আবিষ্কার করা এখনো সম্ভব হয়নি। তাই রক্তদানের উপরেই মুমূর্ষ রোগীদের ভরসা রাখতে হয়। তিনি রাজ্যবাসীর কাছে রক্তদানে আরও এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানান। আজকের এই শিবিরে মোট ২১ জন রক্তদান করেন।

এয়ারপোর্ট থানা দখল সংক্রান্ত মামলায় রাজ্য সরকারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করলো হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। দীর্ঘ ৩৭ বছর ধরে একের পর এক মামলা চালিয়েও স্বস্তিতে নেই জমির প্রকৃত মালিক মিলন রাণী পাল ও অন্যান্য ওয়ারিশানগণ। প্রায় সোয়া ছয় গন্ডা জায়গা এয়ারপোর্ট থানা দখল ছাড়তে নারাজ হওয়ায় একের পর এক মামলার উত্থান। শেষে ত্রিপুরা হাইকোর্টের এক কড়া নির্দেশে এবং সদর দেওয়ানী আদালতের (জুনিয়র ডিভিশন) এক আদেশ মোতাবেক গত ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২২ ইং তারিখে মামলার প্রকৃত মালিকদের প্রায় সোয়া ছয় গন্ডা জায়গার দখল দেওয়ার জন্যে এয়ারপোর্ট থানায় আদালত নিযুক্ত কর্মীরা কাজ শুরু করতে গেলে পর থানা চত্বরে তুমুল বাধার মুখে পড়ে। স্থানীয় কিছু স্বঘোষিত নেতা ও লোকজন থানার অফিসারদের সামনে আদালতের কাজে বাধা দেয়। সেই সময় থানার অফিসাররা আদালতের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে কোন রকম সহায়তা করেনি। পরে পুরো ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট ছবি সহ আদালতে জমা দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে আদালতে শুনানি চলছে। এদিকে রাজ্য সরকার ত্রিপুরা হাইকোর্টে একটি রিভিউ পিটিশন দাখিল করে বিগত ১৯/৪/২০২১ এর অর্ডার পুনঃবিবেচনার জন্যে। প্রসঙ্গতঃ ওই তারিখেই ত্রিপুরা হাইকোর্ট তার এক কড়া নির্দেশে মামলাকারীদের জমির দখল দেওয়ার নিমিত্তে সদর দেওয়ানী আদালতকে (জুনিয়র ডিভিশন) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আদেশ দিয়েছিল। এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত নিযুক্ত কর্মীরা থানার অফিসারদের চূড়ান্ত অসহযোগিতা ও স্থানীয় কিছু স্বঘোষিত নেতা ও লোকজনদের প্রবল বাধার মুখে পড়ে আদালতের আদেশ কার্যকর করতে পারেনি। বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের ওই রিভিউ পিটিশনের উপর শুনানি হয়। ত্রিপুরা হাইকোর্ট রাজ্য সরকারের বক্তব্যে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং এই রিভিউ পিটিশনটি আদালতের সময়ের অপচয় বলে আদেশে উল্লেখ করে। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করলো ত্রিপুরা হাইকোর্ট। পাশাপাশি ত্রিপুরা হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে সতর্ক করে দেয় আদালতের রায় কার্যকর করার ক্ষেত্রে সহায়তা না করা আইনের অপব্যবহার। এই মামলাটি পরিচালনা করছেন আইনজীবী হিল্লোল লস্কর।

ফের শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। চাকরি ফিরে পাবার জন্য ১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্দোলন অব্যাহত। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার কক্ষের সামনে তাদের স্থায়ী সমাধানের জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন চাকুরীচ্যুত শিক্ষকরা। উল্লেখ গতকাল অর্থাৎ বুধবার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১০৩২৩ চাকুরীচ্যুত শিক্ষকরা শিক্ষা ভবনে জড়ো হয়েছিলেন তাদের স্থায়ী সমাধানের জন্য। কিন্তু কোন ধরনের আগাম সুচি না দিয়েই শিক্ষা ভবনের অধিকর্তা ছুটি নিয়ে নেন। যার ফলে শিক্ষা ভবনে চাকুরীচ্যুত শিক্ষকরা গেলে শিক্ষা ভবনের অধিকর্তার সঙ্গে দেখা করতে পারেনি। ফলে সেখানে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন তারা। পরবর্তী সময় আন্দোলনরত শিক্ষকদের সেখান থেকে পাকড়াও করে এডি নগর স্থিত পুলিশ লাইনে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে বৃহস্পতিবার ফের নিজেদের আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন চাকুরিচ্যুত শিক্ষকরা। সাংবাদিকদের সামনে শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন চাকুরিচ্যুত শিক্ষক। এছাড়াও পুলিশের বিরুদ্ধেও অমানবিক আচরণের অভিযোগ তুলেছেন তারা। রাজ্য সরকারের অঙ্গুলি হেলনে শিক্ষা দপ্তর চলছে এমনই অভিযোগ করেছেন চাকুরীচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকারা। তবে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন তারা। এখন দেখার নিজেদের চাকরি ফিরে পাবার জন্য পরবর্তী কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন চাকরিচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকারা।

টিডিএফের অভ্যন্তরীণ কোন্দল প্রকাশ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট রাজনৈতিক দল বিলীন হয়ে যাওয়ার সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন দলের ও মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ দাস। বৃহস্পতিবার প্রেস বিবৃতিতে তিনি অভিযোগ করেছেন, রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এর সংক্রান্ত যে সংবাদ প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে তা বিভ্রান্তিকর। তিনি জানান ৭ অক্টোবর ২০২১ তারিখ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ত্রিপুরা ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট গঠন করা হয়। তৃনমুল কংগ্রেসে যোগদানের জন্য দলের মধ্যে কোনো আলোচনা বা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে কিছুদিন পূর্বে তিপ্রা মথার সঙ্গে যৌথ ভাবে রাজনৈতিক কাজ করার কথা যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়েছিল ত্রিপুরা ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের পক্ষ থেকে বলে তিনি জানান। বুধবার তৃনমুল কংগ্রেসে যোগ দেওয়া ত্রিপুরা ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের রাজ্য সভাপতি পূজন বিশ্বাসের সিদ্ধান্ত দলীয় সিদ্ধান্ত নয় বলে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত পূজন বিশ্বাসের ব্যক্তিগত। এর সাথে দলের কোন সম্পর্ক নেই বলে স্পষ্টিকরণ দেওয়া হয়েছে। পিডিএফের রাজ্য চেয়ারম্যান তেজেন দাস, প্রাক্তন বিধায়ক তাপস দে, পিযূস বিশ্বাস এর মত দলের শীর্ষ নেতৃত্বে ত্রিপুরা ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সার্থে কাজ করে যাবে এবং মানুষের অধিকার রক্ষা করতে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজ্যে আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এ ধরনের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে টিডিএফের আভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং অন্তর্ঘাত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

টিএসআর অষ্টম বাহিনীর উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। টিএসআর জন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসেবে রক্তদানসহ নানা সামাজিক কর্মসূচিতেও শামিল হচ্ছে। রাজ্যের গর্ব টিএসআর বাহিনী রাজ্যের জনগণকে নানা পরিষেবা দিতে বদ্ধপরিকর বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন বাহিনীর কর্মকর্তারা। অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে ৮ম বাহিনী টিএসআর। লংতরাইভ্যালী মহকুমার লালছড়াস্থিত টিএসআর অষ্টম ব্যাটেলিয়নের হেড কোয়ার্টারে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ডিআইজিপি কেরী মারাক। রক্ত দান মহৎ দান এই উদেশ্যকে সামনে রেখে মোট ৬৩ জন জওয়ান রক্ত দান করে। উদ্বোধনের ভাষনের মারাক সাহেব বলেন রাজ্যে রক্তের যোগানের চেয়ে চাহিদা বেশী। মুর্মুর রোগীদের প্রয়োজনীয় রক্ত ব্লাড ব্যান গুলো পুরন করতে হিমশিম কাচ্ছে। রক্তের কোন বিকল্প নেই। রক্ত দান করলে যেমন একটি রোগীর জীবন বাঁচানো সম্ভব, তেমনি রক্ত দাতারও উপকার হয়। রক্তজনিত বিভিন্ন রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তিনি জওয়ানদের কাছে প্রতি মাসে ৪০ - ৫০ জন করে রক্ত দান করার জন্য এগিয়ে আসার আহব্বান রাখেন। কমান্ডেন্ট অমৃত দেববর্মা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন শুধু উগ্রবাদী সমস্যা বা আইনশৃঙ্খলার বিষয়ই নয় জনকল্যাণমুখী কাজেও টিএসআর অষ্টম বাহিনীর জওয়ানরা করে যাচ্ছে। লকডাউনে সাধারণ মানুষের পাশে দাড়ানো বা ম্যালেরিয়া কবলিত এলাকাতে ঔষধ পত্র নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার মত সামাজিক কাজও করা হচ্ছে। রাজ্যের রক্তের চাহিদা পূরণে আগামী দিনেও বিভিন্ন রক্তদান শিবিরের আয়োজন করবে টিএসআর অষ্টম ব্যাটেলিয়ান বলে জানান তিনি। অন্যান্য বাহিনীগুলিকেও রক্তদান শিবির সংঘটিত করা সহ অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচিতে শামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

সর্প দংশনের পর কি করণীয় জানালেন বিশেষজ্ঞরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৫ সেপ্টেম্বর।। সর্পদংশনের প্রতিরোধ সম্বন্ধীয় বিষয় নিয়ে তথ্য সহকারে আলোচনার জন্য বৃহস্পতিবার সকালে বিলোনিয়া মহকুমার পাইখোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কেন্দ্রীয় টিমের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গ্রাম্য এলাকাগুলিতে সর্প দংশনের ফলে তাৎক্ষণিকভাবে উপযুক্ত চিকিৎসা পরিষেবা না নিয়ে ওঝা কিংবা বিভিন্ন কুসংস্কারে জড়িত হয়ে- প্রাণনাশের খবর উঠে আসে বরাবরই। এর ফলে অযথা প্রাণ শেষ হয়ে যায় শিশু থেকে বৃদ্ধ অনেকেরই। তাই স্বাস্থ কর্মীদের উদ্যোগে প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে সর্প দংশনের ফলে প্রাণনাশের আশঙ্কা এবং উপযুক্ত পরিষেবা নেওয়ার সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসে আজকের কর্মসূচিতে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা। এছাড়াও আরো নানান স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা করেন দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জগদীশ চন্দ্র নম: সহ উপস্থিত কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞরা।

ধর্মনগরে শুরু হচ্ছে আগমনী পর্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। দুর্গাপূজার প্রাক্কালে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে শুরু হচ্ছে আগমনী পর্ব বিশেষ প্রদর্শনী এবং বিক্রয় কেন্দ্রের। সম্পূর্ণ মহিলা দ্বারা পরিচালিত হবে এই উদ্যোগ। আগামী ১৬, ১৭ এবং ১৮ সেপ্টেম্বর ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে শুরু হতে চলেছে আগমনী পর্ব বিশেষ প্রদর্শনী এবং বিক্রয় কেন্দ্র। সম্পূর্ণ মহিলাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই প্রদর্শনী এবং বিক্রয় কেন্দ্রে পূজার প্রাক মুহূর্তে মহিলাদের এবং বাঙ্গালী পুরুষদের যে সাজ-সরঞ্জাম তার যাবতীয় সামগ্রী এখানে উপস্থাপন করা হবে। পাশাপাশি নিজেদের ঘরে তৈরি করা বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী নিয়েও উপস্থিত হবে তারা। ১৬ সেপ্টেম্বর বিকাল পাঁচটায় এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন উপাধ্যক্ষ বিশ্ব বন্ধু সেন। উপস্থিত থাকবেন পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন প্রদ্যুৎ দে সরকার, ভাইস চেয়ারপারসন মঞ্জুরানী নাথ। প্রতিদিন দুপুর ২ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত এই প্রদর্শনী চলবে। যে ১৮ জন সেলার যোগদান করেছে তারা তাদের নিজের ঘরের বানানো সামগ্রী গিয়ে ধর্মনগর এবং আগরতলা থেকে এই প্রদর্শনীতে যোগ দেবে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তোলাই হচ্ছে এই প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য। ঘরের মহিলারা যারা নিজেদের সংসারের কাজকর্ম শেষ করে অবসর সময়ে নিজেদের শিল্পকর্মের নিদর্শন সবার মধ্যে উপস্থাপন করতে পারে এই উদ্দেশ্যে এই প্রদর্শনী এবং বিক্রয় কেন্দ্র। ধর্মনগরের মতো জায়গায় এই ধরনের প্রদর্শনী প্রথমবারের মতো হতে চলেছে বলে বিশিষ্ট মহল এর অভিমত। এ ধরনের উদ্যোগ আগামী দিনে মহিলাদের স্বাবলম্বী করতে যথেষ্ট সহায়ক হবে এবং পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে বলেও উদ্যোক্তারা আশা ব্যক্ত করেছেন

উত্তরপ্রদেশের বাইক ত্রিপুরায়, প্রতিবাদে তৃণমূলের ধরণা পুলিশ হেডকোয়র্টারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। বিধানসভা নির্বাচন সমাগত প্রায়। আগামী পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ মাসের মধ্যেই বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। নির্বাচন দপ্তরও এ বিষয়ে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তৎপরতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই মধ্যে রাজনৈতিক হিংসাত্মক কার্যকলাপও মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। অভিযোগের আঙ্গুল উঠেছে শাসকদলের বিরুদ্ধেও। শাসক দল আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে নিজেদের জয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নানা কৌশল নিচ্ছে। এমনকি সন্ত্রাস করে ভোটে জেতার চক্রান্ত করা হচ্ছে বলে বিরোধীদল গুলির তরফ থেকে অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ থেকে প্রচুর সংখ্যক বাইক ত্রিপুরায় নিয়ে আসা হয়েছে বলেও অভিযোগ। রাজ্যে বাইক বাহিনীকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব প্রকাশ্যে সাংবাদিক সম্মেলন করে এ ধরনের অভিযোগ করেছেন এবং এ বিষয়ে রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্মারকলিপি প্রদান করেছেন। উত্তর প্রদেশ থেকে রাজ্যে ব্যাপক সংখ্যক বাইক নিয়ে আসার বিষয়টি তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও জানিয়েছেন তিনি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত প্রশাসনের তরফ থেকে এ ব্যাপারে কোন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ না করায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্য পুলিশের সদর কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। যুব তৃণমূল কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি শান্তনু সাহা অভিযোগ করেছেন, উত্তরপ্রদেশ থেকে প্রচুর বাইক এসেছে ত্রিপুরায়। তিনদিন আগে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই দাবি করেছিলেন তৃণমূল নেত্রী সাংসদ সুস্মিতা দেব। রাজ্য পুলিশের ডিজিকে চিঠি লিখে এই বাইক গুলোর বিষয়ে তদন্ত করার দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু এখনো পুলিশ কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। তারই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার যুব তৃণমূল কংগ্রেস পুলিশ সদর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ ও ধর্ণায় বসে। অবিলম্বে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তারা আরো বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

খাস জমি দখন করছে বিজেপি নেতা পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। বিশালগড় বিধানসভা এলাকার ঘনিয়ামারা পঞ্চায়েতে মন্দিরের জায়গা জবরদখল করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনগণের তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, মন্দিরের জায়গা দখল করে দালান বাড়ি তৈরি করছেন বিজেপি নেতা। এমন চাঞ্চল্যকর অভিযোগ নিয়ে বিশালগড় বিধানসভার অন্তর্গত ঘনিয়ামারা পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন প্রদান করে কংগ্রেস। স্থানীয় কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা ঘনিয়ামারা পঞ্চায়েতের সামনে উপস্থিত হয়ে একটি প্রতিনিধি দল পঞ্চায়েতের সচিবের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন। পঞ্চায়েত প্রধান সহ কয়েকজন পঞ্চায়েত সদস্য ডেপুটেশন কালে পঞ্চায়েত উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলটি অভিযোগ করেন ঘনিয়ামারা পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডের স্থানীয় বিজেপি নেতা নিবাস দাস ঘনিয়ামারা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মন্দিরের প্রায় চৌদ্দ গন্ডা জমি জোরপূর্বক দখল করে দালান বাড়ি তৈরি করছেন। বর্তমানে চলছে আরও মাটি কাটার কাজ। উদ্দেশ্য আর যতটুকু খাস জায়গা দখল করা যায়। ঘটনাটিকে নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে গোটা পঞ্চায়েত এলাকা জুড়ে গুঞ্জন চললেও সরাসরি কেউ কিছু বলার সাহস করেনি। কারণ বিজেপি নেতা বলে কথা। অবশেষে স্থানীয় কংগ্রেসকর্মীরা এই জায়গাটি দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে ডেপুটেশন প্রদান করেন। পঞ্চায়েত সচিব ও প্রধান সহ উপস্থিত পঞ্চায়েত সদস্যরাও প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিষয়টিতে সহমত পোষণ করে মাটি কাটার কাজ যাতে তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয় সেই পদক্ষেপ নেবেন বলে আশ্বাস দেন। এদিনের ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কংগ্রেস নেতা আরাফাত ইকবাল, টিটু আহমেদ এবং সুমন চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। অবিলম্বে সরকারি খাস জায়গা জবরদখলমুক্ত করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে জানিয়েছেন।

বিলোনীয়ায় সিপিএমের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৫ সেপ্টেম্বর।। সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার দুপুর দুটো নাগাদ সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয় থেকে সাড়া জাগানো মিছিল সংগঠিত করে। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এক নং টিলা, বিদ্যাপীঠ কর্নার হয়ে বনকর বাজার এসে শেষ হয়। মিছিল শেষে হয় সভা, সভায় বাসুদেব মজুমদার কে সভাপতি করা হয়। খাদ্য, শিক্ষা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি,,রেগার মুজুরী বৃদ্ধি, রেগার দুশ দিনের কাজের গ্যারেন্টি প্রদান করা সহ আরো অন্যন্য দাবি নিয়ে এদিনের মিছিল ও ডেপুটেশন প্রদান করে। মিছিল শেষে সভা চলাকালীন সময়ে সিপিআইএম এর চার জনের প্রতিনিধি দল বিলোনীয়া অতিরিক্ত মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে। চারজনের প্রতিনিধি দলে ছিলেন গোপাল রিয়াং, বাবুল দেবনাথ, আশীষ দত্ত, নির্মল ভৌমিক সতের দফার দাবী স্মারক লিপি অতিরিক্ত মহকুমা শাসকের হাতে,তুলে দেয়। দাবি গুলি হল সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলকে স্বাধীন ভাবে কাজ করার নিশ্চয়তা দিতে হবে, সমস্ত গরীব ভূমিহীন পরিবার কে ভূমি বন্দোবস্ত করে বাসগৃহের ব্যাবসা করা,বিভিন্ন হাসপাতালে ডাক্তার ও স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ করতে হবে, সবার জন্য কর্ম সংসানও করতে হবে,মূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে হবে। এই দাবি গুলো সহ আরো অন্যান্য দাবি নিয়ে মোট সতের দফা দাবীর ডেপুটেশন। মিছিল শেষে আলোচনা রাখতে গিয়ে সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নারায়ণ কর জনস্বার্থ সম্বলিত বিভিন্ন বিষয়ে তিনি আলোচনার মধ্যে তুলে ধরেন। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করেন। মিছিল ছিলেন,সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নারায়ণ কর, বিলোনীয়া মহকুমার বিভাগীয় সম্পাদক তাপস দত্ত, দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, রাজ্য কমিটির সদস্য দীপংকর সেন সহ অন্যান্যরা।

ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উপলক্ষে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। দ্য ইন্সটিটিউড অব ইঞ্জিনিয়ার্স ত্রিপুরা শাখা এবং ত্রিপুরা সরকারের যৌথ উদ্যোগে ৫৫ তম ইঞ্জিনিয়ার্স ডে পালন করা হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে গোর্খাবস্তিস্থিত কার্যালয়ে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার। এদিন মেয়র বলেন, রক্তদানের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে একটি সম্পর্ক তৈরি হয়। যা পৃথিবীর যেকোনো সম্পর্ক থেকে নিবিড়। তিনি বলেন, এই ধরনের উদ্যোগ যথেষ্ট প্রশাংসার যোগ্য। তিনি উদ্যোক্তাদের রক্তদান শিবিরের আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

দুর্গাপুজার সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে ৩টি রুটে টাউন বাস চলবে : টিআরটিসি চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও দুর্গাপূজার সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সময়ে ৩টি রুটে টাউন বাস চালানো হবে। এই বাসগুলিতে যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া হবে না। এই রুটগুলি হল রাণীরবাজার থেকে বটতলা এবং বটতলা থেকে রাণীরবাজার, টিআরটিসি'র কৃষ্ণনগর কমপ্লেক্স থেকে আমতলী হয়ে সেকেরকোট ও সেকেরকোট থেকে কৃষ্ণনগর টিআরটিসি কমপ্লেক্স এবং আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে এমবিবি বিমানবন্দর ভায়া বটতলা, রাধানগর। আজ কৃষ্ণনগরস্থিত ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগম কমপ্লেক্সে নিগমের চেয়ারম্যান অভিজিত দেব এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, জনগণের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে কয়েকটি নতুন রুটে বাস চালানোর জন্য নিগমের পরিচালন পর্ষদের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নিগমের চেয়ারম্যান জানান, পুজোর দিনগুলিতে এই টাউন বাস পরিষেবা আখাউড়া ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট থেকে এম বি বি বিমানবন্দর, কৃষ্ণনগরের টিআরটিসি কমপ্লেক্স থেকে জম্পুইজলা ভায়া পুরংনো মোটরস্ট্যান্ড, দক্ষিণ আনন্দনগর, জিবি হাসপাতাল থেকে কমলাসাগর, কসবা কালিবাড়ি, আগরতলা রেল স্টেশন থেকে অশ্বিনী মার্কেট, কৈলাসহর থেকে কুমারঘাট রেল স্টেশান, ধর্মনগর থেকে খেদাছড়া হয়ে দামছড়া, ধর্মনগর থেকে করিমগঞ্জ এবং ধর্মনগর থেকে কৈলাসহর। দুর্গাপুজার পর থেকে ধাপে ধাপে এই রুটগুলিতে পুনরায় বাস চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সকল অংশের মানুষের সহযোগিতায় এই রুটগুলিতে টিআরটিসি'র পরিষেবা চালু করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। তিনি আরও জানান, কুঞ্জবন টিআরটিসি কমপ্লেক্স, কৃষ্ণনগর টিআরটিসি কমপ্লেক্স এবং বটতলা টিআরটিসি কমপ্লেক্স চতুরের উন্নয়নের জন্য আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেড কর্তৃপক্ষের পরামর্শ নেওয়ার সিদ্ধান্তও পর্ষদ থেকে নেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারিদের ন্যায় টিআরটিসি'র কর্মচারিরাও যাতে ৫ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পেতে পারেন সেই জন্য অতিরিক্ত অর্থের অনুমোদনের জন্য পরিবহণ দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের নিকট আবেদন জানানো হয়েছে। এছাড়া টিআরটিসি'র কর্মচারিদের জন্য অর্জিত ছুটি বেতনের আওতায় নিয়ে অবসরকালীন সময়ে নগদ টাকা প্রদান করার জন্য পরিবহণ দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। শ্রীদেব জানান, ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের লগো ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দিরের অনুকরণে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে নিগমের ভাইস চেয়ারম্যান সমর রায়, বোর্ড অব ডিরেক্টর অশোক পাল ও টিআরটিসি'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুব্রত চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।